উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১০ আশ্বিন ১৪৩১ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 27 September 2024 Friday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 131

সীমান্ত পেরিয়ে ইলিশ এল, উত্তরে মঙ্গলবার

দশের পাতায়

বিরাটের ফর্মই ভাবাচ্ছে ভারতকে

এগারোর পাতায়

বিহারের দুই তরুণকে হেনস্তা বাংলাপক্ষের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : বিহার থেকে আসা দুই চাকরিপ্রার্থীকে হেনস্তা ও মারধরের অভিযোগ উঠল বাংলাপক্ষর বিরুদ্ধে। পুলিশ ও আইবি পরিচয় দিয়ে দুজনকে কান ধরে ওঠবস করানো ও ধাক্কা দেওয়ার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। উত্তরবঙ্গ সংবাদ ভিডিওটির সত্যতা যাচাই না করলেও ঘটনাটি শিলিগুড়ির বলে স্বীকার করে নিয়েছে পুলিশ। ঘটনায় বাংলাপক্ষের সদস্য রজত ভট্টাচার্য ও গিরিধারী রায়কে গ্রেপ্তার করে মামলাও রুজু করেছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ।

ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও নিশানা করেছেন দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং ও চিরাগ পাসোয়ান। বেগুসরাইয়ের সাংসদ গিরিরাজের বক্তব্য, 'রোহিঙ্গাদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার লাল কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে, অথচ বিহার থেকে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে এলে, তাদের সঙ্গে এধরনের অভব্য আচরণ করা হচ্ছে।' ঘটনায় তেজস্বী যাদব, রাহুল গান্ধি চুপ রয়েছেন কেন, সেই প্রশ্নও তুলেছেন গিরিরাজ।

পুলিশের জালে ২

- বিহার থেকে চাকরির পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন দুই তরুণ
- বাংলাপক্ষের কয়েকজন সদস্য তাঁদের হেনস্তা করে
- ভয় দেখিয়ে কান ধরে ওঠবসও করানো হয় দুজনকে
- ঘটনায় মমতাকে নিশানা গিরিরাজ সিং ও চিরাগ পাসোয়ানের

লোক জনশক্তি পার্টির সাংসদ চিরাগ পাসোয়ান এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে বিহারি ছাত্রদের নৃশংসভাবে মারধরের খবর অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও নিন্দনীয়। মুখ্যমন্ত্রী আরও একবার বিহারের মানুষকে অপমান করেছেন, যা সহ্য করা যায় না। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই, পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষা দেওয়া কি অপরাধ?'

কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীতে নিয়োগের পরীক্ষা হচ্ছে শিলিগুড়িতে। অভিযোগ, ওই দুই পরীক্ষার্থী ভূমিপুত্রদের জন্য সংরক্ষিত পদে পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন। এরপর দশের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

টোটোশিল্প দিয়ে শুরু দাদাগিরির কালো সকাল

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

এনজেপি স্টেশন থেকে শহরে আসার সময় রাগে গজগজ করছিলেন মাঝবয়সি টোটোচালক। বাপান্ত চলছিল ইউনিয়নের দাদাদের।

গল্প শোনা গেল অনেক। এক সময় ট্রেনে ভাত বিক্রি করে কোনওমতে সংসার চলত দাদার। ভাঙাচোরা বাড়িতে কোনওমতে থাকা। এখন সে জায়গায় বিশাল তিনতলা বাড়ি। কয়েকজন আত্মীয়কে নিয়ে টোটো ইউনিয়নে দাদাগিরি করে রোজগার।

এভাবে আর কত টাকা হয়? ফোঁস করে উঠলেন তরুণ, 'হয় না মানে? এই যে বিশ্বকর্মাপুজো গেল, আমাদের প্রত্যেককে পাঁচশো টাকা চাঁদা দিতে হল। এত টাকা কোথায় গেল বলতে পারেন? আমাদের একটুকরো প্রসাদও জোটেনি। কিছু বললে এমন গালাগাল দেবে, ভাবা যায় না।'

জানতে চাই, কত বছর ধরে এই দাদা ক্ষমতায়? বিরক্তির সঙ্গে জবাব, 'ওই তো তৃণমূল যতদিন ক্ষমতায় এসেছে।' কথা বলতে বলতে আরও তথ্য সামনে আসে। এনজেপি স্টেশনে টোটোর দুটো বড় ইউনিয়ন। একটির মাথারা মোটামুটি ভালো। অন্যটি অত্যন্ত খারাপ। দ্বিতীয়টি হয়ে উঠেছে টাকা তোলার মেশিন। থ্রেট কালচার কথাটা আরজি করের দৌলতে বহুচর্চিত এখন। টোটোচালকদের দুনিয়াতেও যা অচেনা নয়। শব্দ অন্য, ভাবটি এক।

মনে পড়ল মালদা শহরের এক টোটোওয়ালার কথা। উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে বেশি রাতজাগা শহর মালদাই। সুকান্ত মোড় বা রথবাড়ি মোড়ে যত রাতই হোক, একজন না একজনকে পাবেনই। কলকাতা-শিলিগুড়ি, দু'দিকেই বাস মেলে মধ্যরাত থেকে সকালে-- প্রধান কারণ বোধহয় ওটাই। রেলস্টেশনও কাছে। ওখানেই রাত এগারোটা নাগাদ টোটোওয়ালা শোনাচ্ছিলেন, বিশ্বকর্মাপুজো ইদানীং কীভাবে টাকা তোলার বড় শিল্প। বেআইনি টোটোকে আইনি করার অঙ্ক কষার রাত।

হঠাৎ চোখে ভেসে আসে মফসসল বা শহরের পুরোনো রিকশাস্ট্যান্ডে বিশ্বকর্মাপুজোর রাত। মধ্যরাতে অফিস থেকে ফিরছি। কয়েক জোড়া ঈষৎ টলমল পা ছোট্ট পুজো প্যান্ডেলের সামনে। কালো স্পিকারে বাজছে বাজারচলতি গান। পতনোন্মুখ পায়ে নাচার চেষ্টা করছেন তাঁদের জীবনে বছরের সেরা রাতে। এরপর দশের পাতায়

মোটরযান দপ্তরের দুর্নীতির চাকে ঢিল

এক ধাক্কায় বদলি ২৭৪

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ সংবাদে জাতীয় ও রাজ্য সড়কে এমভিআই সিন্ডিকেটের দাপিয়ে তোলাবাজির ধারাবাহিক খবর প্রকাশিত হতেই রাজ্যজুড়ে একসঙ্গে ২৭৪ জন এমভিআই (টেকনিকাল এবং নন-টেকনিকাল)-কে বদলি করল পরিবহণ দপ্তর। এর মধ্যে ১০২ জন টেকনিকাল এবং ১৭২ জন নন-টেকনিকাল ক্যাটিগোরির মোটর ভেহিকল ইনস্পেকটর (এমভিআই) আছেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সেই নির্দেশ পৌঁছে গিয়েছে জেলায় জেলায়। পরিবহণ দপ্তরের কর্তারা বলছেন, এর আগে একসঙ্গে এতজন এমভিআইয়ের বদলি হয়নি।

সূত্রের খবর, তোলাবাজ সিন্ডিকেট নিয়ে বিভাগীয় তদন্তের প্রস্তুতি শুরু করেছে পরিবহণ দপ্তর। একাধিক রাজ্য থেকে অভিযোগ জমা হওয়ায় বাংলার মুখরক্ষায় বেশ কয়েকজন আধিকারিকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হতে পারে। বিভিন্ন সূত্র থেকে ইতিমধ্যেই তোলাবাজির প্রমাণপত্র সংগ্রহ করতে শুরু করেছেন পরিবহণ দপ্তরের শীর্ষকর্তারা।

পর্দার আড়াল থেকে সিন্ডিকেটের কলকাঠি নাড়ছিলেন এক প্রভাবশালী বিডিও। তাঁর ভাই আলিপুরদুয়ারে এমভিআই (নন-টেকনিকাল) পদে কর্মরত। ভাইকে বদলি করা হয়েছে প্রায় সাতশো কিলোমিটার দূরে পুরুলিয়ায়। পরিবহণ দপ্তর সূত্রের খবর, শুধু বদলিই নয়, কীর্তিমান সেই ইনস্পেকটরকে আপাতত রাস্তায় টহলদারির দায়িত্বে রাখা যাবে না বলেও স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তোলাবাজির অভিযোগে আলিপুরদুয়ারের এমভিআই অভিষেক সরকারকে আইনি নোটিশ পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল পুলিশ। তাঁকে বদলি করা হয়েছে কলকাতার বেলতলায়। সরকারিভাবে পরিবহণ কর্তারা এই বদলিকে রুটিন বদলি বলছেন। তবে দপ্তরের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের কথায়, 'তোলাবাজ সিন্ডিকেটে লাগাম টানতেই বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' আরও কয়েকজন আধিকারিক বদলি হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

আপনি কি নেতাদের ভয় পান? নেতারা আমাদের ভয় পান

> ডান্ডা ট্যাক্স। প্রত্যেকটি ট্রাক থেকে আদায় করা হয় গড়ে ৬ হাজার টাকা। মাসে কমপক্ষে ২ কোটি টাকা ভাগবাঁটোয়ারা হচ্ছে সিন্ডিকেটে। চক্রের মাথা এক বিডিও। এমভিআইয়ের এই দুষ্টচক্রে ঢিল পড়ল উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জেরে। আজ চতুর্থ কিস্তি।

অসম-বাংলা সীমান্ত থেকে জঙ্গিপুর পর্যন্ত প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার এলাকায় জাঁকিয়ে বসেছে তোলাবাজ সিন্ডিকেট। দীর্ঘ এলাকায় জাতীয় ও রাজ্য সড়কে টহলদারির দায়িত্বে থাকা প্রায় সব এমভিআইকে বদলি করা হয়েছে। সিন্ডিকেটের আঁতুড় হয়ে উঠেছিল আলিপুরদুয়ার আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তর। সেখান থেকে বদলি করা হয়েছে দশজনকে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, দুই দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, প্রত্যেকটি আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তর থেকেও বেশ কয়েকজন করে ইনস্পেকটরকে বদলি করা হয়েছে। যাঁদের বিরুদ্ধে তোলাবাজির সরাসরি অভিযোগ উঠেছে তাঁদের প্রায় প্রত্যেককেই দক্ষিণবঙ্গে পাঠানো হয়েছে। বিডিওর ভাইয়ের মতো বদলি হওয়া প্রায় দুই ডজন এমভিআইকে 'ফিল্ড পোস্টিং' না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পরিবহণ কর্তারা। তবে আলিপুরদুয়ারের এআরটিও সুভাষ বর্মনের বিরুদ্ধে গুরুতর নানা অনৈতিক কাজের অভিযোগ থাকলেও তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না হওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে।

বদলির নির্দেশের খবরে খুশি ট্রাক মালিকদের সংগঠনগুলি। নিউ আন্ধ্রা মোটর ট্রাকারস অ্যাসোসিয়েশন (নামতা)-এর এরপর তিনের পাতায়

পদত্যাগ করতে চান ক্ষুব্ধ অভয়া

রাহুল মজুমদার

রঞ্জনের সঙ্গে বিবাদে নালিশ কলকাতায়

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের দুই তৃণমূল কাউন্সিলার রঞ্জন সরকার এবং অভয়া বসুর দ্বন্দ্বের খবর এবার পৌঁছাল কলকাতাতেও। সূত্রের খবর, জেলা নেতৃত্বের মাধ্যমে গোটা ঘটনার রিপোর্ট গিয়েছে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে। শোনা যাচ্ছে, রঞ্জনের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে কলকাতায় ছুটছেন অভয়া। পরিষদীয় দলের সভায় রঞ্জন তাঁকে অপমান করেছেন এবং দলীয় কাউন্সিলাররা কেউ তার প্রতিবাদ করেননি, এমন অভিযোগও তুলেছেন তিনি। আর তাই কাউন্সিলার পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশও করেছেন। কলকাতায় দলীয় শীর্ষ নেতৃত্ব কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস না দিলে সেই পথেই হাঁটবেন তিনি।

এদিন অভয়া উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেছেন, 'আমার কয়েকটি বিষয় নিয়ে সন্দেহ হয়েছিল। সেগুলি অন্য বিষয়। তবে পরিষদীয় দলের বৈঠকে যা হয়েছে, সবটা ওপর মহলে আমি জানাব।' ডেপুটি মেয়র রঞ্জন অবশ্য বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

তবে, ঘটনায় চরম অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। পুরনিগমের বাকি কাউন্সিলারদের মধ্যেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। শাসকদলের অন্দরে বিরোধ দেখে মুচকি হাসতে শুরু করেছে বিরোধীরাও।

দুর্নীতির অভিযোগে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে মাল পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহাকে। এরইমাঝে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়রের বিরুদ্ধে খোদ দলেরই কাউন্সিলার দুর্নীতির তদন্ত করানোয় বিরোধীরা যেন হাতে 'মোয়া' পেয়েছে। তবে, যতই অস্বস্তি বাড়ুক বিষয়টিকে আমল দিতে চাইছেন না তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'পরিবারের মধ্যে একটু সমস্যা হতেই পারে। আবার তা ঠিকও হয়ে যায়।' মেয়র গৌতম দেব প্রথম দিন বিষয়টি চেপে যাওয়ার চেষ্টা করলেও এদিন কার্যত ঘুরিয়ে বিবাদের কথা স্বীকার করেছেন। এরপর দশের পাতায়

স্কুলে শ্লীলতাহানি, গ্রেপ্তার দুই শ্রমিক

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : স্কুলে সাফাইয়ের কাজ করতে আসা দুই শ্রমিকের হাতে নির্যাতনের শিকার হতে হল একাধিক ছাত্রীকে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ফুলবাড়ি পূর্ব ধনতলা হাইস্কুলে। অভিযোগ, এদিন টিফিন চলাকালীন ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীর পাশাপাশি পঞ্চম শ্রেণির দুই-তিনজন ছাত্রীর গায়ে হাত দেওয়া হয়। ঘটনায় খইরুল ইসলাম ও মহম্মদ তাহিজুলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দুজনই ফুলবাড়ির বাসিন্দা।

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুন নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি। এখনও প্রতিবাদের আগুন জ্বলছেই। এরই মাঝে স্কুল চলাকালীন নাবালিকাদের শ্লীলতাহানির ঘটনা হইচই ফেলে দিয়েছে। স্কুলে তাহলে নিরাপত্তা কোথায়, সেই প্রশ্ন তুলছেন অভিভাবকরা।

সাফাই করতে এসে 'কুকর্ম'

এদিনের ঘটনায় ভীত হয়ে পড়ে ছাত্রীরা। টিফিন শেষে ক্লাসে শিক্ষক পড়াতে এলে তাঁর কাছে বিষয়টি জানায় তারা। ঘটনা শুনে দুই শ্রমিককে আটকে রাখেন শিক্ষকরা। বিষয়টি জানতে পেরে স্কুলে আসেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপির উত্তম সরকার। খবর দেওয়া হয় নিউ জলপাইগুড়ি থানায়। এরপরই পুলিশ এসে দুজনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। এরপর দশের পাতায়

একনজরে

বিহারে সলিলসমাধি ৩৭ শিশুর

সন্তানদের মঙ্গল কামনায় মায়েদের 'জীবিতপুত্রিকা' ব্রত পালনে সন্তানদের সঙ্গে মায়েদেরও মৃত্যু হল। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের ১৫টি জেলায়। মায়েরা উপবাস করে সন্তানদের নিয়ে নদীতে ডুব দিতে গিয়েছিলেন। সেই সময় ভয়ংকর বৃষ্টি হচ্ছিল। নদীতে স্নানের সময় তলিয়ে যান ৩৭ শিশু সহ ৪৬ জন। ৪৩টি দেহ উদ্ধার হয়েছে।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

চা বাগানে পুরুষতন্ত্র ভেঙে যেন নারী জাগরণ

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৬ সেপ্টেম্বর : ছক ভাঙা আন্দোলনে চা বাগানের কান্ডারিরাও গতে বাঁধা নিয়মের বাইরে যেন। বোনাস চুক্তির প্রতিবাদে সদ্য চা শিল্পের বিদ্রোহে সামনের সারিতে প্রমীলাবাহিনী। যাঁরা সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উঠে আসেননি। নেতৃত্ব দেওয়ার পূর্ব অভিজ্ঞতাও যাঁদের নেই। সংসার ও পেশা সামলে

দলের নিয়ন্ত্রণমুক্ত লড়াইয়ে সেই নারীদের প্রথম সারিতে উঠে আসা উত্তরবঙ্গের চা বাগানের 'নিও নর্মাল।'

এ রকম দিন যে কখনও আসবে, লুকসান চা বাগানের বিনীতা ওরাওঁয়ের কল্পনাতেও ছিল না। নিপাট ঘরগেরস্থালি ছেড়ে বিনীতা এখন জলপাইগুড়ি জেলার ওই চা বাগানটির শ্রমিক আন্দোলনের মুখ হয়ে উঠেছেন। যেখানে পুরুষতন্ত্রের আর ঠাঁই নেই। কেন হঠাৎ এই নারী জাগরণ সবুজ চায়ের দেশে? বিনীতার ভাষায় স্পষ্ট, ট্রেড ইউনিয়ন প্রত্যাখ্যানের এই আন্দোলন যেন জুড়ে গিয়েছে নেতৃত্বকে পুরুষতন্ত্র থেকে মুক্তির লক্ষ্যে।

লুকসানের ওই শ্রমিক নেত্রীর কথায়, 'আমাদের কথার মূল্য কোন নেতা দেন? অথচ বোনাসের সময় চাঁদা চাইতে সবার আগে ওঁরা। এসব আর বরদাস্ত করব না।' এরপর দশের পাতায়

ভিজবে মহালয়া, পুজোর মেঘে আশঙ্কা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : শরতের আকাশে এখন কালো মেঘ। মুষলধারায় ভিজে নেতিয়ে পড়েছে কাশফুলও। উৎসবের দিনগুলিতেও কি এভাবে ভিজবে উত্তরের মাটি? এই প্রশ্নের উত্তরের খোঁজেই এখন বুঁদ পাহাড় থেকে সমতল।

টানা বর্ষণের জেরে এখন পুজোর দিনগুলিতে কেমন থাকবে আবহাওয়া, আকাশে নজর কোচবিহার থেকে মালদা, জলপাইগুড়ি থেকে বালুরঘাট সহ উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জনপদের। আবহবিদদের নজর বঙ্গোপসাগরে। পুজোর দিনগুলির আবহাওয়া সম্পর্কে এখনও তাঁরা নিশ্চিত হতে না পারলেও, সাগরে যদি কোনও নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় এবং তার অবস্থান যদি উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে হয়, তবে যে উৎসবের দিনগুলি পণ্ড হতে পারে, সে ব্যাপারে তাঁদের কোনও সংশয় নেই।

সাধারণত উত্তরবঙ্গ থেকে বর্ষা বিদায় নেয় অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহের পর। পুজো এবার দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতেই। আর আসল শঙ্কাটা সেখানেই। তার ওপর অগাস্ট-সেপ্টেম্বরের বৃষ্টির ঘাটতিটাও ভাবাচ্ছে আবহবিদদের।

জোড়া ঘূর্ণাবর্ত ভয় ধরাচ্ছে উৎসবের বাংলাকে। আবহাওয়ার বর্তমান যা পরিস্থিতি, তাতে অক্টোবরের শুরুতে ফের পরপর দুটি ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে, এমন সম্ভাবনাই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে ক্রমশ। তবে দ্বিতীয় ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে কতটা বৃষ্টি হবে, তা নির্ভর করছে ভবিষ্যতের ওপর। ঘূর্ণাবর্তটির অবস্থান যদি উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে হয়, তবে তার প্রভাবে পুজোর সময় কলকাতা সহ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি লাগোয়া বাংলাদেশ বৃষ্টির জলে ভিজতে পারে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গেও। কিছুটা সরে যদি ঘূর্ণাবর্তটির বড় অংশ বাংলাদেশে অবস্থান করে, তার প্রভাবে বাংলাদেশের পাশাপাশি বৃষ্টি পেতে পারে উত্তরবঙ্গের সমতল। আবার ঘূর্ণাবর্তটি যদি উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করে এবং দখিনা বাতাস সক্রিয় থাকে, তবে সরাসরি বৃষ্টি হবে মালদা থেকে কোচবিহার, উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলাতে। শুধু বৃষ্টি হবে তা নয়, ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিও হতে পারে কয়েকটি এলাকায়। আবার ঘূর্ণাবর্তটি বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণে অবস্থান করলে রাজ্যের কোনও অংশই ভিজবে না।

সেকারণেই আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'পুজোর সময় একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তার অবস্থান কী হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ফলে পুজোর দিনগুলিতে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হবে কি না, তা সুনির্দিষ্টভাবে বলার সময় এখনও আসেনি। এর জন্য আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে।' পুজোর দিনগুলি নিয়ে সংশয় থাকলেও, মহালয়ায় যে উত্তরবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলায় বৃষ্টি হবে, তা একপ্রকার নিশ্চিত আবহাওয়ার মতিগতিতে। মহালয়ার দিন অর্থাৎ বুধবার একটি ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় হয়ে উঠছে এবং দখিনা বাতাস বঙ্গোপসাগর থেকে যে জলীয় বাষ্প টেনে নিয়ে আসবে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত আবহবিদরা।

বাইরে বৃষ্টি। ভেতরে কারখানায় প্রতিমার চোখ আঁকতে ব্যস্ত শিল্পী। শিলিগুড়িতে। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, বুধ এবং বৃহস্পতিবার পাহাড়-সমতল, উত্তরবঙ্গের সর্বত্র বৃষ্টি হবে। উপরের চারটি জেলা অর্থাৎ দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের আশঙ্কাও রয়েছে। তবে এই বৃষ্টির স্থায়িত্ব দুই দিনের বেশি থাকবে না বলে বক্তব্য আবহবিদদের।

এদিকে, বৃহস্পতিবার একাধিক জায়গায় ভারী বর্ষণের পর শুক্রবারও হিমালয় সংলগ্ন চার জেলা আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং এবং দার্জিলিংয়ের কিছু এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

টয়ট্রেনের লাইনের নীচে ধস

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : বিশ্ব পর্যটন দিবসে গড়াবে টয়ট্রেনের চাকা, এমন পরিকল্পনা নিয়েছিল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)। কিন্তু তার ২৪ ঘণ্টা আগেই রেললাইনের নীচ থেকে ধসে গেল মাটি। শালবাড়ির একাধিক জায়গায় এমন ঘটনা ঘটায়, ওই পরিকল্পনা বাতিল করেছে ডিএইচআর। ফলে বিশ্ব পর্যটন দিবসে পুজো পর্যটন নিয়ে যে বার্তাটা দিতে চেয়েছিল রেল, তা মাঠে মারা গিয়েছে। একইসঙ্গে পুজোর সময় নিউ জলপাইগুড়ি জংশন এবং দার্জিলিংয়ের মধ্যে টয়ট্রেন চলবে কি না, তা নিয়ে নতুন করে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

কিন্তু কীভাবে সমতলে রেললাইনের নীচ থেকে মাটি সরে গেল? সেটাই বড় প্রশ্ন। তাহলে কি পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণে নজর নেই রেলের? যদিও তা মানতে নারাজ রেলকর্তারা। তবে পুজোর আগে যে সমতল-পাহাড়ের মধ্যে টয়ট্রেন চলাচল নিয়ে সংশয় রয়েছে, তা স্বীকার করে নিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা। তিনি বলছেন, 'পরিস্থিতি যা, তাতে এনজেপি এবং দার্জিলিংয়ের মধ্যে ট্রেন চলাচল শুরু করা নিয়ে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। শালবাড়ির মতো এলাকায় কী ভাবে মাটি ধসে গেল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

বিশ্ব পর্যটন দিবসে শুক্রবার টয়ট্রেনে উঠবে বিশেষভাবে সক্ষমরা, নতুন বার্তা দিতে যৌথভাবে এমন পরিকল্পনা নিয়েছিল ডিএইচআর এবং হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (এইচএইচটিডিএন)। কিন্তু বাদ সাধল শালবাড়ির ঘটনা। যদিও বৃহস্পতিবার পাথর ফেলে গর্ত ভরাট করার কাজ হয়েছে। কিন্তু পরিকল্পনা মোতাবেক শিলিগুড়ি জংশন থেকে সুকনা পর্যন্ত ট্রেন চলানো ঝুঁকি হয়ে যাবে বলে ওই পরিকল্পনা বাতিল করা হয় রেলের তরফে।

পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠনটির সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, 'প্রযুক্তিগত সমস্যা হলে তো কিছু করার নেই।' তবে বাঘা যতীন পার্ক থেকে প্রভাতফেরি, বিকেলে নিউ চামটার একটি রিসর্টে পর্যটনের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে পুরস্কৃত করার অনুষ্ঠান যথারীতি হবে বলে তিনি জানান।

এদিকে, সমতলের মতো এলাকায় রেললাইনের নীচ থেকে মাটি সরে যাওয়ার ঘটনায় রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকায় ঠিকমতো রেললাইনে নজর রাখা হচ্ছে না বলে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রেল আধিকারিকদের বক্তব্য, প্রবল বর্ষণের জন্য এমনটা হয়ে থাকতে পারে।

তবে গত দু'দিন ধরে যা বৃষ্টি হয়েছে, তার থেকে বেশি বৃষ্টি হয়েছে বর্ষাকালে। তাই রেলের এই যুক্তি মানতে নারাজ অনেকেই। এ কারণেই পুজোর সময় সমতল-পাহাড়ের মধ্যে টয়ট্রেন চলাচল নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

পাথর ফেলে গর্ত ভরাটের কাজ চলছে। শালবাড়িতে বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর

আটদিন পর নিজের ঠিকানায় 'ভবঘুরে'

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : আটদিন পর নিজের বাড়িতে পৌঁছোলেন বছর পঞ্চান্নর বিশু ঘোষ। তাঁর বাড়ি আলিপুরদুয়ার জংশনের লিচুতলায়। সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে বিশুর বাড়ির খোঁজ মেলে। বৃহস্পতিবার তাঁকে সেখানে পৌঁছে দিতে পলাশবাড়ি এসেছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য শিউলি পাল।

আটদিন আগে হঠাৎই পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায় ওই ভবঘুরেকে। শরীরে নানা ক্ষতচিহ্নের দাগ ছিল। সিভিক ভলান্টিয়ারদের চেষ্টায় তাঁকে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করানো হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর স্থানীয় ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে বাজারেরই একটি ঘরে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়। তাঁর ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নিখিলকুমার পোদ্দার। আলিপুরদুয়ার 'মানবিক মুখ' স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়। সেখান থেকেই বিশুর বাড়ির ঠিকানা মেলে। খবর পেয়েই এদিন পলাশবাড়ি যান ওই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য শিউলি।

বিদায়বেলায়েও বাজারের নলকূপে তাঁকে স্নান করান নিখিল এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী জয় দে। স্নানের পর নিখিল নতুন জামা পরিয়ে দেন। নতুন প্যান্ট কিনে দিয়েছেন এলাকার অঙ্কের শিক্ষক রাজীব ভুঁইয়া। এদিন ভবঘুরেকে খাওয়ানো হয়েছে তাঁদের তরফে। এসব দেখে শিউলি বললেন, 'এখনও যে মানুষের মধ্যে এতটা মানবিকতা আছে, এটা তার প্রমাণ। এদিন এখানে এসে সবটা দেখে আমি অভিভূত।'

নিখিলের কথায়, 'মানুষ মানুষের জন্য। এখানে এর আগেও অনেক ভবঘুরে আপ্যায়ন পেয়েছেন এবং বাড়িতে পৌঁছেছেন।' এই আটদিনের আপ্যায়নে যে তিনি সন্তুষ্ট, সেটা যাওয়ার আগে হাবেভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন বছর পঞ্চান্নর মানুষটিও।

ভবঘুরেকে স্নান করানো হচ্ছে। পলাশবাড়িতে বৃহস্পতিবার।

টাটা ইভি'র দামে অবিশ্বাস্য অফার

নিউজ ব্যুরো

২৬ সেপ্টেম্বর : টাটা ইভি'র বেস্টসেলিং মডেলগুলির মধ্যে অন্যতম টিয়াগো, পাঞ্চ এবং নেক্সন ইভি। উৎসবের মরশুমে টাটা ইভি তাদের নতুন ক্যাম্পেইন 'ফেস্টিভাল অফ কার' উপলক্ষ্যে এই মডেলগুলির ওপর অবিশ্বাস্য অফার ঘোষণা করেছে। ক্রেতাদের কাছে ইভিকে আরও সহজলভ্য করে তুলতে নেক্সনের দাম ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত এবং পাঞ্চের দাম ১.২০ লাখ টাকা পর্যন্ত কমানো হয়েছে। একইসঙ্গে ক্রেতারা ছয় মাস অবধি বিনামূল্যে টাটা পাওয়ার চার্জিং পয়েন্ট থেকে চার্জ করাতে পারবেন। এই ফেস্টিভ অফার কেবল ৩১ অক্টোবর অবধি সীমিত। টাটা প্যাসেঞ্জার ইলেক্ট্রিক মোবিলিটি লিমিটেডের মুখ্য কমার্সিয়াল অফিসার বিবেক শ্রীবাস্তব বলেন, 'এই বিশেষ অফারের মাধ্যমে আমরা বেশি দামের ইভিকে ক্রেতাদের কাছে পেট্রোল বা ডিজেলচালিত গাড়ির সমতুল্য করে তুলতে চাই। ক্রেতাদের কাছে এটাই সুবর্ণসুযোগ ইভির মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি উপভোগ করার।'

নৃপেন্দ্র গোপের পাঠশালায় চলছে খুদে পড়ুয়াদের নিয়ে ক্লাস।

বিনামূল্যে পড়ানোই নেশা রংমিস্ত্রির

দেবাশিস দত্ত

পারডুবি, ২৬ সেপ্টেম্বর : কথায় আছে 'বিদ্যা দানে বিদ্যা বাড়ে'। এই লক্ষ্যেই গত ৭-৮ বছর ধরে বিনামূল্যে গ্রামের খুদে পড়ুয়াদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিচ্ছেন বছর চুয়ান্নর নৃপেন্দ্র গোপ। স্বপ্ন ছিল শিক্ষকতার, কিন্তু নানান প্রতিবন্ধকতায় তা অধরা থেকে গিয়েছে। তবে এখনও শিক্ষকতার নেশায় বুঁদ নৃপেন্দ্র। আর্থিক অনটনের জেরে তাঁর পড়াশোনা মাধ্যমিক পর্যন্ত। তারপর সংসারের হাল ধরতে রোজগারে বেরোনো। পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার পথে অভাব, অনটন যে কত বড় বাধা তা ভালোই জানা নৃপেন্দ্রর। তাই সপ্তাহে দু'দিন শনি ও রবিবার নিখরচায় গ্রামের বেশ কিছু খুদে পড়ুয়াকে পড়ান তিনি।

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের গোডাউনহাট সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা নৃপেন্দ্র পেশায় রংমিস্ত্রি। এলাকার ভেরভেরি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং নিজের বাড়িতে পাঠশালা খুলে ৫০-৬০ জন ছাত্রছাত্রীকে বিনা পারিশ্রমিকে পড়ান তিনি। গোডাউনহাট, টাউরিকাটা, ভোগমারা, হিন্দুস্তান মোড়, মানসাই চর, মাটিয়ারকুঠি গ্রাম থেকে পড়ুয়ারা তাঁর কাছে পড়তে আসে। সকাল ছ'টা থেকে ন'টা পর্যন্ত চলে পড়ানো। এরপর বেরোন কাজে। মাঝেমধ্যে কাপড়ের ব্যবসাও করেন। পাঠশালার সামগ্রী বলতে রঙের প্রলেপ দেওয়া একটি পুরোনো ব্ল্যাকবোর্ড এবং চক, ডাস্টার। পড়ুয়ারা মেঝেতে বসেই পড়াশোনা করে।

গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের পড়ুয়ারা বেশিরভাগই পড়াশোনায় পিছিয়ে থাকে। অনেকে টিউশনে ভর্তি হতে পারে না। কেউ আবার ছোট থেকে মোবাইলে আসক্ত। তাদের পড়াশোনায় ফেরানোর চেষ্টাও করেন তিনি। নৃপেন্দ্র বলেন, 'বাচ্চাগুলো বড় হয়ে সফল হতে চায়। তাদের বাবা-মাও চান সন্তানের সাফল্য। কিন্তু সঠিক গাইডেন্সের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে পড়ে।' তিনি অভিভাবকদের ডেকে পড়াশোনার বিষয়ে সচেতন করেন। তাঁর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা সহ অভিভাবকরাও।

তাঁর পাঠশালায় নিম্নবিত্ত পরিবারের পড়ুয়াদের বিনা পয়সায় পড়ানো হয়। তিনি আরও জানান, তাঁর কোনও সন্তান নেই। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়ে সেই অভাব বোধ হয় না। মাদকের নেশায় বুঁদ না হয়ে সমাজসেবা ও শিক্ষার প্রসারে এগিয়ে আসার বার্তা দিয়েছেন তিনি।

WEST BENGAL STATE RURAL DEVELOPMENT AGENCY
COOCH BEHAR-II DIVISION
COOCH BEHAR

The Executive Engineer (PIU- Head), WBSRDA Cooch Benar-II Division, invites E-tenders through E-Tendering Vide e-NIT No: WBSRDA/COB-2/EE-ET/POSTFIVE/15/OF 2023-24 (3rd Call), WBSRDA/COB-2/EE-ET/POSTFIVE/06/OF 2024-25 (2nd Call), WBSRDA/COB-2/EE-ET/POSTFIVE/07/OF 2024-25 (1st Call), WBSRDA/COB-2/SSM/08/PATHSHREE/2024-25 (1st Call). Details may be seen in **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer
HPIU, WBSRDA, Cooch Behar-II Division
Cooch Behar

পূর্ব রেলওয়ে

অকশন ক্যাটালগ

অ্যাডমিন ইউনিট/জোন : শিয়ালদহ ডিভিশন - কমার্শিয়াল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪। অকশন ক্যাটালগ নং : এসডিএইচ-পার্সেল-২৯। অকশন কর্তৃপক্ষ : সিনিয়ার ডিসিএম/এসডিএএইচ। অকশন শুরু (সকল লট) : ১৪.১০.২০২৪, সকাল ১১টা। অকশন বন্ধের তারিখ/সময় : ১৪.১০.২০২৪, দুপুর ২.৫০ মিনিট। অটো এক্সটেনশন জোন : ১২০ সেকেন্ড। অটো এক্সটেনশনের সীমা : ১২০ সেকেন্ড। প্রাথমিক কুলিং অফ সময়সীমা : ৩০ মিনিট। ক্রমানুযায়ী লট বন্ধের ব্যবধান : ১০ মিনিট। সর্বাধিক অটো এক্সটেনশন : ১০ বার। বিবরণ : এসএলআর কোচে (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট) পার্সেল স্পেস। সিকোয়েন্স নং, লট নং/ক্যাটাগরি, ট্রিপ/দিন, বন্ধের তারিখ/সময় নিম্নরূপ : এএ/১, ১৩১৪৫-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-আরডিপি-২৪-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ১৪.১০.২০২৪/সকাল ১১.৩০। এএ/২, ১৩১৫৩-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ১৪.১০.২০২৪/সকাল ১১.৪০। এএ/৩, ১৩১৫৩-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ১৪.১০.২০২৪/সকাল ১১.৫০। এএ/৪, ১৩১৫৩-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ১৪.১০.২০২৪/দুপুর ১২টা। এএ/৫, ১৯৬০৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এমডিজেএন-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ১৪.১০.২০২৪/দুপুর ১২.১০। এএ/৬, ২২১৯৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-ভিজিএলজে-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ১৪.১০.২০২৪/দুপুর ১২.২০ মিনিট। এএ/৭, ১৩১৭৩-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এসবিআরএম-২৪-১ (পার্সেল - এসএলআর), ২০৯, ১৪.১০.২০২৪/দুপুর ১২.৩০ মিনিট। এএ/৮, ১৩১৭৩-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এসবিআরএম-২৪-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৪১৭, ১৪.১০.২০২৪/দুপুর ১২.৪০। এএ/৯, ১৩১৭৩-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এসবিআরএম-২৪-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৪১৭, ১৪.১০.২০২৪/দুপুর ১২.৫০। এএ/১০, ১৩১৭৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এসসিএল-২৩-২ (পার্সেল - এসএলআর), ৩১৩, ১৪.১০.২০২৪/দুপুর ১টা। এএ/১১, ১৩১৪৯-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এপিডিজে-২৪-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ১৪.১০.২০২৪/দুপুর ১.১০ মিনিট। এএ/১২, ১২৩১৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএসআর-২২-২ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ১৪.১০.২০২৪/দুপুর ১.২০ মিনিট। এএ/১৩, ১২৩১৯-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-জিডব্লুএল-২৪-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ১৪.১০.২০২৪/দুপুর ১.৩০ মিনিট। এএ/১৪, ২২৩১৭-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-জেএটি-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৫, ১৪.১০.২০২৪/দুপুর ১.৪০। এএ/১৫, ১২৪৯৬-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-বিকেএন-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ১৪.১০.২০২৪/দুপুর ১.৫০। এএ/১৬, ১৯৪১৪-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এডিআই-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ১৪.১০.২০২৪/দুপুর ২টো। এএ/১৭, ১২৩১৫-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-ইউডিজেড-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ১৪.১০.২০২৪/দুপুর ২.১০ মিনিট। এএ/১৮, ২২২০১-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-পিইউআরআই-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৩১৩, ১৪.১০.২০২৪/দুপুর ২.২০ মিনিট। এএ/১৯, ১৩১৩৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএমএইচ-২৪-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৫, ১৪.১০.২০২৪/দুপুর ২.৩০ মিনিট। এএ/২০, ২২৩২৩-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-জিসিটি-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ১৪.১০.২০২৪/দুপুর ২.৪০ মিনিট। বিবরণ : পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস। এবি/১, ১৩১৫৫-১৩১৫৬-ভিপি-১-কেওএএ-এসএমআই-২৪-১ (পার্সেল - পার্সেল ভ্যান), ২০৮, ১৪.১০.২০২৪/দুপুর ২.৫০। রেট ইউনিট : প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং ফি (এএ/১ থেকে এএ/২০-এর জন্য) ও প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (উভয় অভিমুখে) (এবি/১-এর জন্য)। ন্যূনতম বৃদ্ধি (%): প্রতিটির জন্য ০.২। ইএমডি : ৫% প্রতিটির জন্য। লটের অবস্থা : আরপি অনিষ্পাদিত প্রতিটির জন্য। (SDAH-195/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

কাবেরী অন্তর্ধান রাত ১০টায় কালার্স বাংলা সিনেমায়

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ-এক ঘণ্টার মহাপর্ব, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু, রাত ৯.০০ অনামিকা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ রংবাজ, বিকেল ৪.২৫ সকাল সন্ধ্যা, রাত ৮.০০ কেলোর কীর্তি, রাত ১১.১০ জামাই বদল

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ আমার শপথ, বিকেল ৩.০০ সিঁদুর নিয়ে খেলা, সন্ধ্যা ৬.০০ ওগো বধূ সুন্দরী, রাত ১১.০০ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ আক্রোশ, দুপুর ১.০০ মহাগুরু, বিকেল ৪.০০ মস্তান, সন্ধ্যা ৭.০০ নাচ নাগিনী নাচ রে, রাত ১০.০০ কাবেরী অন্তর্ধান

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পেন্নাম কলকাতা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দাবি

ওগো বধূ সুন্দরী সন্ধ্যা ৬টায় জি বাংলা সিনেমায়

ধড়ক দুপুর ২.৫৮ মিনিটে অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে

সাইনা রাত ১১.০১ মিনিটে অ্যান্ড পিকচার্স এইচডিতে

ABRIDGE e-N.I.T. NOTICE

e-N.I.T. Memo No. 780/KCK-III PS Sl No-01 to 04 Dated- 26.09.2024 and e-NIT Memo No- 781/KCK-III PS, Sl No. 1 to 02, Dated- 26.09.2024 invited by the E.O Kaliachak-III P.S from Bonafide bidder. Last date of application on 03.10.2024 upto 17:30 pm. Details are available in the office notice board & https://wbtenders.gov.in/nicgep/app and portal Tender ID 2024_ZPHD_758044_1 to 4 & 2024_ZPHD_758055_1 to 2.

Sd/-
Executive Officer
Kaliachak-III P.S
Baishnabnagar, Malda.

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯১৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯১৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

ময়নাগুড়ি পৌরসভা, ময়নাগুড়ি

বিজ্ঞপ্তি

গত ২৫/০২/২০২৪ (ইং) তারিখে ময়নাগুড়ি পৌরসভার মাননীয়/মাননীয়া পৌরসদস্য/পৌরসদস্যাগণের সভায় আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। ২৬/০৩/২০২৪ (ইং)তারিখ থেকে ময়নাগুড়ি পৌর এলাকাকে উন্মুক্ত শৌচবিহীন ও মলবিহীন পৌরসভা রূপে (Open Defection free plus) (ODF Plus) অর্থাৎ নির্মল পৌরসভা রূপে ঘোষণা করা হচ্ছে। ময়নাগুড়ি পৌর এলাকার মধ্যে খোলা জায়গায় মলত্যাগ করতে দেখা গেলে ১০০/- (একশত) টাকা মাত্র এবং খোলা জায়গায় প্রস্রাব করতে দেখা গেলে ২০/- (কুড়ি) টাকা মাত্র জরিমানা চালু করবার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ময়নাগুড়ি পৌরসভাকে পৌরবিষয়ক ও নগর উন্নয়ন দপ্তর থেকে প্রেরিত service level benchmark of sewage, sanitation, water supply and storm water drainage from 2021-22 and 2022-23 সুপারিশ করা হয়েছে। নাগরিক পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত service level benchmark.

স্বাক্ষর
পৌরপতি, ময়নাগুড়ি পৌরসভা

কাটিহার ডিভিশনে বিজ্ঞাপন চুক্তির জন্য ই-নিলাম

কাটিহার ডিভিশনে বিজ্ঞাপনের চুক্তির জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.:** সি-এডিভিটি-এটিএনজেপিপিএআর। **ক্যাটাগরি:** এডভার্টাইসিং-আউট অফ হোম; **একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **দিন:** ১০৯৫; **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় :** ১৪-১০-২০২৪ তারিখে ১২:০০ ঘণ্টা।

ক্রম নং	লট নং	বর্ণনা
এএ/১	এডিভিটি-কেআইআর-এনজেপি-ওএইচ-১৮৬-২৪-১	নির্দিষ্ট/নির্ধারিত স্থানে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের নতুন অস্থায়ী পার্কিং -এ এবং প্রবেশ রাস্তার সমান্তরালে সীমানা প্রাচীরের উভয় দিকে গ্লো সাইন বোর্ডের আকারে বা দেয়ালচিত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন।

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় : ১৪-১০-২০২৪ তারিখে ১২:৩০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময়কাল হল ৩০ মিনিট। ধারাবাহিক লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাকে আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কর্মখালি

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন-আলোচনাসাপেক্ষ। Cont. M : 9647610774. (C/112466)

বাসন ধোয়া-মাজা ও অন্যান্য কাজের জন্য লোক চাই। থাকা-খাওয়া ফ্রি। বেতন- ৮০০০/- টাকা। ফোন : 9749570276. (C/112469)

Wanted a female A.T., M.A (Geography) pref. B. Ed. unreserved on Maternity Leave Vacancy upto 11.03.25. Wanted a female A.T., M.Sc. (Physics) pref. B. Ed. fully contractual basis. A walk-in-interview will be held on 05.10.2024 at 11.30 A.M. with 2 sets of Xerox copies of all testimonials along with originals in Siliguri Girls' High School, Siliguri.

Job Vacancy

Company- Ambuja Cements Limited, 1. Post-Sales Officer : MBA. Location - Jalpaiguri, Coochbehar, 2. Post-Sales Executive : Graduate. Location - Siliguri, Jalpaiguri. Age-below 30 Y, Exp- 2Y. Mo : 8759281031. (C/112468)

ভাড়া

Commercial Space available for Rent (1000 sqft, 2 way Entrance at 1st Floor) Suit. for Bank/ Covt. Office/ Finance Company. Location : Ghogomali Main Road, Beside Union Bank of India, Upper floor of Beekay Hero Bike Show Room. Ph/W.P. : 9641922770. (C/112467)

হারানো/প্রাপ্তি

I Pradip Ghosh residing at Tapan Gangarampur lost Original Deed 435/2011 registerd at ADSR Tapan. If anybody finds it kindly contact 8918429738. (C/112777)

কিডনি চাই

A+ ব্লাড গ্রুপ, বয়স 40' এর মধ্যে। পুরুষ/মহিলা, অতি সত্বর যোগাযোগ করুন। Ph. No. 8167877394. (C/112768)

হারানো/প্রাপ্তি

I am Sangel Tamang, S/o. Manoj Tamang, R/o Vill. Lankapara T.G, P.O. Lankapara Hat, P.S. Birpara, Dist. Alipurduar. My ST certificate, No: WB2001ST201602437, has been lost. If it is found, contact : 9564808574. (C/111947)

কিডনি চাই

B+ কিডনি চাই। সহৃদয় মানুষ অনূর্ধ্ব ৫০। যোগাযোগ- 9126014796, জলপাইগুড়ি। (C/111777)

জ্যোতিষ

প্রফেসর তন্দ্রাশ্রী (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত) বিদ্যা, বিবাহ, কর্ম, বাস্তু, রোগ প্রতিরোধে সিদ্ধহস্ত। প্রতি ইং মাসে ২২-৩১ হিলকার্ট রোড, ১-৫ সিটি সেন্টার রত্নভাণ্ডার জুয়েলার্স। M : 77193-71978.

e-Tender Notice

DDP/N-19/2024-25 & DDP/N/-20/2024-25
Dt.- 25/09/2024

e-Tenders for 24 (Twenty Four) nos. of works under 15th FC & 5th SFC of NIT- DDP/N-19/2024-25 & DDP/N-20/2024-25 Dt.- 25/09/2024 invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT DDP/N-19/2024-25 & DDP/N-20/2024-25 is 23/10/2024 at 12.00 Hours Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

টেলিকম গিয়ারের পুনরুদ্ধার এবং রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. আরএন-এসটি-০৩-২০২৪-২৫-আরটি তারিখ: ২৪-০৯-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. আরএন-এসটি-০৩-২০২৪-২৫-আরটি। কাজের নাম: রঙিয়া মণ্ডলের দুধনৈ-মেন্দিপথার এবং আলমগঞ্জ-বেসিমারি শাখা লাইন সহিত বিভি-I খণ্ড (ডোটমা-পাঠশালা) এবং বিভি-II খণ্ডের (নিউ বঙ্গাইগাঁও-রংজুলি) টেলিকম গিয়ারের পুনরুদ্ধার এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। টেন্ডার রাশি: ৬৬,৩৩,৬৮৩.৩৪/- টাকা। বায়না রাশি: ১,৩২,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ২১-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ২১-১০-২০২৪ তারিখে ১৫.৩০ ঘণ্টায় জ্যেষ্ঠ ডিএসটিই/রঙিয়া কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিএসটিই, রঙিয়া

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
DEVARA Part-1 (Hindi)
*ing : Jr. NTR, Janhvi Kapoor, Saif Ali Khan
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M.
Dolby Sound

Now Showing at
BISWADEEP
DEVARA
*ing : NTR, Saif Ali Khan, Janhvi Kapoor
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M.

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখুন। অহেতুক কাউকে উপদেশ দিলে সমস্যা। **বৃষ :** অন্যায়ের প্রতিবাদ করে সমাজে জনপ্রিয় হবেন। অফিসে নতুন দায়িত্ব নিতে হবে। **মিথুন :** অসম্ভব কোনও কাজকে আজ সম্ভব করে তুলবেন। বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। **কর্কট :** সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। বাড়ির কোনও সদস্যের জন্যে আজ বেশ কিছু টাকা খরচ হবে। **সিংহ :** খেলোয়াড় ও অভিনয়শিল্পীরা আজ নতুন কোনও সুযোগ পেতে পারেন। মায়ের শারীরিক সমস্যা কাটবে। **কন্যা :** নতুন অফিসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত। তর্কবিতর্ক থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। **তুলা :** বাড়িতে পুজোর আয়োজনে আত্মীয় সমাগম। জমি ও বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ আসবে। **বৃশ্চিক :** উদাসীনতার কারণে বড় একটা সুযোগ নষ্ট হতে পারে। পেটের সমস্যায় ভোগান্তি। **ধনু :** ব্যবসার জন্যে সরকারি ঋণ হাতে আসবে। অংশীদারি ব্যবসায় সামান্য মনোমালিন্য। **মকর :** দূরের বন্ধুর কাছ থেকে উপহার আসতে পারে। মাথা ও ঘাড়ের ব্যথায় ভোগান্তি। **কুম্ভ :** বোনের চাকরি পাওয়ার সংবাদে খুশি। মূল্যবান দ্রব্য হারাতে পারে। **মীন :** বেহিসাবি জীবনযাত্রায় প্রচুর টাকা নষ্ট হতে পারে। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১০ আশ্বিন ১৪৩১, ভাঃ ৫ আশ্বিন, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ১০ অহিন, সংবৎ ১০ আশ্বিন বদি, ২৩ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৩০, অঃ ৫।২৭। শুক্রবার, দশমী অপরাহ্ণ ৪।২৭। পুষ্যানক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।৫৪। শিবযোগ শেষরাত্রি ৪।০। বিষ্টিকরণ অপরাহ্ণ ৪।২৭। গতে ববকরণ শেষরাত্রি ৪।৪১ গতে বালবকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, শেষরাত্রি ৪।৫৪ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, অপরাহ্ণ ৪।২৭ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৮।২৯ গতে ১১।২৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।২৮ গতে ৯।৫৮ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১২।৫১ গতে উত্তরেও নিষেধ, অপরাহ্ণ ৪।২৭ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।৫৪ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৩।১৫ গতে নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বিশ্ব পর্যটন দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৬।২২ মধ্যে ও ৭।৮ গতে ৯।২৭ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ২।৫১ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।২৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৯ গতে ৯।১৮ মধ্যে ও ১১। ৪৮ গতে ৩।৮ মধ্যে ও ৩।৫৭ গতে ৫।৩০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

আমার উত্তরবঙ্গ

হাঁটছেন রোগী ও তাঁদের পরিজন। ঘুরে বেড়াচ্ছে ষাঁড়। বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে। ছবি : সূত্রধর

রক্ষীকে চড়, অভিযুক্ত রোগীর পরিজন

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : আরজি করের ঘটনার পর থেকে হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার দাবিতে সরব স্বাস্থ্যকর্মীরা। এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ফের ঝামেলার অভিযোগ উঠল। এক রোগীর পরিবার এবং হাসপাতালের নিরাপত্তাকর্মীদের মধ্যে বচসাকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষই শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। রোগীর এক পরিজনের বিরুদ্ধে মহিলা নিরাপত্তারক্ষীকে চড় মারার অভিযোগ উঠছে। পালটা ওই মহিলার বিরুদ্ধে গালিগালাজের অভিযোগ তুলেছে পরিবারটি।

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সিকিউরিটি ইনচার্জ নারায়ণ দাস শিলিগুড়ি থানায় দায়ের করা অভিযোগপত্রে লিখেছেন, গত মঙ্গলবার ভিজিটিংয়ের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর এক রোগীর পরিবারের এক সদস্য বারবার পেশেন্ট রুমে ঢুকছিলেন। সেখানে দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তারক্ষী মানা করলে তাঁকে ওই মহিলা হুমকি দেন। এমনকি নিরাপত্তারক্ষীকে চড়ও মারেন বলে অভিযোগ সিকিউরিটি ইনচার্জের। অভিযুক্ত মহিলা পালটা শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর দাবি, সিকিউরিটি গার্ড গালিগালাজ করেছেন তাঁকে।

গত এক বছরে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের একাধিক ঝামেলার খবর প্রকাশ্যে এসেছে। বিশেষ করে রাতের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বারবার। মাসকয়েক আগে হিলকার্ট রোডে দুই পক্ষের মধ্যে ঝামেলা হয়। এরমধ্যে একপক্ষ জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা করতে এলে, হাসপাতালের ভেতরে ঢুকে আরেক পক্ষ ফের মারধর করে। আরেকদিন ভরদুপুরে একজন বার ডান্সারের তাণ্ডবে রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন হাসপাতালের কর্মীরা। এবার নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গেই ঝামেলা। হাসপাতালের এক কর্তার কথায়, 'ওই ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। তাই কিছু বলতে পারব না।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক পদস্থ কর্তার কথায়, 'নিরাপত্তা নিয়ে প্রয়োজনীয় নজরদারি চলছে। যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

প্রতারণার পালটা অভিযোগ তরুণীর

বিয়ে হয়েছে জেনে হামলা

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে প্রেমের সম্পর্ক। দুজনই প্রাপ্তবয়স্ক। প্রায় দেড় বছর আগে রেজিস্ট্রি হয় ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ শান্তিনগরের ওই তরুণ-তরুণীর। এতদিন দুই পরিবারের কেউ বিষয়টি জানতেন না। অভিযোগ, জানার পর তরুণ এবং তাঁর পরিবারের ওপর আক্রমণ করেছে তরুণীর পরিবার। ভয়ে ঘর ছেড়েছেন আক্রান্তরা। এই ঘটনায় নীতিপুলিশির অভিযোগ উঠেছে এক বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে। এদিকে, ২৩ সেপ্টেম্বর তরুণ ও তাঁর কয়েকজন বন্ধুর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন তরুণী। ছেলেটির বিরুদ্ধে প্রতারণা করে বিয়ের অভিযোগ তোলা হয়েছে সেখানে। ১৯ সেপ্টেম্বর কলেজ যাওয়ার পথে কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে তরুণ তাঁর পথ আটকান বলেও লিখেছেন। যদিও ছেলের বাড়ির অভিযোগ, মেয়েটিকে চাপ দিয়ে পরিবার থানায় অভিযোগ করিয়েছে।

১৯ সেপ্টেম্বর প্রথমে তরুণের বাড়িতে হামলা হয়। পরদিন তাঁর মা নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ২২ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ রবিবার রাতে পাশের এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য মিনা বিশ্বাসের অফিসে ডেকে নিয়ে তরুণের মা ও দাদাকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তারও অভিযোগ রয়েছে। কেন গ্রেপ্তার করা হয়নি কাউকে? প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। এব্যাপারে কথা বলতে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (জোন ওয়ান) রাকেশ সিংকে ফোন করা হলে তিনি রিসিভ করেননি। তাই বক্তব্য মেলেনি।

সম্পর্কে অন্যমাত্রা

- ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে আইনি বিয়ে
- সম্প্রতি বিষয়টি জানতে পেরে লোকজন নিয়ে তরুণের বাড়িতে হামলা তরুণীর পরিবারের
- মা ও দাদাকে জোর করে আটকে রাখা, মারধরের অভিযোগ
- পরিবার নিয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছেন তরুণ
- মদত দেওয়ায় অভিযুক্ত পাশের এলাকার বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য

ছোট থেকে গানবাজনার শখ ওই তরুণের। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিটার বাজান। ৬-৭ বছর আগে তরুণীর সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্ক শুরু। ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে আইনি বিয়ে সারেন। তরুণ স্বাবলম্বী হওয়ার পর বিষয়টি বাড়িতে জানাবেন বলে ঠিক করেছিলেন দুজন। এরইমধ্যে তরুণীর জন্য ভিনরাজ্যে পাত্র দেখা শুরু করে তার পরিবার। বাধ্য হয়ে সম্পর্কের কথা পরিবারকে জানান তিনি। তারপরই তরুণীর বাবা এবং দুই দাদা লোকজন নিয়ে তরুণের বাড়িতে হামলা চালান বলে অভিযোগ। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সঞ্জিত দাসের বক্তব্য, 'প্রথমে শুনেছিলাম ছেলেটি নাকি মেয়েটিকে বিরক্ত করছে। পরবর্তীতে রেজিস্ট্রি হওয়ার বিষয়টি জানতে পেরে সরে আসি।'

অভিযোগ, বাড়িতে হামলা চালানোর সময় তরুণের মাকে প্রকাশ্যে ধর্ষণের হুমকিও দিয়েছেন তরুণীর বাবা। উত্তেজনার খবর পেয়ে সেদিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। সবকিছু শুনে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে মেয়ের বাড়িতে যায় পুলিশ। সূত্রের খবর, তরুণীর পরিবারের তরফে ফুসলিয়ে রেজিস্ট্রি করার অভিযোগ তোলা হয় তরুণের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত পরিবারের দাবি, অসংগতি টের পেয়ে সেদিন ফিরে গিয়েছিল পুলিশ। এরপর থেকে ডিভোর্সের জন্য ক্রমাগত তরুণীর বাড়ি থেকে তরুণের পরিবারের ওপর চাপ তৈরি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

সূত্রের খবর, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সঞ্জিত বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ায় পাশের এলাকার বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের দ্বারস্থ হয় তরুণীর পরিবার। রবিবার রাতে অন্য এলাকা থেকে ৩০-৪০ জন লোক জোগাড় করে মিনার অফিসে যান অভিযুক্তরা। পালিয়ে যান তরুণ। তাঁর কথায়, 'ওর বাড়ির লোক পয়সা দিয়ে ভাড়াটে গুন্ডা ঠিক করেছে আমাকে খুন করার জন্য। সেই কারণে পালিয়ে রয়েছি।'

সেদিন জোর করে তরুণের দাদা আর মাকে নিয়ে আসা হয়। কয়েক ঘণ্টা আটকে রাখা হয়েছিল। সেই কথা জানতে পেরে রাত পৌনে বারোটা নাগাদ মিনার অফিসে যান সঞ্জিত। তরুণের দাদার অভিযোগ, 'মিনার অফিসে আমাদের মারধর করা হয়েছে। মারধর করা হয়নি, প্রাণে বাঁচতে এমন মুচলেখা লিখে ফিরে আসতে হয়েছে।' সঞ্জিতের কথায়, 'আমি গিয়ে আক্রান্তদের জামাকাপড় ছেঁড়া দেখেছি।' যদিও মিনার দাবি, 'আমার অফিসের সামনে চিৎকার চ্যাঁচামেচি চলছিল বলে ভেতরে এসে বসতে বলা হয়।' মারধরের প্রসঙ্গ এড়িয়ে পালটা কে এমন অভিযোগ করেছেন, সেটা জানতে চান তিনি।

ঘটনা প্রসঙ্গে তরুণীর বক্তব্য জানতে একাধিকবার ফোন করা হলেও সাড়া মেলেনি। পরবর্তীতে তাঁর দাদা বলেন, 'বোনকে ভুল বুঝিয়ে রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। সে এখন নিজেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে।' মারধরের অভিযোগ অবশ্য তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন। কোনওভাবেই বোনের প্রতিক্রিয়া নেওয়া যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন তিনি।

খবর প্রকাশিত হতেই বাড়ল সিন্ডিকেট চার্জ

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : প্রভাবশালীদের হাত মাথায়, তাই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরেও গুলমাখোলা নদী থেকে অবাধে তোলা হচ্ছে বালি ও পাথর। রাতে অবশ্য পাচারের সময় বদলেছে মাফিয়ারা। এখন আর রাত ৯টা থেকে না, রাত ১২টার পর নদীতে নামছে ট্র্যাক্টর। তার আগে অবশ্য আইনিভাবে তোলা বালি-পাথর ডাম্পারেবোঝাই করে সরবরাহ করা হয়। প্রশাসনের চোখে ধুলো দিতেই পদ্ধতি পরিবর্তন করা হল বলে খবর।

এদিকে, সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হওয়ায় সিন্ডিকেটের চার্জ বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে ট্র্যাক্টর প্রতি ১০০০ টাকা নেওয়া হত, এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২০০ টাকায়। প্রতি রাতে যে ক'টা ট্র্যাক্টর নদীতে নামবে, প্রত্যেকটির জন্য ১২০০ টাকা করে দিতে হবে। সেই শর্তে

বালি-পাথর পাচার

এখন গুলমাখোলায় কারবার চলছে। প্রশ্ন উঠছে, কার মদতে ইকো সেন্সিটিভ জোন থেকে বালি-পাথর তোলা হচ্ছে। এব্যাপারে শিলিগুড়ি পুলিশের ডিসি (পশ্চিম) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর জানিয়েছেন, পুরো বিষয়টি তিনি খতিয়ে দেখছেন।

শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের প্রধাননগর থানা এলাকার অধীনে গুলমাখোলা নদী থেকে রোজ বালি-পাথর তোলা হচ্ছে বলে অভিযোগ। নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও একই এলাকার আরও বেশ কয়েকটি নদীতে এধরনের বেআইনি কারবার চলছে দীর্ঘদিন ধরে। পুলিশের নজর এড়িয়ে যাচ্ছে কীভাবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। পরিস্থিতির ওপর নজরদারির দাবি জানাচ্ছেন পরিবেশপ্রেমীরা। নেপথ্যে কে বা কাদের মদত, তদন্ত করে সত্যি প্রকাশ্যে আনার আর্জি তুলছেন তাঁরা।

জল্পনায় কানাইয়ার অপসারণ

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৬ সেপ্টেম্বর : ইসলামপুরের পুর চেয়ারম্যানের পদ খোয়াতে চলেছেন কানাইয়ালাল আগরওয়াল, এমন জল্পনা এখন ঘুরপাক খাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরমহলে। দলীয় সূত্রেই জানা গিয়েছে, উত্তর দিনাজপুরের জেলা সভাপতি কানাইয়াকে পুর চেয়ারম্যান পদ থেকে সরানোর চিন্তাভাবনা শুরু করেছে খোদ রাজ্য নেতৃত্ব।

নেপথ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি কারণ। যারমধ্যে অন্যতম, শহরে লোকসভা ভোটে লিড না দিতে পারা। তবে জোড়াফুল শিবিরের আরেকটি সূত্র বলছে, এক ব্যক্তি এক পদ নীতির জেরে কোপ পড়তে চলেছে কানাইয়ার ওপর। জল্পনা ছড়াতেই কাউন্সিলারদের মধ্যে তৎপরতা বেড়েছে। তাঁদের চর্চার বিষয়, 'যদি শেষপর্যন্ত সত্যি সরিয়ে দেওয়া হয় বর্তমান চেয়ারম্যানকে, তাহলে পরবর্তীতে পদে বসবেন কে?' এই ইস্যুতে অবশ্য প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাইছেন না কেউ।

এই পরিস্থিতিতে আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, কলকাতা থেকে এক কাউন্সিলারকে ডেকে পাঠানো। তিনি বৃহস্পতিবার রাতে ট্রেনে চেপেছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ মহল থেকে ওই জনপ্রতিনিধিকে ডাকা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। চেয়ারম্যান পদ ছাড়ার প্রশ্নে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু কানাইয়ার সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'দলের সিদ্ধান্ত শেষ কথা। সেটাই শিরোধার্য।'

তিনি টানা আড়াই দশক ধরে ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। পাঁচ বছর দলের জেলা সভাপতি পদেও রয়েছেন। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গুড বুকে' থাকার দৌলতে গত লোকসভা ভোটে রায়গঞ্জ আসনে তিনিই দলের টিকিট পাবেন বলে ধরে নেয় স্থানীয় রাজনৈতিক মহল। যদিও সেই অঙ্ক মেলেনি। লিড না দিতে পারলে পদ ছাড়ার প্রসঙ্গে অভিষেকের কড়া বার্তায় সারা রাজ্যের পাশাপাশি ইসলামপুরের নেতাদের মধ্যেও চাপা আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল। ফল বের হলে দেখা যায়,

ইসলামপুরে হইচই

- পুর চেয়ারম্যান পদ থেকে সরানোর চিন্তাভাবনা খোদ রাজ্য নেতৃত্বের
- ইসলামপুর শহরে লোকসভা ভোটে লিড না দিতে পারা অন্যতম কারণ
- অন্য সূত্র বলছে, এক ব্যক্তি এক পদ নীতিতে কোপ পড়তে পারে
- আড়াই দশক ধরে এই দায়িত্ব সামলাচ্ছেন কানাইয়া
- তাঁর দাবি, দলের সিদ্ধান্ত শেষ কথা
- সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে এক কাউন্সিলারকে ডাকা হয়েছে কলকাতায়

ইসলামপুর শহরে তৃণমূল বিজেপির সঙ্গে লিডের ব্যবধান কমিয়ে আনলেও ১১ হাজার ভোটের ফারাক থেকে গিয়েছে।

শাসকদলের অন্দরমহলে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে দল ইসলামপুর সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় রদবদল করতে চাইছে। এদিকে, কানাইয়ার কাছে জেলা সভাপতি এবং পুর চেয়ারম্যান- দুটি পদই ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। একসময় কংগ্রেসের টিকিটে বিধায়ক থাকাকালীনও তিনি চেয়ারম্যান পদ ছাড়েননি। কানাইয়া-ঘনিষ্ঠরাই বলছেন, 'চেয়ারম্যান পদ ছেড়ে দেওয়া দাদার পক্ষে সহজ নয়। তাই জল্পনা বাস্তবায়িত হলে কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হবে তাঁকে।' এমনটা হলে শহরের রাজনৈতিক সমীকরণেও বদল আসবে, মনে করছেন অনেকে।

ধৃতের জেল হেপাজত

ফাঁসিদেওয়া, ২৬ সেপ্টেম্বর : একাধিক চারচাকা গাড়ি চুরির ঘটনায় অভিযুক্ত শেখর সাহাকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠাল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত। ২৩ সেপ্টেম্বর ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে শেখরকে। তদন্তের স্বার্থে ৩ দিনের হেপাজতে নেওয়া হয়। এদিনই পুলিশ হেপাজত শেষ হয় শেখরের।

প্রসঙ্গত, ১৩ অগাস্ট লিউসিপাকড়ি বাজার থেকে একটি আলুবোঝাই চারচাকা পণ্যবাহী গাড়ি চুরি যায়। তদন্তে নেমে ১৯ অগাস্ট পুলিশ চোরাই গাড়ি আর আলু উদ্ধার করে। ২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তকারীরা লিউসিপাকড়ির বাসিন্দা শেখরের নাম জানতে পারেন। তাকে জেরা করে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এদিন কিশনগঞ্জ থেকে গাড়ির কিছু অংশ, যা বিক্রি করে দিয়েছিল চোরেরা, সেগুলি উদ্ধার করে পুলিশ। শিলিগুড়ি শহরের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায় চারচাকা পণ্যবাহী এবং যাত্রীবাহী গাড়ি চুরিতে জড়িত কয়েকজনের নাম শেখরের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। তল্লাশি শুরু হয়েছে।

লেবং কার্ট রোডে ধস

দার্জিলিং, ২৬ সেপ্টেম্বর : প্রবল বৃষ্টির জেরে বৃহস্পতিবার সকালে দার্জিলিংয়ের লেবং কার্ট রোডে ধস নামে। ধসের জেরে মাটি, পাথর এবং গাছ পড়ে রাস্তা পুরোপুরি অবরুদ্ধ হয়ে যায়। এর ফলে লেবং, সিংমারি, পাতলেবাস, জামুনে, পুলবাজার যাতায়াতকারী যানবাহনগুলি আটকে পড়ে। কিছু গাড়ি ঘুরপথে চিড়িয়াখানার সামনের রাস্তা দিয়ে চলাচল করে। খবর পেয়ে পূর্ত দপ্তর এবং দার্জিলিং পুরসভার কর্মীরা দ্রুত ধস সরাতে ময়দানে নামেন। দুপুরের মধ্যে ধস সরিয়ে রাস্তা যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। তবে অন্য কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

গাড়ি ধোয়া নিষিদ্ধ রোহিণী রোডে

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : রোহিণী রোডে গাড়ি ধোয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি করল গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। দার্জিলিংয়ের সঙ্গে শিলিগুড়ির যোগাযোগ রক্ষাকারী রোহিণী রোড একটি অত্যন্ত ব্যস্ত রাস্তা। এই রাস্তায় বিভিন্ন ঝরনা, হোটেল, রেস্তোরাঁর পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ধোয়া হয়। এর ফলে রাস্তার ক্ষতি হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা ভেঙে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় এবার শিমুলবাড়ি থেকে শুরু করে কার্সিয়াংয়ের জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত রোহিণী রোডে গাড়ি ধোয়া নিষিদ্ধ করা হল। বৃহস্পতিবার জিটিএর প্রধান সচিব বিজয় ভারতী এই নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ অমান্য করলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।

তদন্তকারীদের সংবর্ধনা

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : মাটিগাড়ায় নাবালিকা ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যেই অভিযুক্তের সাজা ঘোষণা করেছে আদালত। বৃহস্পতিবার ওই ঘটনার তদন্তে কর্তব্যরত টিমের ২২ জন সদস্যকে সংবর্ধিত করলেন পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর। পুলিশ কমিশনার জানান, লেটার অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন দেওয়া হয়েছে ওই টিমের সদস্যদের। ওই টিমে থাকা ১ জন এসিপি সহ অন্য পুলিশ আধিকারিকদের লেটার অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন দেওয়া হয়েছে।

আজ ফের বৈঠক

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : পাহাড়ের চা বাগান শ্রমিকদের পুজো বোনাস নিয়ে শুক্রবার ফের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক বসছে। শিলিগুড়ির দাগাপুরের শ্রমিক ভবনে দুপুর দুটোয় এই বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। গত ২০ সেপ্টেম্বর এবং ২৪ সেপ্টেম্বর পর পর দুটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। শ্রমিক পক্ষ ২০ শতাংশ হারে বোনাসের দাবিতে অনড় থাকলেও মালিকপক্ষ ১২ শতাংশের বেশি হারে বোনাস দিতে রাজি হয়নি। ফলে দুটি বৈঠকই ভেস্তে গিয়েছিল। শুক্রবার দুপুরে ফের বৈঠক বসছে। এই বৈঠকে একটা,মিমাংসা হবে বলে প্রশাসন আশাবাদী।

খেমচির জল ঢুকছে বাড়িতে

খড়িবাড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : দু'দিনের বৃষ্টিতে জলমগ্ন খড়িবাড়ি ব্লকের বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারাবোকাসের একাংশ। আশপাশের বাড়িতে ঢুকছে খেমচি নদীর জল। স্থানীয়দের অভিযোগ, ছয়-সাত মাস আগে হিউমপাইপ এবং পাথর ব্যবহার করে খেমচির মাঝে রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল। অভিযোগ, সেই হিউমপাইপ দিয়ে নদীর জল ঠিকমতো প্রবাহিত হতে পারছে না। যার ফল ভুগতে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। এলাকাবাসী এমন পরিস্থিতির জন্য দায়ী করছেন পূর্ত দপ্তরকে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উদ্যোগে নকশালবাড়ি-খড়িবাড়ি রুটের দ্বারাবোকাসে খেমচির ওপর সেতু নির্মাণ শুরু হয়। যাতায়াত ব্যবস্থাকে সচল রাখতে বিকল্প রুট হিসেবে সার্ভিস রোড তৈরি করা হয়।

দ্বারাবোকাসে সার্ভিস রোড নিয়ে অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দা বিনয়বাহাদুর বিশ্বকর্মা বলছেন, 'মাসখানেক আগে সেতুর কাজ শেষ করে রাস্তা খুলে দিয়েছে পূর্ত দপ্তর। অথচ বিকল্প রুট হিসেবে বানানো সার্ভিস রোডটি ভাঙা হয়নি। সেই সার্ভিস রোডই ভোগাচ্ছে স্থানীয়দের। পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের আর দেখা মেলে না এলাকায়। এদিকে, ভারী বৃষ্টিতে জল উপচে ঢুকছে আশপাশের বাড়িতে। আমরা বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে দ্রুত এই সার্ভিস রোড ভেঙে ফেলার জন্য বলেছি।' দ্বারাবোকাসের আরেক বাসিন্দা মদন তামাংয়ের কথায়, 'নদীর উপর থেকে হিউমপাইপগুলি সরিয়ে নিলে জল ঠিকমতো বেরিয়ে যেতে পারবে। পূর্ত দপ্তর কাজ শেষ করেই হাত তুলে নিয়েছে।'

এই ইস্যুতে কথা বলতে বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনীতা রায়কে ফোন করা হলে তিনি সাড়া দেননি। পূর্ত দপ্তরের শিলিগুড়ির অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সনিউল ইসলামকে ফোন করা হলেও জবাব মেলেনি। যদিও এলাকার বাসিন্দা তথা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

পার হয়ে যায় গোরু...

ময়নাগুড়িতে বৃহস্পতিবার। ছবি : অর্ঘ্য বিশ্বাস

বোনাস বৈঠক ৩০শে

চোপড়া, ২৬ সেপ্টেম্বর : চোপড়া সহ উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন বড় চা বাগানের বোনাস বৈঠক ডাকা হয়েছে ৩০ সেপ্টেম্বর। শ্রমিক সংগঠনের মাধ্যমে জানা গিয়েছে, তরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের কনফারেন্স হলে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। উত্তর দিনাজপুর তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক কালু সিংহ বলেন, '৩০ সেপ্টেম্বর চোপড়া ব্লকের ২২টি বড় চা বাগান সহ জেলার মোট ২৮টি বাগানের বোনাস সংক্রান্ত বৈঠক রয়েছে।'

গত কয়েক বছরে চোপড়া ব্লকে ডানকানস গ্রুপ সহ আরও একাধিক চা বাগান বন্ধ হয়ে রয়েছে। কিছু জায়গায় বন্ধ বাগান খোলার আশায় রয়েছেন শ্রমিকরা। অনেকেই আশা ছেড়ে অন্য পেশায় ঝুঁকেছেন। এরই মধ্যে কেউ ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন। এ মুহূর্তে চোপড়ায় বন্ধ বাগানগুলোতে বোনাসের কোনও আশা নেই।

জালে নকল মদ

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : বিপুল পরিমাণ নকল মদ সহ এক ব্যক্তিকে কার্সিয়াং থেকে গ্রেপ্তার করল আবগারি দপ্তর। ধৃত কার্সিয়াংয়ের বাসিন্দা বিকি প্রসাদ। ধৃতের সেখানকার এবং শিলিগুড়ির প্রধাননগরের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৫ লক্ষ টাকার নকল মদ বাজেয়াপ্ত করেন আবগারি আধিকারিকরা। অভিযোগ, বিভিন্ন বিদেশি ব্র্যান্ডের মদের বোতলে নকল মদ ভরে কম দামে বিক্রি করত সে।

এব্যাপারে আবগারি দপ্তরের দার্জিলিং রেঞ্জের ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর সারণ্য বারিক বলেছেন, 'উদ্ধার হওয়া সবকয়টি বোতলে হলোগ্রাম স্ক্যান করে একটি ব্র্যান্ডের নাম এসেছে। সবটাই নকল মদ। এরপর বিকিকে গ্রেপ্তার করা হয়। কলকাতা থেকে মদ নিয়ে আসা হচ্ছিল। শিলিগুড়ি রুট হয়ে সেটা বিক্রি হত পাহাড়ে।' তিনি জানিয়েছেন, অভিযুক্তকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

ডাবগ্রাম-২'এ সমস্যা মেটাতে বসছে রিজার্ভার

বিকেল হতেই বন্ধ পানীয় জল সরবরাহ

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : গত কয়েকমাস ধরে পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকটি এলাকার মানুষ। অভিযোগ, ঠাকুরনগর, বাড়িভাসা, শান্তিনগরের বিভিন্ন এলাকায় ঠিকমতো জল সরবরাহ হচ্ছে না।

সকালের দিকে কিছুটা সময় জল এলেও বিকেলে সরবরাহ একেবারেই বন্ধ। এর জেরে বিপাকে পড়েছেন কয়েক হাজার মানুষ। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর (পিএইচই)-কে কাঠগড়ায় তুলছেন বাসিন্দাদের অনেকেই।

প্রতিক্রিয়া জানতে দপ্তরের জলপাইগুড়ির অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অশোক দাসের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি। পরে জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার শ্রেয়শ্রী রায় জানিয়েছেন, ওই চত্বরে নতুন ডিপ টিউবওয়েল ও রিজার্ভার বসানোর কাজ চলছে। সেই কারণে কিছুটা সমস্যা রয়েছে। কাজ শেষ হলে সমস্যা মিটে যাবে।

গত কয়েক মাস ধরে জাবরাভিটা জুনিয়ার হাইস্কুল সংলগ্ন এলাকায় পিএইচই'র তরফে রিজার্ভার বসানোর কাজ চলছে। কিন্তু কাজ শেষ হবে কবে? তা অবশ্য কিছুতেই জানা যাচ্ছে না। বাড়িভাসা এলাকার বাসিন্দা দেবাশিস দত্ত বলেন, 'প্রায় ছয় মাস ধরে বিকেলে জল সরবরাহ হচ্ছে না। বাধ্য হয়ে কুয়োর জল পান করতে হচ্ছে।' ঠাকুরনগরের রিংকি শিকদার, তনিমা রায়, অর্জুন মণ্ডল জল কিনে খেতে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন।

ভিআইপি মোড় সংলগ্ন এলাকায় বাড়ি পরেশ ঘোষের। তাঁর মতে, 'পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে

বাড়িভাসা এলাকায় পানীয় জল এলেও গতি কম।

জারে জল বিক্রি করে অনেক সংস্থা লাভবান হচ্ছে। বাড়তি খরচের বোঝা চাপছে আমাদের কাঁধে।' বাসিন্দাদের অভিযোগ, এতদিন ধরে সমস্যা চললেও জনপ্রতিনিধিদের এই বিষয়ে কোনও হেলদোল নেই। জনপ্রতিনিধিদের প্রশ্ন করলে দায়সারা উত্তর দিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন বলেও অভিযোগ। মাসের পর মাস জল সরবরাহ না হওয়ায় ক্ষোভ জন্মাচ্ছে এলাকাগুলিতে।

বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর শুরু হতেই প্রায় ছয় মাস পর বুধবার বিকেলে বাড়িভাসা এলাকায় নলে জলের দেখা পাওয়া যায়। যদিও অত্যন্ত ধীরগতিতে জল পড়ছিল বলে জানিয়েছেন বাসিন্দারা। এক

কিনছেন জার

- ঠাকুরনগর, বাড়িভাসা, শান্তিনগরে ঠিকমতো জল সরবরাহ হচ্ছে না
- নতুন ডিপ টিউবওয়েল ও রিজার্ভার বসানোর কাজ চলছে, তাই এই সমস্যা
- ছয় মাস ধরে বিকেলে জল সরবরাহ হচ্ছে না
- বাধ্য হয়ে কেউ কুয়োর জল পান করছেন
- কেউ আবার জলের জার কিনতে বাধ্য হচ্ছেন

> প্রায় ছয় মাস ধরে বিকেলে জল সরবরাহ হচ্ছে না। দৈনন্দিন জীবনে ভীষণ সমস্যা হয়। তাই বাধ্য হয়ে কুয়োর জল পান করতে হচ্ছে।
>
> **দেবাশিস দত্ত**
> *বাড়িভাসা এলাকার বাসিন্দা*

বাসিন্দা নূপুর মণ্ডল বলেন, 'প্রায় ২০ মিনিট এভাবে জল পড়ার পর ফের বন্ধ হয়ে যায়।'

গত কয়েকদিন এ বিষয়ে অনেকেই গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে অভিযোগ জানাচ্ছিলেন। এব্যাপারে পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকার বলেন, 'বাসিন্দাদের অনেকেই সমস্যার কথা বলেছেন। আমিও দু'দিন আগে জলপাইগুড়ির মহকুমা শাসককে বিষয়টি বলেছি। তিনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।'

এক ধাক্কায় বদলি ২৭৪

প্রথম পাতার পর

সম্পাদক টিভি চালাপথি রাওয়ের কথায়, 'প্রাথমিকভাবে এতদিন পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে আমরা খানিকটা হলেও আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। তবে শুধু বদলিতে আটকে না থেকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা অত্যন্ত জরুরি।' নর্থবেঙ্গল ইন্টার স্টেট ট্রাক ওনার্স অ্যান্ড অপারেটরস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির যুগ্ম সম্পাদক কমলরাজ ছেত্রীর বক্তব্য, 'ঘুঘুর বাসা ভাঙতে হলে শুধু জাতীয় বা রাজ্য সড়কে দায়িত্বে থাকা এমভিআইদের বদলি করলে হবে না। দুর্নীতি নিয়ে বিচারবিভাগীয় তদন্ত জরুরি। দুর্নীতিতে অভিযুক্তরা কীভাবে কোটি কোটি টাকার মালিক হলেন সেটাও সবার জানা উচিত। কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত দুর্নীতি বন্ধ হবে না। তবে বদলির সিদ্ধান্তকে রাজ্যের সদর্থক ভূমিকা হিসাবেই দেখছি।' (চলবে)

অভিব্যক্তি।। *শিলিগুড়ি কুমোরটুলিতে ব্যস্ততা তুঙ্গে। বৃহস্পতিবার। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য*

রাস্তা সম্প্রসারণের প্রস্তাব পাঠাবে পূর্ত দপ্তর

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : যানবাহনের চাপ বেড়েছে সাহুডাঙ্গি বাজার মোড় থেকে গন্ডার মোড় পর্যন্ত সাড়ে সাত কিলোমিটার রাস্তায়। এবার ওই রাস্তাটি সম্প্রসারণ করতে চেয়ে রাজ্যের কাছে প্রস্তাব পাঠাতে চলেছে পূর্ত দপ্তর।

সাড়ে সাত কিমি রাস্তাটি গন্ডার মোড়ে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের সঙ্গে যুক্ত হয়। ফুলবাড়ি বাজার থেকে জটিয়াকালী মোড় পর্যন্ত জাতীয় সড়কে প্রায়শই যানজট লেগে থাকে। যানজট এড়াতে অনেকেই প্রতিদিন সংশ্লিষ্ট রাজ্য সড়কটি ব্যবহার করেন। এর ফলে গন্ডার মোড়ের রাজ্য সড়কে যানবাহনের চাপ বাড়ছে। রাস্তাটি চওড়া করার ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়েছে। পূর্ত দপ্তরের উত্তরবঙ্গ হাইওয়ে সার্কেলের সুপারেন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার জ্যোতির্ময় মজুমদার বলেন, 'রাস্তাটি চওড়া করার কথা রয়েছে। পুরোটা প্রক্রিয়ার মধ্যে চলছে।'

ফুলবাড়ি থেকে জটিয়াকালী মোড় পর্যন্ত প্রায় চার কিমি রাস্তা জমিজটের কারণে বেশ কয়েকবছর ধরে ফোর লেন করতে পারছে না জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। জটিয়াকালী মোড়ের কাছে রাস্তাটি বেহাল হয়ে যাওয়ায় মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনা ঘটছে। সন্ধ্যার পর বহুসংখ্যক মালবাহী ট্রাক চলাচল করে ওই রাস্তায়। এর ফলে প্রায়শই জটিয়াকালীর রাস্তায় যানজট সৃষ্টি হয়। সেই কারণে অনেক বাসের পাশাপাশি বহু যানবাহন জটিয়াকালীর রাস্তা এড়িয়ে গন্ডার মোড় হয়ে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি রুটের মধ্যে চলাচল করে। এই মুহূর্তে শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাস হয়ে সাহুডাঙ্গি বাজার থেকে গন্ডার মোড়ের দিকে যাওয়ার রাস্তাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আমবাড়ির বাসিন্দা তথা ব্যবসায়ী দীপঙ্কর চক্রবর্তী বলেন, 'এই রাস্তাটি অনেক আগেই চওড়া করার উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল। ব্যবসায়িক দিক থেকে রাস্তাটির গুরুত্ব দিন-দিন বাড়ছে।' তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন আরেক ব্যবসায়ী সন্দীপ ঘোষ। জানা যাচ্ছে, পূর্ত দপ্তরের তরফে রাস্তাটি ফোর লেন করা হবে। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য আগেই ওই রাস্তার ওপর আমবাড়ি ট্রাফিক গার্ডের অফিস করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, রাস্তাটি ফোর লেন করার ক্ষেত্রে কত টাকা খরচ হতে পারে, তা নিয়ে একটি রিপোর্ট উত্তরবঙ্গ সার্কেলের তরফে রাজ্যের কাছে পাঠানো হচ্ছে।

বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বে হাজিরা খাতা

ফাঁকিবাজি রুখতে নতুন নিয়ম

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : ফের পুরোনো প্রথায় ফিরছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। অধ্যক্ষের অফিস থেকে দৈনিক হাজিরা খাতা ফেরত যাচ্ছে বিভাগীয় প্রধানদের কাছে। প্রতিটি বিভাগের চিকিৎসকদের দৈনিক হাজিরার রিপোর্ট ১০ তারিখের মধ্যে লিখিতভাবে অধ্যক্ষের অফিসে পাঠাবেন বিভাগীয় প্রধান। সেই রিপোর্টের সঙ্গে বায়োমেট্রিক অ্যাটেনড্যান্স মিলিয়ে দেখা হবে। দুটি মিলে গেলে তবেই বেতনের 'পে স্লিপ' তৈরি হবে।

প্রশ্ন উঠছে, বেশ কিছু বিভাগের বিভাগীয় প্রধানই অনিয়মিত। তাঁরা হয় মাসের শেষ সপ্তাহে অথবা রোটেশনে সপ্তাহে তিনদিন করে থাকেন। তাহলে সেই বিভাগীয় প্রধান কীভাবে নিজের বিভাগের চিকিৎসকদের হাজিরার দিকে নজর রাখবেন?

কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা অবশ্য বলছেন, 'কে কখন সই করে বায়োমেট্রিক হাজিরা দিয়ে চলে যাচ্ছেন সেটা বোঝা যাচ্ছে না। সেই জন্য আবার হাজিরা খাতাগুলি সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিভাগীয় প্রধানরা এখন থেকে নজরদারি করবেন। ১ অক্টোবর থেকে নয়া নিয়ম চালু হচ্ছে।'

একসময় হাজিরা খাতায় উপস্থিতির সইয়ের ভিত্তিতেই অধ্যাপক চিকিৎসকদের বেতন হত। কিন্তু সেখানে কোনও চিকিৎসক মাসের শেষদিন এসে পুরো মাসের সই করে দিতেন। কেউ আবার অন্যের হয়ে সই করতেন। এই নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হওয়ায় সমস্ত বিভাগ থেকে উপস্থিতির খাতা অধ্যক্ষের ঘরে নিয়ে আসা হয়। বৃহস্পতিবারও খাতাগুলি অধ্যক্ষের চেম্বারেই দেখা গিয়েছে।

এরাজ্যের প্রতিটি মেডিকেল কলেজের সঙ্গে স্বাস্থ্য ভবন এবং ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের (এনএমসি) অনলাইন যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। আধার নম্বরভিত্তিক বায়োমেট্রিক উপস্থিতি চালু হওয়ায় এখন অধ্যাপক চিকিৎসকরা মেডিকেলে এসে আঙুলের ছাপ দেওয়া মাত্র তাঁর উপস্থিতি অনলাইনে নথিভুক্ত হয়ে যায়। ফলে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ, স্বাস্থ্য ভবন এবং এনএমসি প্রতিদিন অধ্যাপক চিকিৎসকদের হাজিরা নিজের অফিসে বসেই জেনে যাচ্ছে। কিন্তু আধারকেন্দ্রিক হাজিরা ব্যবস্থা চালু হওয়ায় শুধু নিজের কলেজই নয়, অন্য যে কোনও মেডিকেল কলেজ অথবা স্বাস্থ্য ভবনে গিয়েও আঙুলের ছাপ দিলে উপস্থিতি নথিভুক্ত হয়ে যাবে। আর এতেই সমস্যা বাড়ছে। সিংহভাগ অধ্যাপক চিকিৎসক কলেজে না এসে, ডিউটি না করেও তাঁদের বায়োমেট্রিক উপস্থিতি নথিভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের চিকিৎসক হয়তো কলকাতায় বসেই বায়োমেট্রিক উপস্থিতি দিয়ে দিচ্ছেন।

চিকিৎসকদের একাংশ বলছেন, 'কোন অধ্যাপক চিকিৎসক কোথা থেকে হাজিরা দিচ্ছেন তা সাধারণভাবে ধরা সম্ভব নয়। তবে, তদন্ত হলে নিশ্চয়ই তিনি কোথা থেকে হাজিরা দিয়েছেন সেটা বায়োমেট্রিক মেশিনে পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই তদন্ত কে করবে?'

আরজি করের ঘটনার পর থেকে জুনিয়ার ডাক্তাররা কর্মবিরতি রেখে টানা আন্দোলন করছেন, যার জেরে হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সিনিয়ার চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিয়ে কড়াকড়ি করা হয়। দেখা যায়, বহু চিকিৎসকের বায়োমেট্রিক উপস্থিতি দেখা গেলেও তাঁরা আদৌ হাসপাতালে এসেছেন কি না, কেউ নিশ্চিত নয়। এমনকি একাধিক বিভাগীয় প্রধানও এই বিষয়ে কিছু জানেন না বলে দাবি করেছেন। এরপরই সিদ্ধান্ত হয়, এখন থেকে বায়োমেট্রিকের পাশাপাশি হাজিরা খাতায় সইও বাধ্যতামূলক। কিন্তু এখানেও সমস্যা দূর হয়নি। কিছু চিকিৎসক অধ্যক্ষের অফিসে এসে বায়োমেট্রিক হাজিরা দিয়ে অধ্যক্ষের চেম্বারে থাকা হাজিরা খাতায় সই করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। ফলে ডাক্তারি পড়ুয়াদের পঠনপাঠন এবং রোগীদের চিকিৎসা কোনওটাই হচ্ছে না।

এই পরিস্থিতিতে এই সমস্ত ফাঁকিবাজ চিকিৎসকদের ধরতে এবার বিভাগীয় প্রধানদের কাছেই পুনরায় হাজিরা খাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিভাগের সমস্ত অধ্যাপক চিকিৎসককে বায়োমেট্রিক উপস্থিতির পাশাপাশি বিভাগীয় প্রধানের ঘরে গিয়ে খাতাতেও সই করতে হবে। কিন্তু এরপরও ফাঁকিবাজি কমবে কি না তা নিয়ে চিকিৎসক মহলেই প্রশ্ন রয়েছে।

কী উদ্যোগ

- মেডিকেলে চিকিৎসকদের ফাঁকিবাজি রুখতে বায়োমেট্রিক অ্যাটেনড্যান্স চালু করা হয়েছিল
- অনেকে এখানে না এসে স্বাস্থ্য ভবনে বা অন্য কোনও মেডিকেল কলেজে আঙুলের ছাপ দিতেন
- এরপর বায়োমেট্রিকের পাশাপাশি অধ্যক্ষের ঘরে খাতায় সই করতে হত
- এবার খাতা চলে যাচ্ছে বিভাগীয় প্রধানদের কাছে

অধ্যক্ষের ঘরে পড়ে রয়েছে উপস্থিতির খাতা। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে।

বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন মেয়র। ছবি : তপন দাস

বিদ্যাসাগর স্মরণ

শিলিগুড়ি ব্যুরো

২৬ সেপ্টেম্বর : বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিবার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৫তম জন্মদিবস পালন করা হল। এদিন চিলড্রেন্স পার্কে বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মালা দেন পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। পুরনিগমের তরফে সেখানে একটি অনুষ্ঠান করা হয়েছে। এদিন সন্ধ্যায় বিদ্যাসাগরের মূর্তির পাদদেশে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ, বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরা। পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির তরফেও বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে এদিন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের বিদ্যালয় পরিদর্শক শাখার তরফে একটি আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন গৌতম। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুতপা সাহা, শুভময় সরকার। বিদ্যাসাগর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে নতুন পাতার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও নাটক হয়েছে। অন্যদিকে, শহরের স্কুলগুলোতে বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতির শিলিগুড়ি শাখার তরফে এদিন শিবমন্দিরে বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমিতির সম্পাদক সজলকুমার গুহ সহ আরও অনেকে।

অন্যদিকে, ফাঁসিদেওয়ায় চটহাট হাইস্কুলে এদিন বিদ্যাসাগরের আবক্ষমূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়। স্কুলের প্রাক্তন সহকারী প্রধান শিক্ষক প্রদীপকুমার বসাক ওই মূর্তিটি দান করেছেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রেমানন্দ রায় উপস্থিত ছিলেন।

কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে রানিনগরে ইউনিয়ন

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : রানিনগর শিল্পাঞ্চলে তৃণমূলের নতুন ইউনিয়ন তৈরি হল। কিন্তু সেখানে জায়গা হল না তৃণমূলের এসসি এসটি সেলের জেলা সভাপতি কৃষ্ণ দাসের। তাঁকে উপদেষ্টা করে এতদিন তৃণমূল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন চলত। কিন্তু এই ইউনিয়নের বিরুদ্ধে শিল্পাঞ্চলে জুলুমবাজি ও চাঁদা তোলা থেকে ধর্মঘট, বিক্ষোভ করার মতো অভিযোগ উঠেছিল। নতুন ইউনিয়ন হওয়ার পরেও শিল্পাঞ্চলে কাজ করার পক্ষে বললেন কৃষ্ণ। তাঁর কথায়, 'রেজিস্ট্রেশন ছিনিয়ে নিলেও আমার কাজ আটকানো যাবে না।'

বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল অফিসে সাংবাদিক বৈঠকে ইউনিয়নের নতুন কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়। সেখানে কৃষ্ণকে কোনও পদ দেওয়া হয়নি। এদিন সেখানে ছিলেন আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি তপন দে, তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ, জেলা চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায় প্রমুখ। আগের ইউনিয়ন কমিটি ভেঙে দিয়ে কমিটিতে আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেয়ারম্যান পদে মনোনীত করা হয়েছে। উপদেষ্টা পদে রয়েছেন মহুয়া গোপ, খগেশ্বর রায় এবং তৃণমূলের জেলা কোঅর্ডিনেটর চন্দন ভৌমিক। আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি তপন দে এখানেও সভাপতি হয়েছেন। তপন দে বললেন, 'এবারের ইউনিয়ন দল এবং শ্রমিক ইউনিয়নের নিয়ম মেনে, সরকারি অনুমতি নিয়ে করা হয়েছে। যে অনুমতি আগের ইউনিয়নের ছিল না। রানিনগর, ডাবগ্রাম সহ বিভিন্ন শিল্প এলাকায় নতুন ইউনিয়ন থেকে নতুন করে ইউনিট কমিটি গঠন করে কাজ করা হবে।'

তৃণমূল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কৃষ্ণ এবং তাঁর অনুগামীরা আইএনটিটিইউসি'র কেন্দ্রীয় নেত্রী দোলা সেনকে সামনে রেখে রানিনগরে কাজ করছিলেন। গত দুই বছরে গ্যাস রিফিলিং প্ল্যান্টে ট্রাকচালকদের সমস্যা সামনে রেখে প্ল্যান্টে বনধ ডেকেছিলেন খোদ কৃষ্ণ। সেসময় জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব এবং জেলা প্রশাসনকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল ধর্মঘট তোলার ক্ষেত্রে। এরপর পূর্বতন কোকা কোলা ফ্যাক্টরিতেও বিক্ষোভ আন্দোলন হয়েছিল কৃষ্ণেরই নেতৃত্বে। রাজ্য সরকার এবং জেলা প্রশাসনের কাছে একাধিক শিল্পপতি রানিনগর শিল্পাঞ্চলের আগের ইউনিয়নের দাদাগিরি নিয়ে ভূরিভূরি অভিযোগ দায়ের করেন। তারপর চলতি বছর মে মাসে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় চিঠি দিয়ে কৃষ্ণ দাসের ইউনিয়নকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেন।

কৃষ্ণকে শিল্পাঞ্চলে আটকাতে রেজিস্টার্ড তৃণমূল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের আত্মপ্রকাশ ঘটল এদিন। মহুয়া জানান, শিল্পাঞ্চলে আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত এবং সরকারিভাবে রেজিস্টার্ড এই ইউনিয়নের বাইরে অন্য কোনও ইউনিয়নের সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগাযোগ নেই।

কেউ এই স্বীকৃত ও অনুমোদিত ইউনিয়নের বাইরে তৃণমূল বা আইএনটিটিইউসি'র নাম ভাঙানোর চেষ্টা করলে দলের তরফে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন খগেশ্বর। সেই লোকটি দলের কেউ হলেও রেয়াত করা হবে না।

পুরোনো কমিটির থেকে পাঁচজনকে নতুন কমিটিতে রাখা হয়েছে। শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা এখনও অনেক ইউনিটে ইএসআই, পিএফ পান না বলে কৃষ্ণের অভিযোগ। বললেন, 'তাঁরা ডাকলে শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোটা উচিত হবে। তবে লড়াইটা সবাই মিলে করলে ভালো হবে।'

রদবদল

- কৃষ্ণের নিয়ন্ত্রণে তৃণমূল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বিরুদ্ধে শিল্পাঞ্চলে দাদাগিরির অভিযোগ
- গত মে মাসে সেই ইউনিয়ন অবৈধ বলে ঘোষণার পর বৃহস্পতিবার নতুন কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা
- সেখানে কৃষ্ণকে কোনও পদ দেওয়া হয়নি, বদলে উপদেষ্টা হয়েছেন মহুয়া-খগেশ্বর-চন্দন
- চেয়ারম্যান হয়েছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সভাপতি তপন দে

নজরদার।। *ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন দীপ সরকার।*

বৃষ্টিতে ক্ষতির আশঙ্কা সবজিচাষিদের

চাকুলিয়া, ২৬ সেপ্টেম্বর : টানা দু'দিনের বর্ষণে ক্ষতির আশঙ্কা করছেন চাকুলিয়ার বিভিন্ন এলাকার শতাধিক সবজিচাষি। বিজুলিয়া, লাধি, কানকি, নিজামপুর, সূর্যাপুর, সাহাপুর-১ ও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রচুর সবজি চাষ হয়। টানা বর্ষণে সেসব জায়গায় জমিতে জল জমতে শুরু করেছে। ফলে নষ্ট হচ্ছে ফসল।

লাধির তালতলা এলাকার এক সবজিচাষি নিরঞ্জন সরকার বলেন, 'এবছর খুব কষ্ট করে এক বিঘা জমিতে ফুলকপি চাষ করেছিলাম। জমিতে জল জমে গাছগুলি পচতে শুরু করেছে। আকাশ পরিষ্কার না হলে যে গাছগুলি এখনও টিকে রয়েছে সেগুলি আর থাকবে না বলে আশঙ্কা করছি।'

এদিকে চাকুলিয়া ব্লক কৃষি আধিকারিক নবকুমার সরকার জানিয়েছেন, বৃষ্টি থামলে চাষিদের সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখা হবে। অন্যদিকে, বিজুলিয়ার চাষি আবু কালামের কথায়, 'দুই বিঘা জমিতে এবার মুলো চাষ করেছিলাম। পুরো জমি এখন জলের তলায়।' ধান চাষের জন্য বৃষ্টি স্বস্তিদায়ক হলেও সবজি চাষে ক্ষতির মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে চাষিদের। সকলের নজর এখন আগামীদিনের আবহাওয়ায়।

পিস পোস্টার

বাগডোগরা, ২৬ সেপ্টেম্বর : লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি প্রগতির তরফে গোঁসাইপুর মুলাইজোতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হাইস্কুলে লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল পিস পোস্টার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল বৃহস্পতিবার। ক্লাবের তরফে একটি স্কুল চালানো হয়। সেই স্কুলের অধ্যক্ষ সুজাতা ঘোষ জানান, প্রতিযোগিতায় মোট ৫২ জন পড়ুয়া অংশ নেয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে ট্রফি, মেডেল এবং শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে ছিলেন চিত্রশিল্পী মোহিত দে। ছিলেন বিদ্যাসাগর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রতীপকুমার বসু।

স্মারকলিপি

চোপড়া, ২৬ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার সিডিপিও-কে ১২ দফা দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দিল পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা অ্যাসোসিয়েশনের চোপড়া ব্লক কমিটি। সংগঠনের ব্লক সভাপতি গায়ত্রী বিশ্বাস বলেন, 'জ্বালানি, ডিম, সবজি সহ বিভিন্ন জিনিসপত্রের দাম মাসের প্রথম সপ্তাহে দিতে হবে। পাশাপাশি কর্মীদের মোবাইল ফোন দেওয়ার দাবি জানিয়েছি আমরা।'

স্কুলের প্রাচীর ঘেঁষে আবর্জনা

বাগডোগরা, ২৬ সেপ্টেম্বর : জাতীয় সড়কের পাশে থাকা মাটিগাড়া হরসুন্দর হাইস্কুলের সীমানা প্রাচীর ঘেঁষে ফেলা হচ্ছে আবর্জনা। এর ফলে ওই জায়গাটিতে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। মাটিগাড়া হাটের বর্জ্য, হোটেল-রেস্তোরাঁর উচ্ছিষ্ট, বাড়ির আবর্জনা, এমনকি গবাদিপশুর মৃতদেহ পর্যন্ত এখানে ফেলা হচ্ছে। এর ফলে স্কুল তো বটেই, এমনকি জাতীয় সড়ক দিয়ে চলাফেরা করা লোকজনদেরও ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। অভিযোগ, সমস্যা মেটাতে স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে বিডিওকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও কারও কোনও হেলদোল নেই।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক কমলেন্দু আচার্য বলেন, 'আবর্জনার দুর্গন্ধে শিক্ষক-পড়ুয়ারা সকলেই অতিষ্ঠ। ন্যূনতম বিবেচনাবোধ থাকলে কেউ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গায়ে এভাবে আবর্জনা ফেলে দূষণ ছড়াত না।' অন্যদিকে মাটিগাড়া ব্লকের বিডিও বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'ওখানে মাটিগাড়া হাটের আবর্জনা ফেলা হয়। আমরা হাট কমিটির সঙ্গে কথা বলে দ্রুত ব্যবস্থা নেব। পুজোর আগেই চেষ্টা করা হবে।'

এ বিষয়ে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি (এবিটিএ)-র মাটিগাড়া আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক তথা ওই স্কুলের শিক্ষক অমৃতেন্দু চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের সংগঠনের তরফে মাটিগাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বিডিওকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানানো হয়েছে। কিন্তু কেউ কিছু করছে না। তবে আমরা আশাবাদী, শিক্ষার স্বার্থে তারা দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন।'

মাটিগাড়া হরসুন্দর হাইস্কুলের সামনে আবর্জনা।

জবাবদিহি চাইল প্রশাসন

ইসলামপুর, ২৬ সেপ্টেম্বর : কাটমানি কাণ্ডে সুজালির প্রধানের কাছে জবাবদিহি চাইল ইসলামপুর ব্লক প্রশাসন। সূত্রের খবর, শুক্রবারের মধ্যে প্রধান নুরি বেগমকে উত্তর দিতে বলা হয়েছে। সময়ের মধ্যে সদুত্তর না দিলে নুরির বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হতে পারে বলে খবর। প্রতিক্রিয়া জানতে নুরির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। ইসলামপুরের মহকুমা শাসক জানিয়েছেন, কাটমানি কাণ্ডে তদন্ত করে প্রধানের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হবে। ইসলামপুরের বিডিও দীপান্বিতা বর্মন বলেন, 'সুজালির প্রধানের কাছ থেকে জবাবদিহি চাওয়া হয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশমতো পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।'

চেক বিলি

চাকুলিয়া, ২৬ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে সরকারি অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হল পুজো কমিটিগুলির হাতে। চাকুলিয়া থানার আইসি রাজু সোনার বলেন, 'এ বছর ৫৭টি ক্লাবকে অনুদান দেওয়া হয়েছে।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনোয়ার আলম প্রমুখ।

পাঁচ বছর ধরে তালাবন্ধ শৌচালয়

বুড়াগঞ্জ, ২৬ সেপ্টেম্বর : পাঁচ বছর ধরে তালাবন্ধ খড়িবাড়ি ব্লকের বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের কিলাঘাটা বাজারের দুটি সুলভ শৌচালয়। ২০১৯ সালে বর্ডার এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম থেকে প্রায় আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে ব্লক প্রশাসনের সহযোগিতায় শৌচালয় দুটি তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু সেই যে তৈরি হল, তারপর থেকে তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। শৌচাগার খোলার জন্য একাধিকবার ব্লক প্রশাসনের কাছে চিঠি দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। কিন্তু তারপরেও খোলা হয়নি।

প্রতিক্রিয়া জানতে খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউয়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। যদিও খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না সিংহ রায় বলেছেন, 'বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না। বিডিওকে বলে শৌচালয়টি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হবে।'

কিলাঘাটা বাজার বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সবচেয়ে বড় হাট। প্রায় ৫০০ ব্যবসায়ী নিয়মিত আসেন এই হাটে। প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে কৃষক, চা শ্রমিকরা নিয়মিত হাটে ভিড় জমান। এত মানুষের আনাগোনা লেগে থাকে বলেই ওই দুটি শৌচালয় তৈরি করা হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তালা খোলা হয়নি।

কিলাঘাটা বাজার

কিলাঘাটা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি দুলাল বিশ্বাস বলেছেন, 'এর আগে কিছু মাতাল শৌচালয়ের তালা ভেঙে দেয়। তারপর থেকে ওই অবস্থাতেই পড়ে আছে। আমরা একাধিকবার ব্লক প্রশাসনকে বলেছি। কিন্তু তারা কোনওরকম উদ্যোগ নিচ্ছে না।' উল্লেখ্য, তবে বাজারের পাশে একটি শৌচালয় রয়েছে। তা সত্ত্বেও অনেকে রাস্তার ওপর, এমনকি হাটের মধ্যে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেন।

ট্র্যাক মেরামত

ফাঁসিদেওয়া, ২৬ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার থেকে রাঙ্গাপানি রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ করা হল। এদিন রেলের তরফে ট্র্যাক মেরামত শুরু করা হয়েছে। এজন্য ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা রাঙ্গাপানির এনসি ৫ লেভেল ক্রসিং দিয়ে লরি সহ সমস্ত ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে। রেলের নিউ জলপাইগুড়ির এডিআরএমের তরফে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। বিষয়টি ফাঁসিদেওয়া, বাগডোগরা থানা সহ ট্রাফিক পুলিশকেও জানানো হয়েছে।

এদিন কাজ শুরু হওয়ার আগেই মহম্মদবক্স এবং মেডিকেল মোড়ের কাছে সমস্ত ভারী যানবাহন ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। যদিও, ছোট গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক ছিল। রাঙ্গাপানিতে রেল পুলিশের পাশাপাশি মোতায়েন ছিল রাজ্য পুলিশও। অন্যদিকে, আপ এবং ডাউন লাইনে রেল চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

উড়ানে বিঘ্ন

বাগডোগরা, ২৬ সেপ্টেম্বর : দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জেরে বৃহস্পতিবার বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে অধিকাংশ উড়ানই নির্দিষ্ট সময় থেকে কিছুটা দেরিতে চলাচল করেছে। এদিন স্পাইস জেটের গুয়াহাটি-বাগডোগরা রুটের উড়ান বাতিল করা হয়। তবে বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, এক্ষেত্রে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া নয়, বিমান বাতিলের কারণ 'অপারেশনাল রিজন' বলা হয়েছে।

এখনও রিপোর্ট দেননি বিডিও

নকশালবাড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : ভুয়ো ইনকাম সার্টিফিকেট দেখিয়ে ফ্ল্যাট দখলের অভিযোগ উঠেছিল কয়েকদিন আগে। ঘটনার তদন্ত হবে বলে আশ্বাস মিলেছিল। কিন্তু তদন্ত প্রক্রিয়া থমকে রয়েছে বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে।

চলতি মাসের ৪ সেপ্টেম্বর ভুয়ো ইনকাম সার্টিফিকেট দেখিয়ে ফ্ল্যাটের আবেদনপত্র নিয়ে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক ও শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জমা পড়ে।

মহকুমা শাসক অবোধ সিংহল বলেন, 'অভিযোগ পেয়েই বিডিওকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি এখনও রিপোর্ট জমা দেননি। আমাকেই খোঁজ নিতে হবে।' প্রতিক্রিয়া জানতে বিডিও প্রণব চট্টরাজের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

কাওয়াখালিতে এসজেডিএ'র তরফে যে ফ্ল্যাট বিতরণ করা হয়, তাতে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে নয়জনের নাম রয়েছে। এই নয়জনই আর্থিকভাবে সচ্ছল বলে জানা যাচ্ছে। তাঁদের গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বিডিও অফিস থেকে যে ইনকাম সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, তাতে আয়ের পরিমাণ কম দেখানো হয় বলে অভিযোগ ওঠে। ওই নয়জনই এলাকায় তৃণমূল ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত।

অভিযোগকারীদের মধ্যে নকশালবাড়ি স্টেশনপাড়ার বাসিন্দা সীতারাম পাসোয়ান বলেন, 'বিডিও'র ভূমিকা নিয়ে আমরা সম্প্রতি নবান্নে অভিযোগ জানিয়েছি। ফ্ল্যাট বিতরণের তালিকায় এমন কিছু লোকের নাম রয়েছে, যাঁরা আর্থিক দিক থেকে অনেকটাই এগিয়ে। তাঁরাই গ্রাম পঞ্চায়েত, বিডিও অফিস থেকে ভুয়ো ইনকাম সার্টিফিকেট বের করে এসজেডিএ'র কাছে ভুল তথ্য জমা দেন।' তাঁর অভিযোগ, 'এতদিন হয়ে গেলেও বিডিও এখনও কোনও তদন্ত করেননি।'

পরিদর্শনে শুভঙ্কর

বৃহস্পতিবার হাওড়ার আমতার বিভিন্ন এলাকায় যান নতুন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মিত্র ও শেখ নিজামউদ্দিন।

বৃষ্টির সম্ভাবনা

দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা ইতিমধ্যেই প্লাবিত। এরই মধ্যে ফের ভারী বর্ষণের সতর্কবার্তা দিল আবহাওয়া দপ্তর। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

মাঝআকাশে মৃত্যু

মাঝ আকাশে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ১৭ বছরের ইরাকি কিশোরী। কলকাতা বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে ইরাকি এয়ারওয়েজের একটি বিমান। তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

নির্বাচনি প্রশিক্ষণ

নির্বাচনমুখী ঝাড়খণ্ড ও মহারাষ্ট্র পুলিশকে নির্বাচনি প্রশিক্ষণ দিতে রাঁচি ও মুম্বই যাচ্ছেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক আরিজ আফতাব। সংশ্লিষ্ট রাজ্য পুলিশের নির্বাচনি বিধি অনুযায়ী কী করণীয়, তা নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

হাসপাতালের সুরক্ষায় বাড়বে মহিলারক্ষী, ১২ হাজার নিয়োগ পুলিশে

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : হাসপাতালের সুরক্ষায় এবার মহিলা নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার নবান্নে রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতালের অধ্যক্ষ, সুপার ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্তাকে নিয়ে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মহিলাকর্মীদের নিরাপত্তায় আমরা আরও জোর দিতে বেশকিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছি। রাজ্যের হাসপাতালগুলির সুরক্ষায় ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তার কাজ শুরুও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বন্যার জন্য কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। তবে দ্রুত সেই কাজ শেষ হয়ে যাবে।' এরপরই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, হাসপাতালে রাতে যেহেতু অনেক মহিলাকর্মী কাজ করেন, তাই তাঁদের সুরক্ষার জন্য পুরুষ নিরাপত্তারক্ষীর অনুপাতেই মহিলা নিরাপত্তারক্ষী রাখা হবে।

এছাড়াও আরও কিছু পরিকাঠামোগত উন্নয়নের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি হাসপাতালে এখন থেকে বায়োমেট্রিক হাজিরা পদ্ধতি চালু করা হবে। হাসপাতালে চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী ছাড়াও নিরাপত্তারক্ষীরা থাকেন। তাঁরা সরকারি কর্মী নন। এছাড়া নির্মাণকাজের জন্যও অনেক সময় বাইরের কর্মীরা হাসপাতালে রাতে থাকেন। তাই সিদ্ধান্ত হয়েছে, বাইরে থেকে যাঁরা কাজ করতে আসছেন, তাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে রাখতে হবে। প্রয়োজনে তথ্য সংগ্রহের জন্য পুলিশের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের প্রতিটি বিল্ডিংয়ের ফ্লোরে অ্যালার্মিং অ্যাপ ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারেও এদিনের বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। পুজোর আগেই কীভাবে তা চালু করা যায়, সেই নিয়ে আলোচনা চলছে। হাসপাতালের নিরাপত্তা সুরক্ষা পরিকাঠামো বাড়াতে পূর্ত দপ্তরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বন্যার জন্য পূর্ত দপ্তরকে অনেক কাজ করতে হচ্ছে। তাই আমি অধ্যক্ষদের বলেছি, আপনারাও সুরক্ষার কাজ শেষ করতে যা যা করার তা করুন। প্রয়োজনে টেন্ডার ডেকে বাকি কাজ শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করুন।'

হাসপাতালের সুরক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডিজি সুরজিৎ কর পুরকায়স্থের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। একথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আরও ১২ হাজার পুলিশকর্মী নিয়োগ করা হবে। সোমবারই হয়তো তার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে।'

বন্যা পরিস্থিতি ও অতিবৃষ্টির কারণে কিছু জায়গায় ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়ছে। এই ব্যাপারে স্বাস্থ্য কর্তাদের সতর্ক করে দিয়ে মমতা বলেন, 'বন্যা পরিস্থিতির জন্য সাপের উপদ্রব বাড়তে পারে। তাই প্রতিটি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অ্যান্টিভেনাম ইনজেকশন, ম্যালেরিয়ার ওষুধ পর্যাপ্ত রাখতে হবে।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এখন থেকে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষরাই রোগী কল্যাণ সমিতির সভাপতি। সমিতিতে জুনিয়ার ডাক্তার, সিনিয়ার ডাক্তার, নার্সদের একজন করে প্রতিনিধি থাকবেন।'

পুজো শুরু

কলকাতার শীল লেনের দাসবাড়ির পুজো ১৮ বছরে পড়ল। বুধবার কৃষ্ণপক্ষে নবমী থেকে পুজো শুরু হয়েছে, চলবে শুক্লপক্ষের নবমী তিথি পর্যন্ত। ছবি : আবির চৌধুরী

সাত দফা দাবিতে মুখ্যসচিবকে মেল

জুনিয়ার ডাক্তারদের ধর্না মঞ্চেই ক্লাস

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের বিচার পেতে আন্দোলনরত ডাক্তারদের সঙ্গে ১৯ সেপ্টেম্বর বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। অভিযোগ, ওই বৈঠকে যে সাতটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, তা বাস্তবায়িত হয়নি। সেই সাত দফা দাবির কথা মনে করিয়ে দিয়ে বৃহস্পতিবার মুখ্যসচিবকে ই-মেল পাঠালেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। দাবি না মিটলে নতুন করে তাঁরা যে আন্দোলনে নামবেন, সেই হুঁশিয়ারি আগেই দিয়েছিলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। শুক্রবারই তাঁরা এসএসকেএম হাসপাতালে এক নাগরিক কনভেনশনের ডাক দিয়েছেন। ওই কনভেনশনে ২৩টি মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধিদের থাকার কথা। সাম্প্রতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বেশ কিছু বিশিষ্ট মানুষও হাজির থাকতে পারেন সেখানে। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন স্বাস্থ্যকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পর জানিয়ে দিয়েছেন, চিন্তার কোনও কারণ নেই। বন্যার জন্য প্রশাসনিক কর্তারা ব্যস্ত থাকায় একটু দেরি হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু দ্রুত ওই আশ্বাসগুলির বাস্তবায়ন হবে।

আন্দোলনের পাশাপাশি এদিন ধর্না মঞ্চেই ক্লাস করলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। ধর্না মঞ্চে তাঁদের ক্লাস নেন সিনিয়ার ডাক্তাররা। এবিষয়ে ডাক্তার কিঞ্জল নন্দ বলেন, 'সামনেই পরীক্ষা। একই সঙ্গে আন্দোলন করছেন জুনিয়াররা। তাই ওদের সুবিধার্থে ধর্না মঞ্চেই ক্লাস নেওয়া হয়। এদিন মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।'

তবে জুনিয়ার ডাক্তাররা আপাতত মুখ্য সচিবকে পাঠানো মেলের উত্তরের অপেক্ষায়। তাঁদের কথা, দাবি আদায় না মেটা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। এজন্য তাঁরা শুক্রবার নাগরিক কনভেনশনের ডাক দিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ,

এসএসকেএমে কনভেনশন আজ

এই কনভেনশন করতে না দেওয়ার জন্য তাঁদের বিভিন্নভাবে বাধা দেওয়া হচ্ছে। অভিযোগ, কনভেনশন করার জন্য তাঁরা ধনধান্য অডিটোরিয়াম 'বুক' করেছিলেন। কিন্তু সেই অডিটোরিয়ামে কোনও কর্মসূচি তাঁদের করতে দেওয়া হবে না বলে জানানো হয়েছে। মেয়র ফিরহাদ হাকিমের কাছ থেকে এজন্য মঙ্গলবারই অনুমতি নিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে তাঁদের 'না' বলে দেওয়া হয়েছে কর্তৃপক্ষের তরফে। শুধু তাই নয়, শহরের একটি মলেও তাঁরা গিয়েছিলেন সাংস্কৃতিক কর্মসূচির জন্য। কিন্তু সেখান থেকেও তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর আরও কয়েকটি মঞ্চ বুক করার জন্য তাঁরা গেলে তাঁদের প্রশ্ন করা হয়, 'প্রতিবাদ তো বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তা হলে এখনও কেন এই সব ভিত্তিহীন কর্মসূচি করছেন?'

তাঁদের আরও অভিযোগ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শুরু থেকেই তাঁদের আন্দোলনকে ব্যবহার করতে চাইছে। নাম না করে বিজেপির সমালোচনা করে বলেন, 'হাথরস-কাঠুয়া-উন্নাওতে যাঁরা ধর্ষকদের মালা পরিয়েছে, তাঁদের আমরা চাই না। এই আন্দোলনকে ব্যবহার করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করতে দেব না তাঁদের। জনগণই দেবে না।' জুনিয়ার ডাক্তারদের আরও অভিযোগ, কেউ কেউ আবার স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে মহালয়ার দিন নির্যাতিতার জন্য জুনিয়ার ডাক্তাররা তর্পণ করবেন এমন খবর ছড়িয়েছেন। এটা সম্পূর্ণ ভুল। এমন কোনও কর্মসূচি তাঁদের নেই।

তিলোত্তমার বিচার চেয়ে ফের পথে নামছে সাধারণ মানুষ। ১ অক্টোবর বিকেল ৫টায় কলেজ স্কোয়ার থেকে রবীন্দ্রসদন পর্যন্ত রাস্তা দখলের ডাক দিয়েছে প্রায় ৫০টি গণসংগঠন। 'লক্ষ কণ্ঠ রাজপথে, সব প্রতিবাদ একসাথে' স্লোগানকে সামনে রেখে হবে ওই মহামিছিল। উপস্থিত থাকবেন ডাক্তার সংগঠন থেকে শুরু করে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান-মহামেডান সমর্থকরা। থাকবেন রিকশাচালক, যৌনকর্মী, যাদবপুর-প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনীরাও।

প্রধান বিচারপতির মুখেও 'উত্তরবঙ্গ লবি'

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির মুখেও উঠে এল 'উত্তরবঙ্গ লবি'র কথা। রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলিতে 'হুমকি সংস্কৃতি' ও 'উত্তরবঙ্গ লবি'র প্রভাব নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়। এই সংস্কৃতি রুখতে কলকাতা হাইকোর্টের কাছে আবেদন করা হয়, যাতে আদালতের পর্যবেক্ষণে হাইকোর্টের এক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে সিট গঠন করে বিষয়টি তদন্ত করে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার মামলাটির শুনানিতে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের এক প্রিন্সিপালের রিপোর্টেও হুমকি সংস্কৃতির বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। ৪ জনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপও করা হয়েছে। এই অভিযোগগুলির মধ্যে একটিরও যদি সত্যতা থাকে, তাহলে তা অত্যন্ত গুরুতর।'

> উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের এক প্রিন্সিপালের রিপোর্টেও হুমকি সংস্কৃতির বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। ৪ জনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপও করা হয়েছে। এই অভিযোগগুলির মধ্যে একটিরও যদি সত্যতা থাকে, তাহলে তা অত্যন্ত গুরুতর।
>
> **টিএস শিবজ্ঞানম**
> *প্রধান বিচারপতি*

আবেদনকারী অর্চিষ্মান ভট্টাচার্য ও রাখি মিত্র জনস্বার্থ মামলায় উল্লেখ করেন, রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলিতে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিক্রি, নকল করা, হুমকি সংস্কৃতি ও অর্থের বিনিময়ে বদলি চলছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে চলতে থাকা দুর্নীতির বিষয়টিও আবেদনে তুলে ধরা হয়। থ্রেট কালচারের সঙ্গে জড়িত উত্তরবঙ্গ লবির ৫ ডাক্তারের নামও উল্লেখ করা হয়েছে তাতে।

প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি বিভাস পট্টনায়েকের ডিভিশন বেঞ্চ বিষয়টিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'একজন মহিলা চিকিৎসক বলছেন, তাঁকে তাঁর বাবা নিরাপত্তার জন্য ছুরি দিয়েছেন। আর একজন চিকিৎসক পেপার স্প্রে সঙ্গে নিয়ে কর্মক্ষেত্রে যান। এইগুলো গুরুতর অভিযোগ।'

২১ নভেম্বরের মধ্যে ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিল, রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল, রাজ্য সরকারকে হলফনামা জমা দিয়ে জানাতে হবে, এইসব বিষয়ে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে বা কী করণীয়।

হুমকি সংস্কৃতিতে নাম জড়াল সিনিয়ার চিকিৎসকদের

রিমি শীল

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : হুমকি সংস্কৃতির রোগে জুনিয়ার চিকিৎসকদের পাশাপাশি নাম জড়াল সিনিয়ার চিকিৎসকদেরও। ১৩ জন সিনিয়ার চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্ত করতে বলা হল আরজি করের অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটিকে। জুনিয়ার চিকিৎসকদের থেকেই এই নামগুলি জানতে পারেন আরজি কর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তারপর কমিটির কাছে অভিযুক্ত সিনিয়ার চিকিৎসকদের নাম জানিয়ে তদন্ত করার জন্য চিঠি দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার আরজি করের এই কমিটি ১১ জন জুনিয়ার চিকিৎসককে ডেকে পাঠায়। যাঁদের বিরুদ্ধে আগেই আরজি করে ভয়ের পরিবেশ তৈরির অভিযোগ ছিল। অভিযোগকারী ও অভিযুক্তদের সামনে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। আরজি করের নির্যাতিতার ময়নাতদন্তে বিস্তর অসংগতি পাওয়া গিয়েছে। ময়নাতদন্তের সময় তদন্তকারীদের হাতে ১৫টি ছবি এসেছে। যা ফরেন্সিক পরীক্ষার পর ওই ছবিগুলি থেকে আরও বিস্তারিত তথ্য হাতে আসবে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

আরজি করের অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটিকে চিঠি দিয়েছেন হাসপাতালের অধ্যক্ষ মানসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাতে সই রয়েছে উপাধ্যক্ষ সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায়ের। চিঠিতে একাধিক চিকিৎসকের নাম উল্লেখ করে তদন্ত করতে বলা হয়। এদিন ১১ জুনিয়ার চিকিৎসককে ডাকা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হওয়ার পর কলেজ কাউন্সিলের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করবে কলেজ কর্তৃপক্ষ। তদন্ত কমিটির ডাকে সাক্ষী হিসেবে এদিন হাজির ছিলেন শান্তনু সেনের মেয়ে সৌমিলী সেন। তিনি আরজি করে এমবিবিএসের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী। তাঁর অভিযোগ, এই হুমকি সংস্কৃতি সন্দীপ ঘোষের আমলেই গড়ে উঠেছে।

কাজলের গলায় হুমকির সুর

আশিস মণ্ডল

বোলপুর, ২৬ সেপ্টেম্বর : কেষ্ট ফিরতেই কাজলের গলায় ভিন্ন সুর শোনা গেল নানুরে। নানুরের থুপসরা পঞ্চায়েতে দলীয় বৈঠকে বেসুরো কাজল শেখ। হুমকির সুরে তিনি বললেন, 'আমিও চুড়ি পরে নেই। আমি সব রকম খেলা খেলতে জানি।'

দু'বছর পর কেষ্ট বীরভূমে ফিরেছেন। আর বৃহস্পতিবার জেলা তৃণমূল কোর কমিটির সদস্য কাজল নাম না করে অনুব্রত-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতাকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'আমি পঞ্চায়েত থেকে পার্সেন্টেজ নিতে আসিনি। নদীর বালি থেকেও পয়সা নিতে আসিনি। সব খেলা খেলতে জানি। দাবা খেলতে জানি, হাডুডুও খেলতে জানি। পাঙ্গা নিতে এসো না, চুড়ি পরে বসে নাই, যেদিন গোটাব, সেদিন গুটিয়ে দেব।'

অনুব্রত তিহার জেল থেকে জেলায় ফেরার পর, অসিত মাল, অভিজিৎ সিনহা, চন্দ্রনাথ সিনহা, বিকাশ রায়চৌধুরীর মতো অন্য নেতারা দেখা করতে এলেও কয়েকজন কেষ্ট মণ্ডলের সঙ্গে দেখা করতে আসেননি। তাঁদের মধ্যে অন্যতম কাজল শেখ। আর তাতেই জেলা তৃণমূল কংগ্রেসে স্পষ্ট বিভাজন নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে জেলায়। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি কাজল-অনুব্রত দ্বৈরথ শুরু হতে চলেছে?

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত থেকে লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস ভালো ফল করেছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজোয়ারের মাধ্যমে কাজলের উত্থান শুরু। কিন্তু কেষ্ট অনুগামী কেরিম খানদের পিছনের সারিতে রেখেছেন কাজল- এমন অভিযোগও ইতিমধ্যে উঠেছে। এখন দেখার সেই রেশ কতদিন চলে।

পশ্চিম মেদিনীপুরে বন্যা পরিস্থিতির একটি মুহূর্ত। বৃহস্পতিবার।

সবাইকে নিয়ে চলার বার্তা কেষ্টর

বোলপুর, ২৬ সেপ্টেম্বর : বোলপুর দলীয় কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলন করলেন অনুব্রত মণ্ডল। জেল থেকে ফিরে আসার পর এটাই তাঁর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন। এদিন তিনি বলেন, 'এই মুহূর্তে বন্যা পরিস্থিতি। খানাকুল, লাভপুর ভাসছে। পুজো চলে এসেছে। বন্যায় মানুষের পাশে থাকতে হবে। জেলার এমএলএ, এমপি, সভাধিপতি সবাইকে নিয়ে চলতে হবে- এটাই মমতা এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ।'

অনুব্রতকে আগের মতো ভূমিকা নিতে দেখা যাবে কি না বা কোর কমিটি থাকবে কি না, এই প্রশ্নে ক্ষিপ্ত হন অনুব্রত। তিনি বলেন, 'আমি বলছি সবাইকে নিয়ে চলতে হবে। কোথাও যেন কোনও অশান্তি না হয়।' মেয়ের ষোলো মাস হাজত বাস প্রসঙ্গ এদিন নিজেই তোলেন অনুব্রত। তবে এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও অন্যায় করেছে কি না, সে বিষয়ে কোনও বক্তব্য দিতে চাননি তিনি। এদিন অবশ্য অনুব্রতর বক্তব্যে কিছুটা অসংলগ্নতা ছিল। কালীপুজোর পর তিনি ব্লকে ব্লকে যাবেন বলে জানান।

জমি প্রস্তুত

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে সেমিকন্ডাক্টর তৈরির প্রকল্পে আমেরিকা বিনিয়োগ করবে বলে আগেই ঘোষণা করেছে। এই প্রকল্পের জন্য রাজ্য জমি প্রস্তুত রেখেছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পুলিশে রদবদল

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : পুজোর মুখে রাজ্য পুলিশে বড় ধরনের রদবদল করা হল। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কার্সিয়াং, ইটাহারের এসডিপিও পদে রদবদলের নির্দেশিকা বৃহস্পতিবার জারি হয়েছে। কার্সিয়াংয়ের এসডিপিও পলুমতী শরণ্যকে আইবিতে বদলি করা হয়েছে। এছাড়াও মাল, ইটাহার ও রানাঘাটের এসডিপিওদেরও আইবিতে বদলি করা হয়েছে। ইটাহারের এসডিপিও পদে রাজীব কুমারকে সরিয়ে বানাভথ অরবিন্দকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রানাঘাটের এসডিপিও শৈলজা দাসকে সরিয়ে সবিতা গতিয়ালকে, মালের এসডিপিও গায়কোয়াড় নিখিলেশ শ্রীকান্তকে সরিয়ে দেশমুখ রোশন প্রদীপকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এছাড়াও রবিরাজ অবস্থিকে ডালখোলার এসডিপিও, নীরজা অনীশ শা-কে কার্সিয়াংয়ের এসডিপিও, আকোলকার রাকেশ মহাদেবকে লালবাগের এসডিপিও, যাদব শুভম পাণ্ডুরাংকে উলুবেড়িয়ার এসডিপিও, নেহা জৈনকে নকশালবাড়ির এসডিপিও, দেশমুখ রোশন প্রদীপকে মালের এসডিপিও করা হয়েছে।

কং-বামের যুগলবন্দি দেখল ধর্মতলা

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার বৃষ্টিমুখর ধর্মতলার রাজপথ দেখল বাম-কংগ্রেসের অপ্রকাশিত যুগলবন্দি। একপক্ষ যখন বক্তব্য রাখে, তখন অপরপক্ষের মাইকের শব্দ বন্ধ। অর্থাৎ জানান দেওয়া হল, কর্মসূচিতে সমর্থন রয়েছে। আদালতের নির্দেশে কংগ্রেসের ধর্না অবস্থানের বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দিন। এদিন সিপিএমের ছাত্র-যুব, মহিলা সংগঠন ধর্মতলায় সমাবেশের ডাক দেয়। দুটি মঞ্চের মধ্যে দূরত্ব ৩০০ মিটারের বেশি নয়। কংগ্রেসের মঞ্চের মাইকের শব্দ সিপিএমের কর্মসূচিস্থলে পৌঁছোয়। আবার সিপিএমের মাইকের শব্দও কংগ্রেসের ধর্নামঞ্চে পৌঁছোয়। যখন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় সমাবেশ থেকে বক্তব্য রাখছেন, তখন হঠাৎ করেই কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখা বন্ধ করা হয়। মীনাক্ষীর পর আরও চার-পাঁচজনের বক্তব্য রাখার সময়ও একই পথে হাঁটে কংগ্রেস। জোটসঙ্গী সিপিএমের কর্মসূচিকে কুর্নিশ জানান প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী।

দুই তরফেই কর্মসূচি চলাকালীন উভয় মঞ্চ থেকেই শব্দ মিশে তালগোল পাকিয়ে যায়। মীনাক্ষীর বক্তব্যের শেষলগ্নে বক্তব্য শুরু করেন অধীর। বামেদের কর্মসূচিকে সমর্থন জানিয়ে তিনি বলেন, 'আন্দোলনের নেত্রী মীনাক্ষী পাশের মঞ্চে রয়েছেন। তাঁদের কর্মীরা এসেছেন, তাঁদের অভিনন্দন জানাই। উভয়ের আন্দোলনের বক্তব্য এক, ধরন আলাদা।' নয়া প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি করেন।

দিলীপ-অশোককে সতর্কবার্তা বিজেপির

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন নিয়ে মন্তব্য করে ফের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কোপে দিলীপ ঘোষ। সম্প্রতি জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনকে 'নাটক' বলে কটাক্ষ করেছিলেন দিলীপ। ময়নার বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্দাও মন্তব্য করেছিলেন, জুনিয়ার ডাক্তাররা তাঁদের স্বার্থে আন্দোলন করেছে। বৃহস্পতিবার সল্টলেকে কোর কমিটির বৈঠক ছিল। সেখানে দিলীপের নাম না করে আরজি কর-এর জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন নিয়ে কোনও মন্তব্য করার আগে ভেবেচিন্তে মন্তব্য করার কথা বলে দিলীপ ও অশোক দিন্দাদের সতর্ক করলেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। যদিও দিলীপের মতে, তিনি জুনিয়ার ডাক্তারদের উদ্দেশে কোনও কটু মন্তব্য করেননি, ডাক্তারদের যারা পিছন থেকে পরিচালনা করছে সেই রাজনৈতিক দলকে উদ্দেশ করেই তিনি সমালোচনা করেছেন। যাতে জুনিয়ার ডাক্তাররা তাঁদের হাতে তামাক না খান।

সম্প্রতি বর্ধমানে দলীয় কর্মসূচিতে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন সম্পর্কে দিলীপ ঘোষ বলেছিলেন, রাত জেগে হাতে তালি দিয়ে, নাটক করে কী লাভ হল? কী পেল আরজি কর-এর নির্যাতিতার পরিবার? আন্দোলনের নামে মানুষকে তাহলে কষ্ট দেওয়া হল কেন? দিলীপ ঘোষ, অশোক দিন্দাদের সমালোচনা যে ভালোভাবে নেননি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, এদিন তা বোঝা গেল নাম না করে কেন্দ্রীয় নেতা মঙ্গল পান্ডের সতর্কবার্তায়। কোর কমিটির বৈঠকে দিলীপ বা অশোক দিন্দাদের নাম না করলেও কেন্দ্রীয় নেতা মঙ্গল পান্ডে বলেন, 'জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের বিষয়টি যথেষ্ট স্পর্শকাতর, এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করার আগে ভেবেচিন্তে মন্তব্য করা উচিত।'

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এই সতর্কবার্তার কথা স্বীকার করেছেন দিলীপ নিজেও। দিলীপ বলেন, 'জুনিয়ার ডাক্তারদের সম্পর্কে কোনও ভুল বার্তা (নেগেটিভ) যাতে না যায় তা মাথায় রেখেই সকলকে কথা বলতে বলা হয়েছে। তবে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এই সতর্কবার্তার লক্ষ্য কি তিনি? এই প্রশ্নে দিলীপ বলেন, 'আমি তো আজও বলেছি, জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনকে আমরা সমর্থন করি। কিন্তু রাত জেগে আন্দোলন কি দুটো সিসিটিভি বসানোর দাবি মানার জন্য?' দিলীপের দাবি, কেউ হয়তো তাঁর কথার ভুল ব্যাখ্যা করছেন। তিনি জুনিয়ার ডাক্তারদের সম্পর্কে কোনও বিরূপ মন্তব্য করেননি।

বন্যায় ধান ও সবজি চাষে ক্ষতি

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : সাম্প্রতিক বন্যায় দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায়। বৃষ্টির পাশাপাশি ডিভিসির ছাড়া জলে বানভাসি হুগলি, হাওড়া, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ অধিকাংশ জেলা। এর ফলে সবজি চাষ পুরোপুরি নষ্ট হয়েছে। প্রাক পুজোর মরশুমে এমনিতেই শাকসবজির দাম চড়া থাকে। বন্যায় সবজি নষ্ট হওয়ার সুযোগ নিয়ে একশ্রেণির ফড়ে শাকসবজির দাম ইতিমধ্যেই বাড়ানোর চেষ্টা শুরু করেছে। যদিও রাজ্য সরকারের টাস্ক ফোর্স অভিযোগ পেয়ে বিভিন্ন বাজারে হানা দিচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকার বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলায় বিকল্প চাষের ব্যবস্থা করছে। এজন্য চাষিদের বিনামূল্যে বীজ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক বন্যায় কৃষিপ্রধান হুগলি, হাওড়া, দুই মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায়। এই বন্যায় আমন ও আউশ ধান চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এছাড়াও নষ্ট হয়েছে হাজার হাজার বিঘা জমির শাকসবজি। বিশেষ করে কাঁচা লংকা, বেগুন, ঢ্যাঁড়শ, পটল, জলদি জাতের ফুলকপি ও বাঁধাকপি, ঝিঙে, কুমড়ো, ওল, বরবটি, পুঁইশাক, ডাঁটাশাক প্রভৃতি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে। ধান চাষেও বিশাল ক্ষতি হয়েছে। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে প্রায় ২ লক্ষ হেক্টর জমির ধান নষ্ট হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সরকারি কর্মীরা এই বিষয়ে খোঁজখবর শুরু করেছেন। বিভিন্ন ব্লক ও জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব চাওয়া হচ্ছে। সমস্ত হিসাব না এলে মোট ক্ষতির পরিমাণ জানানো সম্ভব নয়।' উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায় 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে জানান, বন্যার ফলে হাওড়া ও হুগলিতে সবজি চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। উদয়নারায়ণপুর, আমতা, আরামবাগ, খানাকুল, ধনেখালি, গোঘাট প্রভৃতি এলাকায় সবজি চাষ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে।' বাজারে জোগান ঠিক রাখতে ও পরিস্থিতি সামাল দিতে যে সমস্ত জেলায় বন্যার জল ঢোকেনি, সেখানে দ্রুত চাষে উদ্যোগী হয়েছে সরকার। এর মধ্যে আছে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলা। এখানে চাষিদের বিনামূল্যে বীজ বিতরণের ব্যবস্থা করছে সরকার। পুজোর সময় শাকসবজির দোকান যাতে ঠিক থাকে, তার জন্যও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী বেচারাম মান্না কলকাতা ও আশপাশ জেলার শহরাঞ্চলে শাকসবজির দাম বৃদ্ধি না হওয়ার কথাই বলেছেন। তাঁর মতে, যে সমস্ত এলাকার শাকসবজি নষ্ট হয়েছে, সেই সমস্ত এলাকা থেকে কলকাতা শহরাঞ্চলে সরবরাহ খুব কম হয়ে থাকে। ফলে অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির কথা নয়। তবে কিছু ফড়ে বন্যার অজুহাতে দাম বৃদ্ধির অসাধু চেষ্টা করছে। এজন্য টাস্ক ফোর্স কড়া নজরদারি শুরু করেছে। তিনি জানান, বন্যাকবলিত এলাকাগুলিতে অন্য এলাকার শাকসবজি চাহিদা পূরণ করবে। তাই পুজোর সময় শাকসবজির দাম বৃদ্ধির অযথা আতঙ্ক না করাই ভালো।

শুক্রবার, ১০ আশ্বিন ১৪৩১, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৩১ সংখ্যা

চা শিল্পে অস্থিরতা

দলীয় রাজনীতির নিগড়মুক্ত হওয়ার প্রবণতার জন্ম হচ্ছে সর্বত্র। আরজি কর মেডিকেল কলেজের চিকিৎসককে খুন-ধর্ষণের প্রতিবাদ আন্দোলনে সেই প্রবণতা আরও বেশি জোরালো হয়েছে। বোনাসকে কেন্দ্র করে একই পথে হাঁটছেন বাংলার চা শ্রমিকরা। অন্তত ডুয়ার্সে সেই প্রবণতা ভয়ংকরভাবে উঠে আসছে পুজো বোনাসকে কেন্দ্র করে। এক সপ্তাহ আগে বোনাস চুক্তি হয়েছিল। ১৬ শতাংশ হারে বোনাসের সেই চুক্তিতে সম্মত হয়েছিল বাগানের মালিকপক্ষ ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব।

সেই চুক্তির প্রতিবাদে ডুয়ার্সের বেশ কিছু চা বাগানে আন্দোলন শুরু হয়েছে। যাতে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ দূরে থাক, স্পর্শ মাত্র নেই। ইউনিয়ন নেতাদের স্বাক্ষরিত চুক্তি খারিজের দাবিতে কার্যত বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। এই অসন্তোষ যত না বাগান মালিকদের বিরুদ্ধে, তার চেয়ে অনেক বেশি শ্রমিক ইউনিয়নগুলির নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। শ্রমিক সংগঠনের নেতারা শ্রমিক স্বার্থবিরোধী চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন বলে অভিযোগ তুলে ফুঁসছে চা বাগানগুলি।

চা শিল্পে ইউনিয়নের সঙ্গে সাধারণ শ্রমিকদের দূরত্ব ও তিক্ততা অবশ্য আকাশ থেকে হঠাৎ তৈরি হয়নি। আরজি কর মেডিকেল কলেজের ঘটনায় আন্দোলনটিও হঠাৎ করে দলীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেনি। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতি ও শাসকদলের স্বেচ্ছাচারের বিভিন্ন অভিযোগ পুঞ্জীভূত হতে হতে আরজি করের প্রতিবাদে মানুষের ক্ষোভ বিস্ফারিত হয়েছে। রাজনৈতিক দল অর্থাৎ ক্ষমতার কারবারিদের (যাকে পাওয়ার সিন্ডিকেট বলাই শ্রেয়) প্রতি আস্থা, ভরসা, বিশ্বাস টুটে যাওয়ার কারণে তৈরি হয়েছে জন অসন্তোষ।

চা শিল্পে অবস্থাটা অনুরূপই। অথচ একসময় ট্রেড ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণ ছিল বজ্রকঠিন। ইউনিয়ন নেতৃত্বের অঙ্গুলিহেলন ছাড়া যেমন মালিকপক্ষ কোনও পদক্ষেপ করতে পারত না, তেমনই শ্রমিকদের শুধু জীবিকা নয়, জীবন নিয়ন্ত্রিত হত ইউনিয়নের মুঠিতে। পেশাগত সমস্যা ছাড়াও ব্যক্তিগত, পারিবারিক, গোষ্ঠীগত বিবাদ, সমস্যায় হস্তক্ষেপ ছিল ট্রেড ইউনিয়নের। আর ছিল চাঁদার চাপ। পুজো বোনাসের সময় ও সদস্যপদ সংগ্রহ ছাড়াও নানা অছিলায় এমনকি কোথাও কোথাও প্রতি সপ্তাহে বাগানের ফ্যাক্টরির গেটে টেবিল পেতে চাঁদা সংগ্রহের জবরদস্তি ছিল একসময়।

এমন নিয়ন্ত্রণ থাকলেও চা শিল্পে মজুরি বৃদ্ধি কিংবা ন্যূনতম পারিশ্রমিক নির্ধারণ ইত্যাদিতে ইউনিয়নগুলির ব্যর্থতা ও উদাসীনতা ধীরে ধীরে শ্রমিকদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। সব ট্রেড ইউনিয়ন কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলের শাখা সংগঠন বলে ক্ষোভের বর্শামুখ ছিল সংশ্লিষ্ট দলের দিকে।

চলতি শতাব্দীর প্রথম দশকে ডুয়ার্স-তরাইয়ে আদিবাসী বিকাশ পরিষদের উত্থান ট্রেড ইউনিয়নের সেই আধিপত্যে প্রথম পেরেক ঠুকতে শুরু করে। আদিবাসীদের ওই সংগঠনের দ্রুত বিস্তার ঘটতে থাকে। জীবিকার লড়াইয়ের চেয়েও পরিচিতির আন্দোলন তাতে সংহত হয় বেশি। একইসঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নগুলির নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। যে নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি এখনও ফেরেনি। যদিও আদিবাসী বিকাশ পরিষদ চা শ্রমিকদের সার্বিক প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। অনেক আশা জাগানো সংগঠনটি নেতাদের কোন্দলে দীর্ণ হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সেই শূন্যস্থান কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে ফিরিয়ে দেননি সাধারণ শ্রমিকরা। সেই ধারাতেই বোনাসকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহের আকার নিচ্ছে এখন। তাঁদের মতামত না নিয়ে বোনাস চুক্তি মানতে পারছেন না শ্রমিকরা। ইউনিয়ন নেতৃত্ব আগেও কখনও শ্রমিকদের মতামতের তোয়াক্কা করেনি।

যদিও এই আন্দোলনটির নেতৃত্ব যোগ্য হাতে না এলে চরম বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা আছে চা শিল্পে। যাতে উৎপাদন ব্যাহত হবে, বাগান পরিচালনায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। তাতে মালিকদের যেমন ক্ষতি, তেমনই সর্বনাশ হতে পারে সাধারণ শ্রমিকদেরও। কিন্তু এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী ট্রেড ইউনিয়নগুলির দীর্ঘদিনের আধিপত্যকামী মনোভাব ও স্বেচ্ছাচার।

অমৃতধারা

প্রতিটি মানুষের সরল হওয়ার জন্য শিক্ষা লাভ করা উচিত। সরলতা থাকলে মানব জীবনের উদ্দেশ্য কৃষ্ণভক্তি লাভ অতি সহজ হয়, তা না হলে মানব জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই প্রতিটি মানুষের কায়, মন, বাক্যে সরল হওয়া উচিত। তাই প্রতিটি মানুষের এই শিক্ষা লাভ করা উচিত যে, ভগবানের কৃপায় ভৌতিক লাভ যা সব মিলেছে তাতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সেইজন্য গীতাতে বলা হয়েছে-'যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্ট'। অর্থাৎ- অধিক ভৌতিক লাভের জন্য প্রয়াসী হও না, কি তাতে অসন্তোষ প্রকাশ কর না। মানব সমাজে যে অশান্তি দেখা দিচ্ছে, তার মূলেতে আছে অসন্তোষ।

-ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

উত্তরবঙ্গে শরতের গর্ব দাঁশায় পরব

'দাঁশায় পরব', 'দাঁশায় কোদাকু' বা 'দাঁশায় দাড়ান' আদিবাসী লোকাচার। সাঁওতালিতে 'দাঁশায়' অর্থ শরৎকাল। 'দাড়ান' অর্থে ভ্রমণ।

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

দুর্গাপুজোর অনেক লোকায়ত ভাষ্য আছে। সেসব ভাষ্য ও প্রেক্ষিতের আবার আর্য-অনার্য দ্বান্দ্বিকতাও আছে। পুরাণ থেকে পুরাণান্তরে সেসব দ্বান্দ্বিকতারও আবার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। রামায়ণ, মহাভারতের ক্ষেত্রেও আমরা একই জিনিস দেখি। বাল্মীকির রামায়ণের রাম, 'ভিল' জনজাতির রামায়ণে নায়ক নন। সেখানে হিরো হল লক্ষ্মণ! সেরকমই 'গোন্ড' বা 'মালপাহাড়ি'-দের রামায়ণে রয়েছে ভিন্নতর পাঠ। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হল, সেইসব কথা, উপকথা ও অনুভূতিগুলো যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি বিস্ময়কর, চিন্তা উদ্রেককারী! তাদের শিকড় মানব সংস্কৃতির অনেক গভীরে প্রোথিত। আমাদের আজকের আলোচ্য, শারদোৎসবের এরকম লোকায়ত ভাষ্য ও প্রেক্ষিতগুলো আমাদের মনন ও চিন্তনের দীর্ঘলালিত আর্যভাষকে অনেকসময় প্রবল ধাক্কা দেয়, আমাদের মধ্যেকার প্রচলিত ধ্যানধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে বসে।

শারদোৎসব নিয়ে আমাদের সতর্ক করেছিলেন চর্যাপদখ্যাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। শাস্ত্রীমশাই বলেছিলেন, 'শারদোৎসব আদপে দুর্গোৎসবই নয়, এ ছিল বাংলার কৃষকের নবপত্রিকার উৎসব, আর দুর্গা তাঁরই মধ্যে স্থান লাভ করে পুরো সাজানো বাগানের অধিকারী হয়ে বসেছেন।' শারদীয়া একাদশী থেকে মহানবমী পর্যন্ত (এমনকি দশমীর বিসর্জনেও) নবরাত্রি উদযাপন, নবপত্র অর্থাৎ কলা, কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, দাড়িম, অশোক, মানকচু ও ধান-- এই নয়টি গাছের পাতা বা এককথায় নবপত্রিকার পুজো-- দুর্গার পাশে, গণেশের ডানদিকে বিশেষ কলাবৌয়ের পুজো-- গুরুত্বের সঙ্গে দুর্গার বোধনের জন্য বেলপাতা বা বেল গাছের ডালবরণ বা বেলবরণ-- গণিকালয়ের মাটি দিয়ে দেবী দুর্গার মূর্তি নির্মাণ ইত্যাদির পেছনে অনেক প্রাকবৈদিক খেরোয়াল তথা অনার্য ঐতিহ্য ও দেশজ সাংস্কৃতিক পরম্পরার বীজ লুকিয়ে আছে। সেরকমই এই উৎসবের আলোকবর্তিকার পেছনে বিষাদবেদনা হিসেবে জুড়ে আছে খেরোয়াল ঐতিহ্য-পরম্পরার 'দাঁশায় পরব', 'দাঁশায় কোদাকু' বা 'দাঁশায় দাড়ান' নামক একটি প্রাকবৈদিক দেশজ আদিবাসী লোকাচার। সাঁওতালি ভাষায় 'দাঁশায়' অর্থ শরৎকাল। আর 'দাড়ান' অর্থে ভ্রমণ। 'দাঁশায়' পরবের শব্দগত অর্থ সেক্ষেত্রে দাঁড়ায়, শরৎকালে গ্রামগঞ্জ, শহর-বন্দর পরিক্রমা। ভারতীয় সমাজের মূলস্রোতের সংস্কৃতির মধ্যে মিশে গিয়েও এই 'দাঁশায় দাড়ান'-এর লোকঐতিহ্য এখনও ধরে রেখেছেন খেরোয়ালবংশীয় সাঁওতাল ও অন্যান্য কয়েকটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের একাংশ। আদিবাসী বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ অবশ্য এসব আজকাল এড়িয়ে চলেন। তাদের মতে দাঁশায়ও 'একধরনের দুর্গাবন্দনা'! সে যাই হোক, স্কন্দপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ বা দেবীভাগবতপুরাণ বা দেবীপুরাণ-এ এই দাঁশায় দাড়ান বা দাঁশায় ব্রত-র কথা নেই। সহস্রাধিক বছরেরও বেশি প্রাচীন এই আদি-ভারতীয় বিষাদকাহিনী আজও বেঁচে আছে খেরোয়াল বংশোদ্ভূত সাঁওতাল, মুন্ডা, খারিয়া, অসুর সম্প্রদায়ের মুখে মুখে ও স্মৃতির পরতে পরতে। সাঁওতালদের এই শারদীয় 'দাঁশায় দাড়ান' বা 'দাঁশায় পরব' বা সোজাসুজি বলতে গেলে 'দাঁশায় নাচ' দুটি ভাগে বিভক্ত। ভাদ্র মাসের প্রথম পর্বটিতে তরুণদের জড়িবুটি চিকিৎসা, জাদুতন্ত্র বা মায়াবিদ্যা এবং অলৌকিক উপায়ে ভবিষ্যৎ-কথনের শিক্ষা দেন, সমাজের দাঁশায়গুরু। দাঁশায়গুরুর আখড়ায় বেল গাছকে সাজিয়ে-গুছিয়ে 'বেলবরণ'-এর মাধ্যমে এই পর্ব শুরু হয়। মাথায় ময়ূরপালক গুঁজে 'ভুয়াং' নামের একটি বিশেষ বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নারীবেশী ছেলেদের সমবেত নৃত্যের মধ্য দিয়ে আশ্বিনের একাদশীতে পর্বটি শেষ হয়। এই দ্বিতীয় পর্বটি বিষাদের। এই পর্বে সাঁওতালরা (এর সঙ্গে আছেন মুন্ডা, খারিয়া, অসুর এবং আরও অন্যরাও) গ্রামে গ্রামে, জনপদে, শহরের পথেঘাটে, বাজারের রাস্তায় রাস্তায় দাঁশায় নাচ পরিবেশন করতে করতে তাঁদের রাজা, 'হুদূর দুর্গা'-কে খোঁজেন। এই পর্বটিই শারদোৎসবের আর্যায়িত ভাবনাকে চ্যালেঞ্জ করে। এই লেখাটি যাঁরা পড়ছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই দেখেছেন, দুর্গাসপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত চারদিন ধরে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে, নারীবেশে সেজেগুজে, 'হায় হায়' ধ্বনি দিতে দিতে, পরম্পরাগত বাদ্যযন্ত্র নিয়ে, মাথায় কাপড়ের ফেটি বেঁধে, ময়ূরের পালক গুঁজে, পায়ে ঘুঙুর পরে বাংলা, বিহার, ওডিশার আদিবাসী পুরুষরা গ্রামগঞ্জ ও শহরের রাস্তায় রাস্তায় নাচেন। কেউ কিছু টাকাপয়সা দিলে তাঁরা সেই দান গ্রহণ করেন। এই নাচই হল, ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যবাহী দাঁশায় নাচ বা 'দাঁশায় দাড়ান'। এই নাচ আদিবাসীদের অন্যান্য নাচের মতো আনন্দের নয়, বিষাদের! এই নাচেরও মূলমন্ত্র, 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'!

দাঁশায়গুরুর আখড়ায় বেল গাছকে সাজিয়ে-গুছিয়ে 'বেলবরণ'-এর মাধ্যমে এই পর্ব শুরু হয়। মাথায় ময়ূরপালক গুঁজে 'ভুয়াং' নামের একটি বিশেষ বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নারীবেশী ছেলেদের সমবেত নৃত্যের মধ্য দিয়ে আশ্বিনের একাদশীতে পর্বটি শেষ হয়। এই দ্বিতীয় পর্বটি বিষাদের।

খেরোয়ালপুরাণের লোককথা অনুযায়ী বলা হয়, 'প্রাচীনকালে যখন ভারতবর্ষে আর্য বা 'দিকু'দের আগমন ঘটেনি তখন এই দেশে (সাত নদীর, দেশ, চাইচম্পা) হুদূর দুর্গা নামে এক মহান সাঁওতাল (খেরোয়াল) আদিবাসী যোদ্ধা রাজা ছিলেন। খুবই সৎ, স্বাধীনচেতা, স্বদেশপ্রেমী ও প্রজাবৎসল হুদূর দুর্গার শাসনকালে এই দেশ শস্যশ্যামল ছিল ও দেশবাসী পরম সুখেশান্তিতে বসবাস করতেন। এরপর ঘটে বহিরাগতদের (আর্য) আগমন। আর্যদের সঙ্গে এই দেশের মানুষের (অনার্য) বহুবার সরাসরি সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষ, যুদ্ধবিগ্রহ অনেকদিন ধরে চলে এবং আর্যরা বারবারই পরাজিত হয়। নতুন পদ্ধতি স্বরূপ আর্যরা অনার্যদের বাগে আনতে তাঁদের নারীদের লড়াইয়ের সামনে নিয়ে আসে এবং নিপুণভাবে তাঁদের ব্যবহার করে। হুদূর দুর্গা যেহেতু একজন সৎ, স্বাধীনচেতা বীর ও মহানুভব যোদ্ধা, তাই শত্রু হলেও তিনি নারীদের আক্রমণ করতেন না, তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন না। হুদূর দুর্গাকে মারার জন্য বহিরাগত আর্যরা তাঁদের এক গণিকা নারীকে সমর্পণ করে শান্তি প্রক্রিয়ার অছিলায়। ওই নারীর মূল উদ্দেশ্য ছিল যেনতেনপ্রকারেণ ছলচাতুরীর মাধ্যমে হুদূর দুর্গার গোপন শক্তির রহস্যভেদ করা। তাই হুদূর দুর্গাকে সে তার ছলনাময় প্রেম, ভালোবাসার জালে আবদ্ধ করে ফেলে। সরলমতি হুদূর দুর্গা প্রতিপক্ষের এই চাল বুঝতে পারেননি। এদিকে মহানুভবতা, সারল্য, প্রজাবৎসল চরিত্র এবং নারীদের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব ও অন্যান্য নানাবিধ গুণের পরিচয় পেয়ে ওই ভিনদেশি নারী সত্যি সত্যিই হুদূর দুর্গার প্রতি অনুরক্ত হয়ে যায় এবং তারা বিবাহবন্ধনে (বাপ্লা) আবদ্ধ হয়। তারা নয়দিন সংসার করে। ফলে ওই গণিকা নারী হুদূর দুর্গা ও তাঁর জাতির সঙ্গে মিশে যায় এবং তার প্রভুদের সব খবর দিতে থাকে। গণিকা নারীটিকে তার নিয়োগকর্তারা প্রতিশ্রুতি দেয়, হুদূর দুর্গাকে ছলাকলার দ্বারা হত্যা করতে পারলে সে যুগ যুগ ধরে পূজিত হবে। অবশেষে নবমরাত্রির দিন পানীয়ের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে ঘুমন্ত স্বামী, হুদূর দুর্গাকে সে মেরে ফেলে। তারপর রীতি অনুযায়ী সেই নারী তার স্বামীর নাম গ্রহণ করে এবং দুর্গা নামে পরিচিত হয়। লোককথাটি এও বলে যেহেতু দুর্গা গণিকা ছিলেন তাই আজও দুর্গামূর্তি বানাতে গণিকালয়ের মাটি লাগে। হুদূর দুর্গার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে যারপরনাই উল্লসিত বহিরাগত, আর্যরা চাইচম্পানগর আক্রমণ করে এবং অধিকাংশ পুরুষদের হত্যা করে হুদূর দুর্গার দেশ দখল করে। কিন্তু চাইচম্পানগরের জীবিত ও পলাতক অনার্য পুরুষদের কাছে তাঁদের মহান রাজা হুদূর দুর্গার মৃত্যু অবিশ্বাস্য ঠেকে। তাঁরা নারীদের পোশাক পরে স্থলে-জলে-জঙ্গলে হুদূর দুর্গার খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। তাঁদের বিশ্বাস হুদূর দুর্গা জীবিত আছেন এবং একদিন না একদিন তাঁরা তাঁদের প্রিয় রাজাকে খুঁজে পাবেন। লোকশ্রুতি বলে, দাঁশায় নাচের পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে তাই সাঁওতালরা আজও তাঁদের প্রিয় হুদূর দুর্গার খোঁজ করে চলেছেন।

এই হুদূর দুর্গাকেই অনেকে মহিষাসুর বলেছেন। যে মহিষাসুরকে ভারতীয় অসুর সম্প্রদায় তাঁদের পূর্বপুরুষ ভেবে পুজো করেন। যে কারণে একটি আংশিক সত্য চালু কথা আছে, অসুর জনজাতির মানুষ দুর্গাপুজো দেখেন না!

(লেখক সাহিত্যিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৮৩৩

রামমোহন রায়ের জীবনাবসান হয়েছিল আজকের দিনে।

১৯৩২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন পরিচালক যশ চোপড়া।

আলোচিত

শেখ হাসিনাকে কেন দেশে ফেরানো হবে না? অপরাধ করে থাকলে তাঁকে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করা উচিত। আর আমি নির্বাচনে দাঁড়াব কি না? আমাকে দেখে কি মনে হয়, আমি নির্বাচনে লড়ব?

-মুহাম্মদ ইউনূস

ভাইরাল/১

বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে তিরুপতি তিরুমালা যাচ্ছেন বিজেপি নেত্রী মাধবী লাথা। পরণে লাল-হলুদ শাড়ি, গলায় মালা। হাতের করতাল বাজিয়ে তিনি গাইছেন 'ভেঙ্কট রামানা গোবিন্দা গোবিন্দা'। অন্য ভক্তরা তালি দিয়ে, খঞ্জনি বাজিয়ে তাঁকে অনুসরণ করছেন। ভিডিও ভাইরাল। নেট মহলে ঝড়।

ভাইরাল/২

দৈত্যাকার এক জলহস্তী দাঁত মাজছে! নিজে নয় অবশ্য। তার হাঁ করে রাখা মুখের ভিতর একজন এক হাতে পাইপ দিয়ে জল স্প্রে করছেন। অন্য হাতে স্পঞ্জের ব্রাশ দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করছেন। জলহস্তীও তা উপভোগ করছে। ভিডিও ভাইরাল।

জনমন

জনমত

১২৬ বছরের দুর্গাপুজো

আজকের শালুগাড়া দুর্গা মন্দিরে প্রায় ১২৬ বছর ধরে দুর্গাপুজো হয়ে আসছে। ১৩০৫ বঙ্গাব্দ থেকে স্থানীয় ঊষাবতী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ (বর্তমান নাম জয়ধর রায় স্পেশাল ক্যাডার প্রাথমিক বিদ্যালয়)-এ এই পুজো ও মিলনমেলা হয়ে আসছে। স্কুলের অনুমতিপত্র অনুযায়ী, এবছর পুজো ও মেলার বয়স দেওয়া হয়েছে ৭৩ বছর। বর্তমান পরিচালন কমিটি পুজো ও মেলার প্রকৃত বয়স জানতে উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহ করেছে। তারা এর প্রকৃত বয়স ১২৬ বছর করতে উদ্যোগী হয়েছে।

এখানকার স্থানীয় জোতদাররা নিজেদের সাধ্যমতো অর্থ ও সামগ্রী দিয়ে প্রতি বছর পুজো করতেন। তাঁরা কেউ বাঁশ, কেউ খড়, কেউ বা পাটকাঠি ও পাটের দড়ি দিয়ে ঘর বানিয়ে পুজো করতেন। এমনকি জলপাইগুড়ির তৎকালীন রাজা প্রসন্নদেব রায়কত নিজে এসে চাঁদা ও পুজো দিয়ে যেতেন এবং পুজো উপলক্ষ্যে এক মিলনমেলারও আয়োজন করতেন। বর্তমানে এই মন্দিরে প্রায় ৭০ বছর ধরে দুর্গাপুজো করে আসছেন মানিক চক্রবর্তী।

দুর্গাপুজো ছাড়াও বর্তমান কমিটি প্রতি বছর বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কাজ করে থাকে। দুর্গাপুজো ছাড়াও সারাবছর সকাল ও সন্ধ্যায় পুজো হয়ে থাকে। বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ এখানে পুজো দিয়ে শান্তি পান।

মিন্টু বর্মন, শালুগাড়া, জলপাইগুড়ি।

বিশ্বজোড়া ফাঁদ

২১ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট নিয়ে প্রতারণা' শীর্ষক সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে এই চিঠি।

অন্তর্জালে মানুষকে প্রতারণা করার নিত্যনতুন ফাঁদ তৈরি করার খেলায় মেতে আছে টেকস্যাভি একদল প্রতারক। মোবাইল টাওয়ার বসানোর জন্য টোপ, রাতে ইলেক্ট্রিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে কল, ডেবিট কার্ড পয়েন্ট রিডিম করে প্রাইজ পাইয়ে দেওয়ার এসএমএস ইত্যাদি অসংখ্য প্রতারণার সংবাদ মিডিয়াতে উঠে আসছে। সাধারণ মানুষ জানেনই না, এসবের সঙ্গে কী করে মোকাবিলা করতে হবে। কুরিয়ার কোম্পানি হোক কিংবা অন্য যে কোনও কোম্পানি- যে কাউকেই তাদের কথানুযায়ী ফোনে পাঠানো ভুয়ো লিংকে টাকা পাঠালেই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কয়েক মিনিটের মধ্যে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ তো বটেই, অনেক টেকস্যাভি মানুষও কিন্তু এই ধরনের প্রতারণার শিকার হচ্ছেন।

সাইবার ক্রাইমে জানানোর পাশাপাশি এসব জালিয়াতির সুরাহা করার জন্য সাধারণ মানুষকে সাহায্য করতে স্থানীয় ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো উদ্যোগী হলে ভালো হয়। কিছু অ্যাপ আছে যেগুলো ফোনে থাকলে প্রতারকদের সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করা যায় বটে কিন্তু এসব গ্যাংদের নিত্যনতুন অসাধু কার্যকলাপ এতটাই সুসংবদ্ধ যে, এদের সঙ্গে পেরে ওঠা সহজ নয়। সামাজিক মাধ্যমে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে জনসাধারণকে এসব নিত্যনতুন ডিজিটাল প্রতারণার ব্যাপারে সহজ ভাষায় সতর্ক করা আশু প্রয়োজন।

সত্যজিৎ চক্রবর্তী, বিবেকানন্দপাড়া, ধূপগুড়ি।

রেল হকারির দিন শেষ হয়ে আসছে

ভারতে রেল হকারির বিবর্তন ঘটেছে নানাভাবে। যাত্রীদের সঙ্গে তাঁদের বোঝাপড়া দেখার মতো। সেই দিনগুলো অতীত হতে চলল।

রুদ্র সান্যাল

ট্রেনে বসে আছি। একটা স্টেশনে এসে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে একগাদা হকার ট্রেনের বগিতে ঢুকে তাঁদের নানা রকমের পসরা নিয়ে হাঁক দিয়ে যাচ্ছেন। কেউ চা-কফি করে ডাকছেন। কেউ খাবার নিয়ে, আবার কেউ বিভিন্ন পেপারব্যাক নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পাশে এক বিদেশি ট্যুরিস্ট একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন 'স্ট্রেঞ্জ...ভেরি স্ট্রেঞ্জ!' আমি একটু মৃদু হেসে বললাম, 'এটাই আমাদের ভারত'।

ভারতীয় রেলে হকারির ইতিহাস দীর্ঘ এবং সমাজ-অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। সেই কবে ১৮৫৩ সালে যখন প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেন চালু হয় পূর্বতন বোম্বে থেকে থানে পর্যন্ত, তার কিছু পর থেকেই সম্ভবত ধীরে ধীরে ট্রেনের ভিতর হকারি শুরু হয়। মূলত উনিশ শতকের শেষ এবং বিংশ শতকের গোড়ার দিকে হকারি ব্যবস্থা ভারতীয় রেলের এক সাধারণ চিত্র হয়ে ওঠে।

কত প্রান্তিক মানুষ তাদের সৎভাবে বাঁচার তাগিদায় এই ব্যবস্থায় নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছে তা ভাবা যায় না। কলকাতা এবং শহরতলির লোকাল ট্রেনে এদের দেখা যায় প্রবলভাবে। একবার একটি অল্পবয়সি মেয়ে তার ততোধিক অল্পবয়সি ছেলেকে কোলে নিয়ে তারস্বরে বেসুরো গলায় গান গেয়ে যাচ্ছিল। স্বামী ছেড়ে দিয়ে গেছে। সৎভাবে ছেলেকে নিয়ে বাঁচার জন্য এই গান ছাড়া তার আর কোনও গতি নেই। হতদরিদ্র মানুষ। এই ভাবেই ট্রেনেই তার জীবনকাহিনী এগিয়ে যায়।

স্বাধীনতার আগে ট্রেনে হকারির যে চরিত্র ছিল, স্বাধীনতার পর তা অনেকটাই বদলে গিয়েছে। এখন অনেক সুসংহতভাবে সেই হকারি শুরু হয়েছে। ভারতের ট্রেনে হকারদের এই অবাধ বিচরণ শুধু ব্যবসার সঙ্গে জড়িত নয়, এটি আমাদের দেশের সমাজব্যবস্থা এবং ভারতীয় অর্থনীতির ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। একদিকে যেমন এটি হাজার হাজার মানুষের জীবিকা নির্বাহের সুযোগ সৃষ্টি করছে, অন্যদিকে এই ব্যবস্থা ভারতের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলেছে।

হকারদের ব্যবসা ভারতের স্থানীয় সংস্কৃতি এবং আর্থসামাজিক বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। সত্যি বলতে দূরপাল্লার ট্রেনের যাত্রীদের সঙ্গে তাঁরা শুধু তাদের পণ্য বিক্রি করেন না, বরং এক ধরনের মেলবন্ধন তৈরি করেন। বিশেষ ধরনের মানবিক যোগাযোগের জায়গা হয়ে ওঠে যাত্রী এবং হকাররা। লোকাল ট্রেনে এই মেলবন্ধন বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।

'অমৃত ভারত স্টেশন' প্রকল্পের অধীনে দেশজুড়ে ৫০৮টি স্টেশনের খোলনলচে বদলে ফেলা হবে, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ৩৭টি স্টেশনও আছে। বোঝাই যায়, আগামীদিনে ধীরে ধীরে এইসব স্টেশন তুলে দেওয়া হবে বেসরকারি সংস্থার হাতে, মুনাফা লোটার জন্য। এই প্রকল্পে এই দিন-আনি দিন-খাই হকাররা বড়ই বেমানান!

তাই কর্তৃপক্ষ অনেক আগে থেকেই বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দিয়েছে রেলে আর হকারি করা যাবে না। তাই কিছুদিনের মধ্যে একদিকে আলোয় আলোয় ঝলমল করবে স্টেশনগুলো, অন্যদিকে গাঢ় অন্ধকারে ডুবে যাবে গরিব হকারদের জীবন। অসুবিধায় পড়বেন সাধারণ নিত্যযাত্রীরাও। যদিও আমরা এখন অতি আধুনিক ভারতে আছি। তাই এসব নিয়ে ভাবব কেন? তবে ভারতের রেল ইতিহাসে হকারদের অবদান কিন্তু ভোলা যাবে না!

(লেখক বিধাননগর সন্তোষিণী বিদ্যাচক্র হাইস্কুলের শিক্ষক।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৪৯

পাশাপাশি : ১। ইংরেজি বছরের একটি মাস ৩। স্বত্ব, অধিকার, চাহিদা ৫। বিশালাকার সামুদ্রিক প্রাণী ৬। কিছু সময়, প্রশ্রয় ৮। পানের সঙ্গে খাওয়ার সুগন্ধী তামাক, সুখা, জুয়া খেলাবিশেষ ১০। লোক সংসর্গপ্রিয় আমুদে ১২। নল জাতীয় দীর্ঘ ঘাস, মুর্শিদাবাদের একটি অঞ্চল ১৪। অনাবৃষ্টি, শুখা ১৫। দড়ি, কাছি ১৬। কল্পিত স্বর্গের গাছবিশেষ ও তার ফুল, মাদার গাছ, আকন্দ গাছ।

উপর-নীচ : ১। জাপানি মল্লবিদ্যা ২। এদিক-ওদিক ৪। পরাক্রম, বীরত্ব ৭। অবিচ্ছেদ্য অংশ ৯। গোল্লায় যাওয়া ১০। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্য ১১। সোঁদাল বা বাঁদরলাঠি ফুল ও তার গাছ ১৩। বিপ্লব।

সমাধান ■ ৩৯৪৮

পাশাপাশি : ১। বনাত ৩। মনগড়া ৪। ফাল্গুন ৫। জিরজির ৭। দশি ১০। তরু ১২। হরদম ১৪। ধাতানি ১৫। রামনাম ১৬। বসন।

উপর-নীচ : ১। বস্তুবাদ ২। তফাত ৩। মনজিল ৬। জিরাত ৮। শিবির ৯। নামধাম ১১। রুইতন ১৩। মনিব।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ভক্তকে ঘাড়ধাক্কা ক্ষমা চাইলেন অরিজিৎ

লন্ডন, ২৬ সেপ্টেম্বর : ব্রিটেনে এক অনুষ্ঠানমঞ্চে শিল্পী অরিজিৎ সিংয়ের কাছে পৌঁছোতে চেয়েছিলেন এক অনুরাগী মহিলা। প্রিয় সংগীতশিল্পীকে ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছিলেন তিনি। সেই সাধে বাদ সাধলেন নিরাপত্তারক্ষীরা। মহিলা মঞ্চের কাছে পৌঁছোতেই আটকে দেওয়া হল। অভিযোগ, এক নিরাপত্তাকর্মী তাঁর ঘাড় ধরে ধাক্কা দেন। অরিজিৎ মঞ্চ থেকে তা দেখতে পান। সেখানে দাঁড়িয়েই বলেন, 'এটা ঠিক হল না। ঘাড় ধরা উচিত হয়নি।' দর্শকদের বসার অনুরোধ জানিয়ে ক্ষমা চেয়ে অরিজিৎ বলেন, 'ম্যাম আমি দুঃখিত। প্লিজ বসুন।' সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। এক নেটিজেনের মন্তব্য, 'এমন ভদ্র মানুষই হলেন অরিজিৎ সিং।' একজন লিখেছেন, 'আমি মন্ত্রমুগ্ধ।'

রাহুলের সভায় ঐক্যের ছবি

চণ্ডীগড়, ২৬ সেপ্টেম্বর : হরিয়ানায় ভোটের আগে কংগ্রেসের বিবদমান দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যের বাঁধন মজবুত করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বৃহস্পতিবার হরিয়ানায় একাধিক জনসভা করেন তিনি। কার্নালের কাছে আসান্ধের একটি জনসভায় রাহুলের সঙ্গে মঞ্চে ছিলেন বিরোধী দলনেতা ভূপিন্দর সিং হুডা এবং দলের সাংসদ কুমারী শৈলজা। গোষ্ঠী কোন্দলকে দূরে সরিয়ে কংগ্রেসের এহেন ঐক্যের ছবি দেখিয়ে রাহুল দাবি করেন, আসন্ন বিধানসভা ভোটে হরিয়ানায় হাত শিবির বিপুল ভোটে জয়ী হবে।

তিনি এদিন অভিযোগ করেন, হরিয়ানার তরুণ প্রজন্মের কাছ থেকে কাজের সুযোগ ধীরে ধীরে কেড়ে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপি সরকার। কাজের সন্ধানে হরিয়ানা থেকে কীভাবে হাজার হাজার মানুষ 'ডঙ্কি' ব্যবস্থার মাধ্যমে বেআইনিভাবে আমেরিকায় পাড়ি দিচ্ছেন সেই কথাও এদিন প্রচারের মঞ্চে জানিয়ে দেন রাহুল। তিনি বলেন, 'আমি ওঁরা নিজেদের জমিজমা বেচে, চড়া সুদে দেনা করে মার্কিন মুলুকে চলে গিয়েছেন। কিন্তু ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে হরিয়ানায় নিজেদের ব্যবসা চালু করতে পারেন না। কারণ মোদি সরকার এবং হরিয়ানা ধাপে ধাপে রাজ্যের কাজের বাজারের ক্ষতি করেছে।'

'সিবিআই পক্ষপাতদুষ্ট'

বেঙ্গালুরু, ২৬ সেপ্টেম্বর : সিবিআইয়ের নিরপেক্ষতা নিয়ে এবার প্রশ্ন তুলল কর্ণাটকের সিদ্দারামাইয়া সরকার। একইসঙ্গে রাজ্যে তদন্ত করার যে ঢালাও অনুমতি সিবিআইকে দেওয়া হয়েছিল, তাও বৃহস্পতিবার সরকারের তরফে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এর আগে একই পথে হেঁটেছিল তৃণমূলের বাংলা, ডিএমকে-র তামিলনাড়ু এবং বামশাসিত কেরলও।

রাজ্যের আইনমন্ত্রী এইচকে পাতিল বলেন, 'যেসব মামলায় আমরা সিবিআইকে রেফার করেছি, তাদের বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই চার্জশিট দাখিল করা হয়নি... অনেক মামলা এখনও ঝুলে রয়েছে। এছাড়া আমরা যে মামলাগুলি তদন্তের জন্য পাঠিয়েছি, সেগুলি তারা তদন্ত করতে অস্বীকার করেছে। এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।'

এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার বিরুদ্ধে মুডা জমি দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগের কোনও সম্পর্ক নেই বলেও দাবি পাতিলের।

সঞ্জয় রাউতের কারাদণ্ড

মুম্বই, ২৬ সেপ্টেম্বর : বিজেপি নেতা কীরিত সোমাইয়ার স্ত্রী ড. মেধা কীরিত সোমাইয়ার দায়ের করা একটি মানহানির মামলায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন শিবসেনা (ইউবিটি)-র রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত। বৃহস্পতিবার মাজগাঁওয়ের মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে ১৫ দিনের কারাদণ্ড এবং ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন। তবে ১৫ হাজার টাকার বন্ডের বিনিময়ে সঞ্জয় রাউতকে মুক্তি দেয় আদালত। তাঁর আইনজীবী তথা ভাই সুনীল রাউত জানান, নগর দায়রা আদালতে কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে আবেদন করা হবে। এরপরই ৩০ দিনের জন্য তাঁর সাজা সাসপেন্ড রাখেন ম্যাজিস্ট্রেট আরতি কুলকার্নি।

শিক্ষক বদলিতে শেষ কথা এসএসসি'র

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর : শিক্ষক বদলির ক্ষেত্রে এসএসসি-র সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত।

বৃহস্পতিবার সেকেন্ডারি টিচার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের করা মামলা খারিজ করে দিয়ে একথা জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরী ও বিচারপতি রাজেশ বিন্দলের ডিভিশন বেঞ্চ। সর্বোচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'এসএসসি প্রয়োজন মতো শিক্ষকদের বদলি করতে পারে।' রাজ্যের ১৫৭ জন স্কুল শিক্ষকের বদলির সিদ্ধান্ত স্থগিত করার দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল সেকেন্ডারি টিচার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন। এদিন সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, এসএসসি চাইলে শিক্ষকদের যে কোনও জায়গায় বদলি করতে পারে, কারণ বদলি চাকরিরই অঙ্গ।

২০১৭ সালে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল সার্ভিসেস কমিশন আইন ১৯৯৭'-এর একটি ধারায় সংশোধন এনে শিক্ষকদের বদলির জন্য ১০সি ধারা অর্থাৎ প্রশাসনিক বদলির ধারা কার্যকর করা হয়। সংশোধনী অনুযায়ী, এসএসসি চাইলে যে কোনও সময় শিক্ষকদের যে কোনও জায়গায় বদলি করতে পারে। এই ব্যাপারে এসএসসি-র যুক্তি, সকলেই বাড়ির কাছাকাছি চাকরি করতে চাইছেন। তাহলে যে সমস্ত জেলায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশি অথচ শিক্ষক কম, সেখানে পড়াশোনা ঠিকমতো চালানোর জন্য শিক্ষকদের বদলি প্রয়োজন। যদিও সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করার সময় আবেদনকারীদের বক্তব্য ছিল, শুধুমাত্র তাঁদেরই বদলি করা হোক যাঁরা নতুন ধারা চালু হওয়ার পর চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। আইনের ওই ধারা কার্যকর করার আগে যাঁরা চাকরিতে যোগদান করেছিলেন, তাঁদের যেন বদলি করা না হয়।

সেই আবেদন অবশ্য খারিজ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। ডিভিশন বেঞ্চের স্পষ্ট নির্দেশ, এসএসসি যে কোনও জায়গায় চাইলেই বদলি করতে পারে। এই ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

নদীতে ডুবে প্রাণ হারানো মানুষদের শোকে বিহ্বল পরিবার। বৃহস্পতিবার বিহারের ঔরঙ্গাবাদে।

মোদির তিনটি ব্যর্থতা তুলে ধরলেন চিদম্বরম

মুম্বই, ২৬ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘ ১০ বছরের ক্ষমতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশে কী কী উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ করা হয়েছে, তার ফিরিস্তি তুলে ধরছে গেরুয়া শিবির। কিন্তু প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম সেই প্রচারে কর্ণপাত করতে নারাজ। বরং মোদি সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে, তা গুনে বলে দিয়েছেন তিনি। তবে শুধুই সমালোচনার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি প্রবীণ এই কংগ্রেস নেতা। ব্যর্থতার পাশাপাশি মোদি সরকারের কয়েকটি সাফল্যের কথাও জানিয়েছেন তিনি।

একটি সর্বভারতীয় বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যম আয়োজিত এক আলোচনাসভায় চিদম্বরম বলেন, 'একের পর এক সরকারি প্রতিষ্ঠান দখল করা, কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির অপব্যবহার এবং পক্ষপাতমূলক পরিকাঠামোগত বিকাশ মোদি সরকারের তিনটি প্রধান দুর্বলতা।' ভারতে ডিজিটাল অর্থনীতির জয়জয়কার নিয়ে কেন্দ্রের দাবি খারিজ করে তিনি বলেন, 'ভারতে ডিজিটাল লেনদেনের পরিমাণ বেড়েছে ঠিকই। কিন্তু ভারত এখনও নগদহীন অর্থনীতিতে পরিণত হয়নি। জার্মানি, ইউরোপও নগদবিহীন সমাজ নয়। নোটবন্দির সময় ভারতে ১৬-১৭ লক্ষ কোটি টাকার নগদ চালু অবস্থায় ছিল। এখন ৩৪ লক্ষ কোটি টাকার নগদ চালু রয়েছে। মানুষ নগদ চায়। নগদকে একেবারে মুছে ফেলা যায় না।'

মোদি জমানায় আর্থিক বৈষম্য ভয়াবহ হারে বেড়ে গিয়েছে বলে বারবার বিরোধীদের অভিযোগ যে অমূলক নয়, সেটা বোঝাতে গিয়ে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী দাবি করেছেন, ভারতে গত ১০ বছর ধরে যে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হচ্ছে, গরিব মানুষরা তার সুবিধা পাচ্ছেন না। তিনি বলেন, 'বন্দে ভারত ট্রেনগুলি চালানোর জন্য স্লিপার ক্লাসে অসংরক্ষিত কামরার সংখ্যা একধাক্কায় কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ট্রেনের ভাড়া ৩০-৪০ শতাংশ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনি যাতে মার্সিডিজ চালাতে পারেন, সেরকম হাইওয়ে নির্মাণ করুন। কিন্তু গ্রামে যাওয়ার জন্যও রাস্তা নির্মাণ করা উচিত।'

এজেন্সিগুলির অপব্যবহার নিয়ে চিদম্বরম বলেন, 'মধ্যরাতে দরজায় কড়া নাড়া হতে পারে বলে শিল্পপতিরা ভয় পাচ্ছেন। জিএসটি কর্তৃপক্ষও এখন গ্রেপ্তার করছেন এবং হুমকি দিচ্ছেন। জিএসটি যদি আরও একটি ইডি, সিবিআইয়ে পরিণত হয় তাহলে ভয় তো থাকবেই।' তবে মোদি সরকারের পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'অটলবিহারী বাজপেয়ীর সোনালি চতুর্ভুজ দিয়ে শুরু হয়েছিল। আমরা সেটার প্রভূত উন্নয়ন করেছিলাম। মোদি সরকারও গত ১০ বছরে সেই কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছে।'

কলকাতাকে সুপার কম্পিউটার দিলেন মোদি

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর : জাতীয় সুপার কম্পিউটিং মিশনের আওতায় ১৩০ কোটি টাকা খরচ করে তিনটি 'পরম রুদ্র' সুপার কম্পিউটার তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি সুপার কম্পিউটার বসানো হয়েছে কলকাতার এসএন বোস সেন্টারে। বাকি দুটি পেয়েছে দিল্লি এবং পুনে। বৃহস্পতিবার এই তিনটি সুপার কম্পিউটার উন্মোচন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

উন্মোচন করার পর মোদি বলেন, 'বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতের জন্য আজ এক উল্লেখযোগ্য দিন। আমাদের বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনিয়াররা সফলভাবে তিনটি সুপার কম্পিউটার তৈরি করেছেন। এই কৃতিত্বের জন্য সমস্ত ভারতীয়কে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং দেশের যুবসমাজকে তা উৎসর্গ করছি।' পরম রুদ্র সুপার কম্পিউটারে অত্যাধুনিক হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছে যার বেশিরভাগই দেশে তৈরি করা হয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস, জলবায়ুর মডেল, রাসায়নিক আবিষ্কার, পদার্থ বিজ্ঞান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণায় সাহায্য করবে এই সুপার কম্পিউটারগুলি। কলকাতার এসএন বোস সেন্টারে পদার্থ বিদ্যা, সৃষ্টি তত্ত্ব এবং পৃথিবী বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণা চালানো হবে। পুনের দ্য জায়েন্ট মিটার রেডিও টেলিস্কোপ এবং দিল্লির ইন্টার ইউনিভার্সিটি এক্সিলিটারে বিভিন্ন উন্নতমানের গবেষণায় সুপার কম্পিউটারগুলি ব্যবহার করা হবে।

ব্রত পালনে সলিলসমাধি ৩৭ শিশুর

পাটনা, ২৬ সেপ্টেম্বর : কান্নার রোল উঠেছে বিহারের জেলায় জেলায়। সন্তানদের মঙ্গল কামনায় মায়েদের 'জীবিতপুত্রিকা' ব্রত পালনে সন্তানদের সঙ্গে মায়েদেরও মৃত্যু হল। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের ১৫টি জেলায়। মায়েরা উপবাস করে সন্তানদের নিয়ে নদীতে ডুব দিতে গিয়েছিলেন। সেই সময় ভয়ংকর বৃষ্টি হচ্ছিল। নদীতে স্নানের সময় তলিয়ে যান ৩৭ শিশু সহ ৪৬ জন। ৪৩টি দেহ উদ্ধার হয়েছে। তিনটি দেহ মেলেনি। মৃত শিশুদের মধ্যে আটজন ঔরঙ্গাবাদের। মৃতদের তালিকায় সাত মহিলা রয়েছেন। মমান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে পাটনা, সমস্তিপুর, বৈশালি, গোপালগঞ্জ, রোহতাস, সিওয়ান ইত্যাদি জেলায়। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার মৃতদের নিকাটাত্মীয়দের ৪ লক্ষ টাকা সহায়তা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সরকারি সূত্র জানিয়েছে, আটজনকে ইতিমধ্যে এই অর্থ দেওয়া হয়েছে। দেহ উদ্ধার ও অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। জীবিতপুত্রিকা উৎসবটি পালিত হয় আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তম থেকে নবম দিনের মধ্যে।

থাইল্যান্ডে বৈধ সমলিঙ্গ বিবাহ

ব্যাংকক, ২৬ সেপ্টেম্বর : দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে থাইল্যান্ডে বৈধ হল সমলিঙ্গ বিবাহ। আগামী বছরের ২২ জানুয়ারি থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। থাইল্যান্ড সরকারের আনা এই নতুন আইন অনুযায়ী ১৮ বছর বয়স হলেও সমলিঙ্গ বিয়ে করতে পারবেন আগ্রহীরা। সাধারণ দম্পতিদের মতো সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন তাঁরা। সন্তান দত্তক নেওয়ারও অধিকার থাকবে।

ইউনূসবিরোধী বিক্ষোভ আমেরিকায়

ঢাকায় পুজোর ছুটির বিরোধী মৌলবাদীরা

ঢাকা ও নিউ ইয়র্ক, ২৬ সেপ্টেম্বর : প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের আশ্বাসই সার। দুর্গাপুজোর মুখে ধর্মীয় উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে বাংলাদেশে। কট্টরপন্থীদের একটি সংগঠন রীতিমতো ফতোয়া জারি করে জানিয়েছে, বাংলাদেশে মাত্র ২ শতাংশ হিন্দু বাস করেন। তাই তাদের জন্য দুর্গাপুজোয় সরকারি ছুটি ঘোষণা করা যাবে না। ইনসাফ খেমকারি ছাত্র-জনতা নামে ওই সংগঠন ঢাকার সেক্টর-১৩-তে একটি মিছিল বের করেছিল সম্প্রতি। রাস্তা বন্ধ করে পুজো করা যাবে না, নদীর জলে ঠাকুর বিসর্জন দিয়ে জল দূষণ করা যাবে না, মূর্তিপুজো করা যাবে না সহ মোট ১৬ দফা দাবি পেশ করেছে ওই সংগঠনটি। ইসলামিক কট্টরপন্থী সংগঠনটির হুঁশিয়ারি, ভারত যেহেতু বাংলাদেশের জাতীয় শত্রু, তাই বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দুদেরও ভারত-বিরোধী হতে হবে। তাই মন্দিরে ভারত-বিরোধী প্রচারও করতে হবে। বাংলাদেশের বিশেষ জমিগুলিতে যে সমস্ত মন্দির রয়েছে সেগুলি সরানোর দাবিও তুলেছে তারা।

শেখ হাসিনার দেশত্যাগের পর থেকে ইসলামিক কট্টরপন্থীদের এহেন দাপাদাপিতে উদ্বেগ লুকিয়ে রাখেনি নয়াদিল্লিও। ভারতের ক্ষোভ প্রশমনে হিন্দুদের নিরাপত্তার আশ্বাসও দিয়েছিলেন ইউনূস। কিন্তু তারপরও কট্টরপন্থীরা দুর্গাপুজো বন্ধের ব্যাপারে মিছিল বের করায় অসন্তোষ ক্রমশ বাড়ছে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের অন্দরে। যার জের পড়েছে মার্কিন মুলুকেও। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার অধিবেশনে যোগ দিতে বর্তমানে নিউ ইয়র্কে রয়েছেন ইউনূস। তিনি যে হোটেলে রয়েছেন তার বাইরে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের অভিযোগে একদল প্রবাসী বাংলাদেশি পোস্টার হাতে বিক্ষোভ দেখান।

নিউ ইয়র্কে ইউনূসবিরোধী বিক্ষোভ প্রবাসী বাংলাদেশিদের।

ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে তাঁরা ইউনূসের নামে 'গো ব্যাক' এবং 'নিপাত যাক' স্লোগান দিচ্ছেন। ক্ষমতাচ্যুত এবং দেশত্যাগী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই তাঁদের প্রধানমন্ত্রী- এমন পোস্টারও ছিল বিক্ষোভকারীদের হাতে। অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে বিদেশের মাটিতে এহেন প্রতিবাদ ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল পড়েছে বাংলাদেশের রাজনীতিতে। এক বিক্ষোভকারী বলেন, 'ইউনূস অসাংবিধানিকভাবে, বেআইনি উপায়ে এবং নোংরা রাজনীতি করে ক্ষমতা দখল করেছেন। প্রচুর মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত আমাদের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই। কারণ উনি এখনও পদত্যাগ করেননি।' অপর বিক্ষোভকারীর বক্তব্য, 'ইউনূসকে ছাত্ররা বেছে নিয়েছেন। উনি সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে চিন্তিত নন। বেআইনিভাবে দেশের দখল নিয়েছেন উনি।' ইউনূস অবশ্য বিক্ষোভে বিচলিত নন। তিনি বুধবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গেও দেখা করে সার্কের পুনরুজ্জীবনের দাবি তোলেন।

বিলকিস মামলা ফের মুখ পুড়ল গুজরাটের

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর : বিলকিস বানো গণধর্ষণ মামলায় সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেল গুজরাট। সে রাজ্যের সরকারের দায়ের করা আবেদন খারিজ করল শীর্ষ আদালত।

চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে বিলকিসের ধর্ষকদের জামিন খারিজ করে জেলে ফিরতে নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। সেই নির্দেশের পাশাপাশি গুজরাট সরকারকেও তীব্র ভর্ৎসনা করা হয়। তারপরেই সুপ্রিম কোর্টে ফের আবেদন করে গুজরাট সরকার। বিলকিস মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে 'যেসব কড়া মন্তব্য' করা হয়েছে, আবেদনে তা তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়।

বুধবার ওই আবেদন পেশ করা হয় সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি বিভি নাগরত্ন এবং উজ্জ্বল ভুঁইয়ার ডিভিশন বেঞ্চে। কিন্তু আবেদন পত্রপাঠ খারিজ করে বেঞ্চের তরফে বলা হয়, 'রিভিউ পিটিশন খুব ভালোভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কোনও ত্রুটি ছিল না, তাই নতুন করে বিবেচনার প্রয়োজন নেই। এই রিভিউ পিটিশনের কোনও ভিত্তি নেই বলেই এটি খারিজ করা হল।'

কঙ্গনার ছবিতে কাঁচি চালাবে সেন্সর বোর্ড

মুম্বই, ২৬ সেপ্টেম্বর : প্যাঁচে পড়েছেন কঙ্গনা রানাওয়াত। কেন্দ্রীয় কৃষিনীতি নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করে আগের দিনই ক্ষমা চাইতে হয়েছে তাঁকে। এবার 'ঝাঁসির রানি'কে ধাক্কা দিল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন (সিবিএফসি)।

বৃহস্পতিবার বম্বে হাইকোর্টে কঙ্গনার বহুচর্চিত ছবি 'ইমার্জেন্সি'র কিছু দৃশ্য ও সংলাপে কাঁচি চালানোর সুপারিশ করেছে সেন্সর বোর্ড।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির জীবনী অবলম্বনে নির্মিত ওই ছবির প্রযোজক, পরিচালক এবং ইন্দিরার চরিত্রে অভিনয় করেছেন কঙ্গনা নিজেই। কিন্তু বিতর্কের জেরে ছবির মুক্তি বারবার পিছিয়ে গিয়েছে। প্রথমে কংগ্রেস এবং এখন শিখ সংগঠনগুলি এই ছবির মুক্তিতে আপত্তি তোলে। এরপর বাধা দেয় সেন্সর বোর্ড। ৬ সেপ্টেম্বর ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা থাকলেও তা হতে পারেনি সিবিএফসি ছাড়পত্র না দেওয়ায়। সেন্সর বোর্ডের তরফে বম্বে হাইকোর্টে জানানো হয়, বোর্ডের পুনর্বিবেচনা কমিটি এই ছবির কিছু অংশে কাটছাঁট করে মুক্তির ছাড়পত্র দিতে রাজি হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ৩০ সেপ্টেম্বর।

হিন্দু কলেজের প্রাক্তনী শ্রীলঙ্কার নয়া প্রধানমন্ত্রী

কলম্বো, ২৬ সেপ্টেম্বর : শ্রীলঙ্কার নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন হরিণী অমরসূর্য। দ্বীপরাষ্ট্রের ইতিহাসে তিনি তৃতীয় মহিলা প্রধানমন্ত্রী। শ্রীলঙ্কার ওপেন ইউনিভার্সিটির সোশ্যাল স্টাডিজে তিনি সিনিয়ার লেকচারার হিসেবে যুক্ত। লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, বেকারত্ব, শিশুসুরক্ষা, দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাঁর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে ভারতের সঙ্গেও। পড়াশোনা দিল্লির হিন্দু কলেজে। বিষয় ছিল সমাজবিজ্ঞান। হরিণী প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় খুশি হিন্দু কলেজকর্তৃপক্ষ বলেছেন, 'আমরা গর্বের সঙ্গে হরিণী অমরসূর্যের কৃতিত্ব উদযাপন করছি। হিন্দু কলেজের শ্রেণিকক্ষ থেকে শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী আসন গ্রহণ আমাদের কাছে গর্বের।'

মন্দিরে হামলা

ক্যালিফোর্নিয়া, ২৬ সেপ্টেম্বর : আমেরিকায় নিউ ইয়র্ক ও ক্যালিফোর্নিয়ায় দশ দিনের ব্যবধানে দুটি হিন্দু মন্দিরে বড় ধরনের হামলা হয়েছে। ১৭ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কের মেলভিলে স্বামীনারায়ণ মন্দিরে হামলা হয়েছিল। ক্যালিফোর্নিয়ার স্যাক্রামেন্টোর স্বামীনারায়ণ মন্দিরে হামলা চালানো হয় বুধবার।

হিজবুল্লার বিরুদ্ধে লড়াই জারি

জেরুজালেম, ২৬ সেপ্টেম্বর : ইজরায়েল কিছুতেই হিজবুল্লার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করবে না। প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব বৃহস্পতিবার উপেক্ষা করে লেবাননের শিয়াপন্থী রাজনৈতিক দল ও সশস্ত্র সংগঠনটির বিরুদ্ধে ইজরায়েলি সেনাকে পূর্ণশক্তিতে ঝাঁপানোর নির্দেশ দিলেন।

লেবাননে হিজবুল্লার ঘাঁটিগুলি লক্ষ করে চলতি সপ্তাহে ইজরায়েলের বায়ুসেনার হামলায় ৬০০'র বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্ট বলছে, ৯০ হাজার লেবানিজ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। ইজরায়েলের আক্রমণ শুরু হওয়ার আগে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছেন ১ লক্ষ ১০ হাজার। দু'পক্ষের মধ্যে বাড়ছে সংঘাত। বিপুল জীবনহানি, ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও ঝাড়েমূলে হিজবুল্লাকে নিকেশ করতে বুধবার ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্স (আইডিএফ)-এর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হারজি হালেভি লেবাননে স্থল আক্রমণের ডাক দিয়েছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাইডেনের তরফে ২১ দিনের অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'আমি মনে করি মীমাংসার পথ খোলা রয়েছে। যা পুরো অঞ্চলকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করতে পারে।' শুধু আমেরিকাই নয়, নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘে সাধারণসভার অধিবেশনের ফাঁকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান ও উপসাগরীয় আরবশক্তি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতিতে সাড়া দিয়ে যৌথ আহ্বান জানিয়েছে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ জানিয়েছেন, লেবাননে যুদ্ধ চলতে পারে না।

রাষ্ট্রসংঘে ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত ড্যানি ড্যানন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে কূটনৈতিক সমাধানের পক্ষে মত দিয়েছেন। তাঁর কথা, হিংসার মূলে রয়েছে ইরান।

ভিনেশ জিতলে সুদিন, আশাবাদী হরিয়ানার আখড়া

জিন্দ, ২৬ সেপ্টেম্বর : হরিয়ানার আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে জুলানা কেন্দ্র থেকে লড়ছেন অলিম্পিয়ান কুস্তিগির ভিনেশ ফোগট। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, কংগ্রেস জিতলে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী করা হতে পারে অলিম্পিক ফাইনালে উঠেও খালি হাতে ফেরা কুস্তিগিরকে। ভিনেশের জয় চেয়ে আশায় বুক বাঁধছে হরিয়ানার নতুন প্রজন্মের দঙ্গল-কন্যারা। রাজ্যের আখড়াগুলিও ভিনেশের সমর্থনে নেমেছে।

গত বছর বিজেপি নেতা তথা ভারতীয় কুস্তি সংস্থার প্রাক্তন প্রধান ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ তুলে ন্যায়বিচার চেয়ে পথে নেমেছিলেন সাক্ষী মালিক, ভিনেশ ফোগট ও অন্য কুস্তিগিররা। এই ঘটনার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল হরিয়ানার আখড়াগুলিতে। মহিলা কুস্তিগিররা আখড়ায় আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

হরিয়ানার মেয়েদের মধ্যে কুস্তি জনপ্রিয় খেলা। কৈশোর ছোঁয়ার আগেই দু'চোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে তাঁরা ভিড় করেন কুস্তির আখড়ায়। লক্ষ্য থাকে খেলায় নৈপুণ্য দেখিয়ে জাতীয় স্তরে পদক আর সরকারি চাকরি পাওয়ার। কিন্তু ভিনেশ-সাক্ষীদের আন্দোলন তাঁদের দমিয়ে দিয়েছিল। কুস্তি ছেড়ে ঘরকন্নায় মন দেন কমবয়সি মেয়েরা। ভিনেশের রাজনীতিতে নামা তাঁদের মধ্যে আশা জাগিয়েছে।

সোনিপতের বৃহত্তম যুধবীর আখড়ার সদস্য এক তরুণী কুস্তিগির বললেন, 'কুস্তিগিরদের যৌন হেনস্তার প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু হওয়ার পর পরিবারের বাধায় আমি আখড়ায় আসা ছেড়ে দিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, আর কুস্তি চালাতে পারব না। প্রায় পাঁচ মাস আসিনি আখড়ায়। কিন্তু এখন আবার আখড়ায় প্রশিক্ষণ শুরু করেছি। তবে আমার সঙ্গে বাবাও আসেন। আমি যতক্ষণ থাকি, তিনিও থাকেন।' তিনি জানালেন, অন্য মেয়েরাও অনুশীলন শুরু করেছেন। তাঁরা সাহস ফিরে পেয়েছেন ভিনেশকে দেখে। আর এক তরুণীর কথায়, 'হরিয়ানার সমাজে মেয়েদের নানা সমস্যায় পড়তে হয়। তাঁদের প্রমাণ করার বড় জায়গা কুস্তির আখড়া। এ কথা চরখি দাদরির মেয়ে ভিনেশের চেয়ে ভালো কেউ জানে না। আমাদের বিশ্বাস, তিনি ভোটে জিতে ক্রীড়ামন্ত্রী হলে মেয়েরা লড়াইটা আরও ভালোভাবে লড়তে পারবে।'

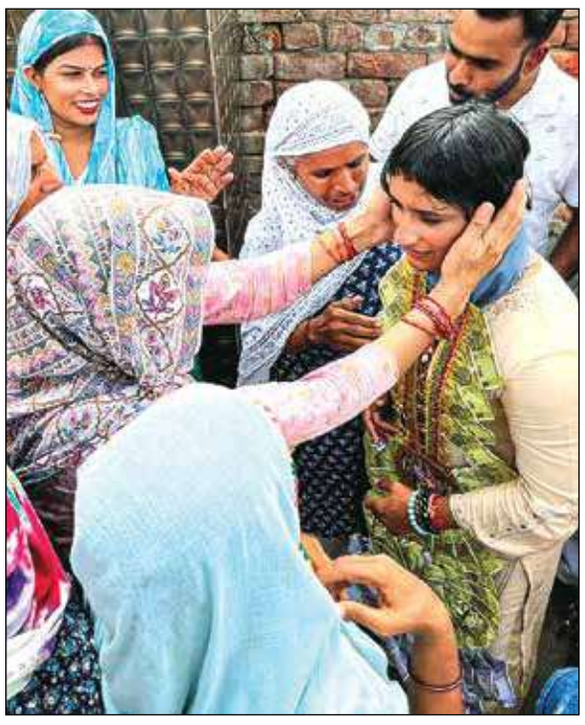

ভোটপ্রচারের ফাঁকে মহিলাদের মাঝে ভিনেশ ফোগট। বৃহস্পতিবার।

৪ বছর পর ফিরল জৌলুস

কার্তিক দাস

করোনার ধাক্কা সামলাতে লেগে গেল ৪ বছর। সেই যে ২০২০ সালে অতিমারির 'হামলা' হয়েছিল, তারপর থেকেই পানিট্যাঙ্কি ব্যবসায়ী সমিতির দুর্গাপুজোর জৌলুস কমে। লকডাউনের গেরো কাটিয়ে পুজো শুরু হলেও, এই পুজোর আগের ফর্মে ফিরতে ফিরতে ২০২৪ হয়ে গেল। এবার প্যারিসের ডিজনিল্যান্ডের আদলে তাদের মণ্ডপ দেখতে ভিড় করবেন দর্শনার্থীরা। আশাবাদী উদ্যোক্তারা।

পানিট্যাঙ্কির লাগোয়াই নেপাল। দুর্গাপুজো দোরগোড়ায়। এই উৎসব ঘিরে তাই দু'দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সম্প্রীতির বার্তা। ভারত-নেপালের নাগরিকরা সীমান্ত এলাকার এই দুর্গোৎসবে শামিল হয়ে মিলনমেলার রূপ দেন প্রতিবারই। এবারও ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে উভয় দেশের নাগরিকরা মিলে পুজোর আয়োজন করছেন।

পানিট্যাঙ্কি ব্যবসায়ী সমিতির সর্বজনীন দুর্গোৎসবের এবার ৪৯তম বর্ষ। করোনা অতিমারির পর থেকে গত চার বছর মন্দিরেই ছোট করে পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। তবে এবার তাঁরা ফের চমক দেবেন বলে দাবি উদ্যোক্তাদের। পানিট্যাঙ্কি বাসস্ট্যান্ডে সেই ডিজনিল্যান্ডের আদলে মণ্ডপ বানাচ্ছেন নকশালবাড়ির শিল্পী মন্টু রায়। ৫২ ফুট চওড়া ও ৫৪ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট সেই মণ্ডপে মূলত বাঁশ, কাঠ, স্টিকার ও চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে ডিজনিল্যান্ডের নকশা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন শিল্পী। চন্দননগরের আলোকসজ্জা করছেন আলোকশিল্পী শিবু সরকার।

এবার ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিমাতেও থাকবে নতুনত্ব। তাদের প্রতিমাশিল্পী সপ্ত পাল। পানিট্যাঙ্কি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি বিধুভূষণ বর্মনের কথায়, 'করোনার জন্য চার বছর বড় করে পুজো হয়নি। এতদিন পর ফের বড় মাপের পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। পুজোর ক'দিন উভয় দেশের মানুষকে নিয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।'

সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় আরও পুজো হয়। পানিট্যাঙ্কি লায়ন্স ক্লাবের পুজোয় হাত লাগান হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মানুষই। তারা এবার চমক দেবে 'শিশমহল' থিমে মণ্ডপসজ্জার মাধ্যমে। দুই দেশের মানুষ মেতে উঠবেন এই পুজোয়, দাবি উদ্যোক্তাদের। এই ক্লাব ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে মণ্ডপ তৈরি করে দর্শকদের টানতে উদ্যোগী হয়েছে। এবার তাদের পুজোর ১৭তম বর্ষ। এলাকার সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে তৈরি হয়েছে এবারের পুজো কমিটি। পুজো কমিটির সভাপতি রুস্তম আলি, সম্পাদক রোশন গোস্বামী।

উদ্যোক্তারা জানান, কাচের কারুকার্য দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে শিশমহল। শিল্পী নদিয়ার রতন সিংহ। চন্দননগরের সুশীল বিশ্বাস রয়েছেন আলোকসজ্জার দায়িত্বে। মণ্ডপের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বাতাসির সুরঞ্জন পাল প্রতিমা তৈরি করছেন। সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত সন্ধ্যা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত ভাণ্ডারা খোলা হবে।

সব মিলিয়ে নেপাল সীমান্তের দুটো পুজো ফের বহুদিন বাদে উভয় দেশের মানুষের মন মাতাবে বলে আশা উদ্যোক্তাদের।

তোতাপাড়ায় পুজোর আনন্দ কেবল দিনে

রাত নামলেই দাপট বাড়ে গজাননের

তোতাপাড়া বনবস্তির কমিউনিটি হল, যেখানে দুর্গাপুজো হয়।

সপ্তর্ষি সরকার

স্বাদ মিলেছে বোধনের ভোর অথবা অষ্টমীর দুপুরের। কখনো-কখনো বরাতজোরে সপ্তমীর বিকেলেরও। কিন্তু নবমী নিশি কাকে বলে তা আজ অবধি চেনেনি তোতাপাড়া।

মেরেকেটে দেড় দশক হল ঘরের কাছে দুর্গাপুজো দেখছেন এখানকার বাসিন্দারা। তার আগে ছিল কেবল দিনেরবেলা ইতিউতি ঢুঁ মারা। বাড়ির কাছে পুজো হলেও একটা নিয়ম আজও বদলায়নি। দিনের আলো থাকতে থাকতেই পুজোর আনন্দোৎসব মিটিয়ে ঘরবন্দি হওয়াই রেওয়াজ এখনও এখানে। কারণ সারাবছরের মতো পুজোর সময়েও দিনেরবেলায় যে গজানন পূজিত হন দেবীর ডানদিকে, রাতে এলাকাজুড়ে তারই দৌরাত্ম্য। এছাড়া চিতাবাঘ, সাপের মতো অন্য বন্যপ্রাণীর আনাগোনাও খুব স্বাভাবিক।

এজন্য এভাবে পুজো কাটাতেই অভ্যস্ত জলপাইগুড়ি বন বিভাগের মোরাঘাট রেঞ্জের তোতাপাড়া বিটের বনবস্তির বাসিন্দারা। পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা সুরেশ মিঞ্জ বলেন, 'একটা সময় ছিল যখন বাইরে যাওয়ার জন্য এখানকার অনেকেই পুজো দেখতে পেতেন না। এখন অন্তত দিনেরবেলায় সেই সুযোগ পাই আমরা। ওই সময় যাঁরা এখানে এসেছেন তাঁরা জানেন, এই পুজোয় আনন্দোল্লাসের কোনও কমতি হয় না।'

একদিকে চা বাগান, বাকি তিনদিকে তোতাপাড়া ও মোরাঘাট জঙ্গল ঘেরা এই অঞ্চলে বাস গোটা পঞ্চাশ পরিবারের। বস্তি থেকে বেরিয়ে পুজো দেখতে হলে একদিকে গয়েরকাটা, আরেকদিকে বানারহাট যেতে হয় এখানকার বাসিন্দাদের। দিনের আলো থাকতে থাকতে যাওয়াটা সম্ভব হলেও, অন্ধকারে বাড়ি ফেরা অসম্ভব। সেটা বুঝেই এখানকার বাসিন্দারা কেউ রাতের পুজো দেখেন না। ২০০৮ সালে তৎকালীন ডিএফও কল্যাণ দাসের উদ্যোগে এখানে দুর্গাপুজোর শুরু। তখন থেকেই এটি এখানাকার একমাত্র পুজো। বন দপ্তরের তৈরি কমিউনিটি হলের ভেতর পুজো হয়। সামনের মাঠে নবমীতে সারাদিন ধরে মেলা চলে। প্রতিমা আনা থেকে পুজোর আয়োজন, সব কাজ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন বস্তিবাসীরা। বন আধিকারিক এবং স্থানীয় বিট অফিসের কর্মীরাও সপরিবারে শামিল হন এই পুজোয়। এলাকার বাসিন্দা রিমা ওরাওঁয়ের কথায়, 'পুজোর সময় ধান পাকে বলে হাতির আনাগোনা অনেকটাই বেড়ে যায়। চা বাগানের নালায় থাকে চিতাবাঘ। তারাও দিন ফুরোলেই শিকারে বেরোয়। আমরা দিনেরবেলায় তাই সব আনন্দ পুষিয়ে নিই।'

এবারও পুজো নিয়ে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন বন দপ্তরের আধিকারিক এবং বাসিন্দারা। কমিউনিটি হল ও সামনের পরিসর সাফাই শুরু হতেই আনন্দের ছোঁয়া লেগেছে আট থেকে আশি সবার মনে। মোরাঘাট রেঞ্জের নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত রেঞ্জ অফিসার চন্দন ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'পুজো প্রস্তুতি নিয়ে তোতাপাড়ার বাসিন্দাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে। বনবস্তিবাসীর মতো আমরাও আনন্দে মেতে উঠব।'

এখন তো রাত নামলেই ধান বাঁচানোর লড়াই শুরু হয়েছে বনবস্তির আশপাশে। চড়া সার্চলাইটের আলো, ডিপার্টমেন্টের দেওয়া পটকা ফাটিয়েও রক্ষা হচ্ছে না জমির ফসল। এর মাঝেই পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে শারদীয়া উৎসব। রাতের রোশনাই না হোক, পুজোর দিনগুলি অন্তত দারুণ আনন্দে কাটাতে মরিয়া তোতাপাড়া বনবস্তি।

ঢাকি না পেয়ে ধামসা-মাদলে পুজো শুরু

সুভাষ বর্মন

ছয় দশক আগেও ফালাকাটার শিশাগোড়ে আদিবাসীদের বসবাস ছিল না, এখনও নেই। কিন্তু এখানকার দুর্গাপুজোর সঙ্গে ধামসা-মাদলের সম্পর্ক সেই সূচনাকাল থেকে। আগে আশপাশের এলাকায় কোনও ঢাকি ছিলেন না। তাই প্রথমবারের পুজোয় পাশের গ্রাম থেকে নিয়ে ধামসা-মাদল বাজিয়েই দুর্গাপুজো হয়। এখন অবশ্য ধামসা-মাদল বাজে না পুজোতে। প্রথমবারের সেই অন্যরকম পুজোর কথাও এই প্রজন্ম জানে না। কিন্তু প্রবীণদের স্মৃতিতে এখনও টাটকা। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে প্রবীণ পুষ্পকান্ত বর্মন বলেন, 'প্রথমবার অনেক চেষ্টা করেও ঢাকি মেলেনি। তাই ধামসা-মাদল দিয়েই দেবীর পুজোর শুরুটা হয়। সেই কথা স্পষ্ট মনে আছে। তবে দ্বিতীয় বছর থেকে ঢাকি দিয়েই পুজো হয়।'

শিশাগোড়ে পাঁচ-ছয় দশক আগেও জোতদার দেওয়ানদের প্রভাব ছিল। ফালাকাটা ব্লকের শেষপ্রান্ত শিশাগোড়। আলিপুরদুয়ার যাওয়ার রাস্তার ধারে এখানে বসে হাটবাজার। জানা গিয়েছে, এই এলাকার দুর্গাপুজোর এবার ৬১তম বর্ষ। কিন্তু পুজো শুরুর ইতিহাস ছিল একেবারেই আলাদা। একসময় চরতোর্ষা নদী এবং নদীর চর ছিল বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে। শিশাগোড়ের কদমতলা থেকে পূর্ব-পশ্চিম বরাবর বাবুরহাটের গরমচা পর্যন্ত প্রায় দু'কিমি এলাকাজুড়ে ছিল নদী এবং চর। গাড়ি চলাচল করত নদীর এপার-ওপার। শিশাগোড় থেকে ফালাকাটা যাওয়ার পথে কোনও পুজো হত না। তাই ৬০ বছর আগে শিশাগোড়ের কদমতলায় ছনের ঘরে দুর্গাপুজো শুরু হয়। রজনীকান্ত বর্মন, সূর্যপ্রসাদ বর্মন, রাজকান্ত বর্মন, সুবোধ দেব, সন্তোষ সরকারদের মতো তৎকালীন দেওয়ানরাই এই পুজোর জন্য উদ্যোগী হন। প্রথমবার এই পুজো করতে গিয়ে নানা সমস্যাতেও পড়তে হয় উদ্যোক্তাদের। যেমন সেসময় এলাকায় ছিলেন না মৃৎশিল্পী, ঢাকি কিংবা পুরোহিত। কোচবিহার জেলার শৌলমারি থেকে সর্বেশ্বর বর্মন শিশাগোড়ে এসে প্রতিমা তৈরি করেন। পেশাদার শিল্পী না হওয়ায় মার্বেল দিয়ে বাঘের চোখ তৈরি করে দেন।

পাশের গ্রাম গুদামটারির এক আদিবাসীর পরিবার থেকে নিয়ে আসা হয় ধামসা-মাদল। অসমের পুরোহিত ত্রৈলাক্যনাথ শর্মা এসে পুজো করেছিলেন। তবে পুজোর পাশাপাশি মূল আকর্ষণ ছিল যাত্রাপালার আসর। টানা দু'তিন সপ্তাহ ধরে যাত্রাগানের আসর বসত। কলা গাছ দিয়ে তৈরি হত মঞ্চ। রাতে হ্যাজাক জালিয়ে হত অনুষ্ঠান। এভাবে পুজো শুরু হয় শিশাগোড়ে।

তারপর এই পুজো কদমতলা থেকে চলে আসে চরতোর্ষা প্রাইমারি স্কুলের মাঠে। সেখানে দু'এক বছর পুজোর পর পাশেই শিশাগোড় বাজারে তৈরি করা হয় টিনের চালা মন্দির। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত বাজারের মন্দিরে পুজো হয়ে আসছে। তবে এখন এই মন্দির পাকা হয়েছে। পেশাগত মৃৎশিল্পী যতীন পাল প্রতিমা তৈরি করেন। ঢাকি, পুরোহিতরাও এখন স্থানীয়। আর দশমী তিথিতে হয় বিরাট মেলা।

তবে এখনও প্রবীণ, তরুণদের নিয়ে শিশাগোড় সর্বজনীন পুজো কমিটি গঠিত হয়। এবারের কমিটির সভাপতি হয়েছেন প্রবীণ বাসিন্দা ভবেশ্বর বর্মন। তাঁর বক্তব্য, 'এখন স্থায়ী পাকা মন্দিরে পুজো হয়। যাত্রাপালার কদর এখন নেই।' তাই দশমীর মেলা বসে বলে কমিটির সম্পাদক আনন্দ সরকার জানিয়েছেন। আর যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ রামকমল রায় এবং মিঠুন সরকার জানান, এলাকার মানুষের আর্থিক সহযোগিতায় পুজো এবং দশমীর মেলার আয়োজন হয়।

ফালাকাটার শিশাগোড়ে এই মন্দিরেই হবে দুর্গাপুজো।

ছবি : ভাস্কর শর্মা

'লাল সোনার মহল' এক অন্য পুজো বেঙ্গালুরুতে

মৃত্তিকা ভট্টাচার্য

পুজোয় শিকড়ের টানে ফিরতে চায় বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে থাকা প্রতিটা বাঙালি। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই উপায় কি হয়? তবে উপায় বের করে নিতে হয় একটু অন্যরকমভাবে। প্রবাসে দুর্গাপুজোর আয়োজনে তাঁরা শামিল হন নিজেদের মতো করে। বাড়ি থেকে দূরে থেকেও বাঙালিয়ানার আমেজ তৈরি করে নেন তাঁরা। দিল্লি থেকে বেঙ্গালুরু, ইউকে থেকে ক্যালিফোর্নিয়া সর্বত্রই প্রবাসী বাঙালিরা মেতে ওঠেন এই শ্রেষ্ঠ উৎসবকে কেন্দ্র করে।

এমনভাবেই প্রায় পাঁচ দশক ধরে দুর্গাপুজোর আয়োজন করে আসছে নর্থ বেঙ্গালুরু কালচারাল সমিতি দুর্গাপুজো কমিটি। এবছর তাদের এই পুজো ৪৭তম বর্ষে পা দিতে চলেছে। শুধুমাত্র দুর্গাপুজোই নয়, লক্ষ্মী-সরস্বতীপুজো ও প্রায়শই অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ডেরও আয়োজন করে এই পুজো কমিটি। নন্দিনী লেআউটের মা আনন্দময়ীর মন্দির দেখাশোনার দায়িত্ব সামলায় এই সংগঠনটি। পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে সযত্নে লালন করে আসছে বাঙালি সংস্কৃতিকে।

এবছর এই কমিটির থিম 'লাল সোনার মহল'। বাংলা তথা ভারতের ঐতিহ্য এই লাল মহলের আদলে সেজে উঠছে নর্থ বেঙ্গালুরু কালচারাল সমিতির পুজোমণ্ডপ। শুধু সেখানকার বাঙালিদেরই না, সমস্ত দর্শনার্থীর কাছে নজির গড়বে বলে মনে করছেন পুজো কমিটির প্রেসিডেন্ট সুদীপ রায়, সেক্রেটারি বিদিশা দাশগুপ্ত, রাহুল ঠাকুরতা সহ অন্য সদস্যরা।

মহাষষ্ঠীর সন্ধেয় একটি লাইট অ্যান্ড সাউন্ড অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেবীমূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হবে। দুর্গা প্রতিমাকে জীবন্ত রূপ দেওয়ার দায়িত্বে রয়েছেন শিল্পী তরুণ পাল। এছাড়াও পাঁচদিনের আয়োজনে থাকছে বিভিন্ন চমক। নাচ-গান-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ আয়োজন, চণ্ডালিকা ও চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের পরিবেশন। ধুনুচি নাচ-সিঁদুর খেলায় তৈরি হবে সম্প্রীতির আবহ। বিভিন্ন সংস্কৃতির মেলবন্ধনে দেবীর আরাধনা হবে নিষ্ঠাভরে। ভক্তি আনন্দে মেতে উঠবেন বেঙ্গালুরুবাসী এই অপেক্ষাতেই দিন গুনছে বেঙ্গালুরু কালচারাল সমিতি দুর্গাপুজো কমিটি।

আলিপুরদুয়ার শহরের বাসিন্দা সঞ্চালী সান্যাল। গৃহবধূ সঞ্চালী ভালোবাসেন রান্নাবান্না করতে। বিভিন্ন রেসিপি বই থেকেই হোক বা অনলাইনে ভিডিও দেখে, রান্না নিয়ে নানা এক্সপেরিমেন্ট করেন। নিজের মতো করে বানিয়ে নেন অনেক রেসিপি। রান্না ছাড়া সঞ্চালীর শখ হল গল্পের বই পড়া ও বাগান করা।

হোয়াইট বাটার চিকেন

উপকরণ

- ১ কেজি চিকেন (পরিষ্কার করে ধোয়া)
- গোটা গরমমশলা (২টি তেজপাতা, ৩-৪টি এলাচ, ১টি দারচিনি, ৩-৪টি লবঙ্গ)
- ২ টেবিল চামচ আদা বাটা
- ২ টেবিল চামচ রসুন বাটা
- ২টি বড় পেঁয়াজ (কুচি করে কাটা)
- ২ টেবিল চামচ কাজু বাটা
- ১ টেবিল চামচ পোস্ত বাটা
- ১ টেবিল চামচ চারমগজ বাটা
- ২ টেবিল চামচ টক দই (ফেটানো)
- ২ টেবিল চামচ বাটার
- ১ টেবিল চামচ কাসুরি মেথি (গুঁড়ো করে নেওয়া)
- স্বাদমতো নুন

প্রণালী

প্রথমে চিকেন ভালো করে ধুয়ে নিয়ে তাতে নুন মাখিয়ে আধ ঘণ্টা রেখে দিন। এরপর চিকেনের থেকে জল ছেড়ে দিলে আবার ধুয়ে আলাদা রেখে দিতে হবে। কড়াইতে বাটার গরম করে তাতে তেজপাতা এবং গোটা গরমমশলা (এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ) ফোড়ন দিতে হবে। মশলা থেকে সুগন্ধ বের হতে শুরু করলে কুচোনো পেঁয়াজ দিয়ে হালকা বাদামি রং হওয়া পর্যন্ত ভাজতে হবে। পেঁয়াজের রং হালকা হলে তাতে মাংস দিতে হবে এবং ভালো করে নেড়ে নেড়ে মেশাতে হবে। এরপর আদা বাটা এবং রসুন বাটা দিয়ে মাংসের সঙ্গে মেশাতে হবে। লো ফ্লেমে কিছুক্ষণ রান্না হবে। মশলাগুলো ভালোভাবে মিশে গেলে তাতে কাজু, পোস্ত এবং চারমগজ বাটা যোগ করতে হবে। ভালো করে নেড়ে টক দই মিশিয়ে দিন। মাংস এবং মশলা ভালোভাবে কষিয়ে নিতে থাকুন। এরপর ঢাকনা দিয়ে লো ফ্লেমে রান্না করতে হবে। মাঝে মাঝে নাড়তে থাকুন যাতে মাংস পুড়ে না যায়। মাংস ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেলে নামানোর আগে উপর থেকে আর একটু বাটার এবং গুঁড়ো কাসুরি মেথি ছড়িয়ে দিন। গরম গরম পরিবেশন করুন সুস্বাদু হোয়াইট বাটার চিকেন। এটি নান, রুটি বা পোলাওয়ের সঙ্গে দুর্দান্ত মানানসই।

থিম 'জীবন-ই এক সংগ্রাম'

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২৬ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজোর থিমে তুলে ধরা হবে মানুষের জীবনসংগ্রামের কথা। জন্ম থেকে মৃত্যু মানুষের জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের চিত্র ফুটে উঠবে লোয়ার বাগডোগরা সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির মণ্ডপে। তবে বাগডোগরা রেলের মাঠে বিগত বছরগুলিতে পুজো হলেও, এবার চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের মাঠে পুজোর আয়োজন করা হচ্ছে।

এবছর ৬৮তম বর্ষে পা দিতে চলেছে এই পুজো। পুজো কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাসের কথায়, 'জন্মের পর থেকেই মানুষকে জীবনের প্রতিটি স্তরে সংগ্রাম করে এগিয়ে যেতে হয়। চলার পথে অনেক বাধা আসে ঠিকই তবে সেই বাধাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার নামই জীবন। এই ভাবনাটিকে সামনে রেখেই এবারের আয়োজন। এবছর পুজোর বাজেট প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা।'

আগামী ৬ অক্টোবর রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় এই পুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। এছাড়াও পুজোর দিনগুলিতে কলকাতা থেকে মহিলা ঢাকির দল ঢাকের তালে দর্শনার্থীদের মাতিয়ে রাখবে বলে মত পুজো কমিটির সদস্যদের।

গয়না ফেরাল পুলিশ

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : টোটোয় ফেলে যাওয়া লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়না উদ্ধার করে বৃহস্পতিবার প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিল প্রধাননগর থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, গত ২২ সেপ্টেম্বর পবিত্রনগরের এক মহিলা সোনার গয়না নিয়ে চম্পাসারি বাজারে একটি সোনার দোকানে যান। ওই মহিলা বললেন, 'বাবা ও মা সোনার গয়না নতুন করে বানাতে চেয়েছিল। তারজন্য কত টাকা পড়বে, সেটা জানার জন্যই ওই সোনা নিয়ে গিয়েছিলাম।' এদিকে চম্পাসারি বাজারের সোনার দোকানে ওই সোনা দেখানোর পর সে দিন বাড়ি ফেরার জন্য একটি টোটোতে ওঠেন তিনি। যদিও টোটোতে সোনার গয়নার ব্যাগ ফেলেই নেমে যান। এরপর প্রধাননগর থানায় অভিযোগ জানান। অভিযোগের পর তদন্তে শুরু করে পুলিশ। এরপর চম্পাসারি বাজার থেকে পবিত্রনগরের রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে ওই টোটোটি চিহ্নিত করে টোটোচালককে জিজ্ঞাসা করেতেই টোটোচালক ওই সোনার গয়নার ব্যাগ ফিরিয়ে দেন। বৃহস্পতিবার ওই মহিলার হাতে সোনার গয়নার ব্যাগটি তুলে দেয় পুলিশ।

একই দিনে তিন স্কুলে চুরি

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : একই দিনে শহর শিলিগুড়িতে তিনটি স্কুলে চুরির ঘটনা ঘটল। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে নেতাজি গার্লস হাইস্কুল, শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল ও শিলিগুড়ি বয়েজ প্রাইমারি স্কুলে চুরি হয়েছে। সবক্ষেত্রেই স্কুলের টিচার্স রুম, অফিসের লকার, আলমারির দরজা খোলা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। একটি চক্র এই ঘটনাগুলি ঘটিয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ।

শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল থেকে কিছু কাগজপত্র চুরি হয়েছে বলে স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, শিলিগুড়ি বয়েজ প্রাইমারি স্কুলে এদিন আলমারি খোলা অবস্থায় দেখা যায়। নেতাজি গার্লস হাইস্কুলে অফিসঘর, প্রধান শিক্ষকের ঘরে থাকা আলমারিগুলোও ভাঙা অবস্থায় পাওয়া যায়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক রুম্পা সাহা বলেন, 'কোনও কাগজপত্র চুরি হয়েছে কি না, সেটা আমাদের দেখতে হবে। পুলিশকে আমরা গোটা বিষয়টাই জানিয়েছি।' পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

পুজোর আগে বৃষ্টি নিয়ে চিন্তা

ইসলামপুর, ২৬ সেপ্টেম্বর : টানা বৃষ্টির জেরে কপালে চিন্তার ভাঁজ ইসলামপুরের পুজো উদ্যোক্তাদের। বিশেষ করে বিগ বাজেটের পুজো উদ্যোক্তারা পুজোর আগে বৃষ্টি নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন। তাঁদের কথায়, হাতে আর মাত্র ক'টা দিন। আবহাওয়ার পূর্বাভাস যা বলছে তাতে আমরা উদ্বিগ্ন। তবে উদ্বেগের মধ্যেও হতাশ নন কেউই। বৃষ্টির মধ্যেও একাধিক পুজোমণ্ডপে রেইনকোট পরে শ্রমিকদের কাজ করতে দেখা গিয়েছে। এক ডেকোরেটারের কথায়, 'রাতদিন এক করে হলেও সময়মতো মণ্ডপের কাজ শেষ করা হবে।'

কুমোরটুলিতে প্রতিমায় রঙের কাজ চলছে। বৃহস্পতিবার শান্তনু ভট্টাচার্যের তোলা ছবি।

স্পনসরারের রমরমা

পুজোর চাঁদার গুরুত্ব কমেছে

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। পুজো আসা মানেই চাঁদার বই হাতে নিয়ে এলাকার নবীনরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে পুজোর জন্য অর্থ সংগ্রহে নামতেন। কিন্তু সময় বদলেছে অনেকটাই। আর সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাড়ায় পাড়ায় রসিদ বই হাতে চাঁদা কাটার পদ্ধতিও বদলে গিয়েছে। বেশ কয়েকটি পাড়ায় কিছু বাড়ি নিয়ে অ্যাসোসিয়েশন হয়ে যাওয়ায়, সেই অ্যাসোসিয়েশন থেকে পুজো কমিটিগুলিকে একসঙ্গে চাঁদা দেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে।

পুজো উদ্যোক্তারা অনেকেই বলছেন, আগে পাড়ার বাড়িগুলি থেকে যে চাঁদা উঠত তাই দিয়েই পুজো সম্পন্ন হত। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলেছে। ক্লাবগুলির বাজেটও বেড়েছে কয়েক লক্ষ টাকা। তাই শুধু পাড়ার চাঁদা নয়, বিজ্ঞাপনদাতাদের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে যে কোনও পুজো কমিটিকে। তাই পুজোর বাজেট তৈরির সময়, পাড়ার চাঁদার থেকেও বেশি নজর থাকে কতজন স্পনসর জোগাড় করা গেল, তার উপর।

বিজ্ঞাপনদাতাদের উপর নির্ভরশীল হলেও চাঁদা তোলা হয় এখনও। কিন্তু চাঁদা তোলার জন্য আর আগের মতো তরুণদের পাওয়া যায় না। তাই বেশিরভাগ পুজো কমিটিরই ভরসা সেই ২৫-৩০ বছর আগের সদস্যরাই। নতুন সদস্যরা থাকেন ঠিকই। কিন্তু তাঁদের শুধুমাত্র পুজোর আমোদপ্রমোদের উপরই বেশি নজর থাকে। পুজোর চাঁদা কাটতে বললে তাঁদের আর সেক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। হাকিমপাড়ার অরুণোদয় সংঘের পুজোয় প্রতিদিন পাড়ার বাসিন্দাদের পুজোমণ্ডপে মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু চাঁদা তোলার ব্যাপারে এখনও সেই ষাটোর্ধ্ব সদস্যরাই ভরসা। পুজো কমিটির পক্ষে আশিস ঘোষ বলেন, 'চাঁদা কাটার সময় তরুণদের কখনোই আমরা সেভাবে পাই না। তবে আমাদের পাড়ায় মহিলারাও নিজেদের মতো করে চাঁদা কাটেন। তাই আমরা ৬০-৬৫ বছরের সদস্যরাই নিয়মিত চাঁদা কাটতে বের হই।'

তবে এখন যে আর শুধুমাত্র পাড়ার চাঁদার উপরই অধিকাংশ ক্লাব নির্ভরশীল নয়, তা অকপটে স্বীকার করলেন সুভাষপল্লির সংঘশ্রীর সদস্য সৌরাশিস রায়। তাঁর কথায়, 'এখন শুধুমাত্র পাড়ার চাঁদার উপর নির্ভর করে পুজো হয় না। ক্লাবগুলি নির্ভর করে স্পনসরারদের উপর। তাছাড়া এটা সত্যি, পুজোর চাঁদা কাটতে তরুণদের তেমন দেখা যায় না। কারণ একটা বাড়িতে দুই-তিনবার করে গিয়ে চাঁদা সংগ্রহ করার মতো ধৈর্য অনেকের মধ্যেই আজকাল দেখা যায় না।'

> **টান পড়েছে নবীনে**
>
> - পাড়ার চাঁদায় নয়, বিজ্ঞাপনদাতাদের ওপর নির্ভর করেই এখন দুর্গাপুজো হয়
> - উদ্যোক্তাদের পাড়ার চাঁদার থেকেও বেশি নজর থাকে স্পনসরারদের ওপর
> - ক্লাবে চাঁদা তোলার জন্য আর আগের মতো তরুণদের পাওয়াও যায় না
> - এখনও বহু ক্লাবে ৬০-৬৫ বছরের সদস্যরাই নিয়মিত চাঁদা কাটতে বের হন

প্রধাননগরের নবাঙ্কুর সংঘের এবার ৫০ বছরের পুজো। স্বাভাবিকভাবে পাড়ার চাঁদার পাশাপাশি উদ্যোক্তারা ব্যস্ত স্পনসরার খুঁজতে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু সংস্থার সঙ্গে পাকা কথা হয়েও গিয়েছে। পুজোর ক'দিন সংঘের তরফে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মসূচিও হাতে নেওয়া হয়েছে। সংঘের পক্ষে পরাগ মিত্র বলেন, 'আমাদের পাড়ার সিনিয়াররাই বেশি খাটাখাটনি করেন। তাঁরাই চাঁদা কাটতে বের হন। তরুণদের সিনিয়াররা এই বিষয়ে কিন্তু টেক্কা দেন প্রতিবারই।'

শিলিগুড়িতে বিগ বাজেটের পুজোর মধ্যে অন্যতম দেশবন্ধুপাড়ার সুব্রত সংঘের পুজো। ক্লাবের তরফে ভাস্কর বিশ্বাস বললেন, 'দেখুন, পাড়ার চাঁদা দিয়ে তো আর এখন পুজো হয় না। তাও আমরা চাঁদা কাটতে বের হই। আমাদের প্রবীণ সদস্যরা ভীষণ দায়িত্ব সহকারে প্রতিদিন চাঁদা তুলতে বের হন। বরং কারও বাড়িতে যদি আমরা চাঁদা কাটতে না যাই, তবে তিনি অসন্তুষ্ট হন।'

সুবর্ণ জয়ন্তীতে থিম মাটির ঘরে মা

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২৬ সেপ্টেম্বর : এবছর ৫০তম বর্ষে পা দিয়েছে ইসলামপুরের চোপড়াঝাড় সুভাষনগর সর্বজনীন দুর্গাপুজো। সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে মন্দিরে পুজো হওয়ার পাশাপাশি থিমের আয়োজন করা হয়েছে। নাম দেওয়া হয়েছে 'মাটির ঘরে মা'। এ মুহূর্তে চলছে সেই থিমের কাঠামো তৈরির কাজ। এছাড়াও এলাকার মানুষকে নতুন কিছু উপহার দিতে দু'দিন ধরে কলকাতা থেকে শিল্পীদের এনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে বলে পুজো কমিটির সদস্যরা জানিয়েছেন। তাই একলাফে ৫০ বছর পূর্তিতে তাঁদের পুজোর বাজেট তিনগুণেরও বেশি বেড়ে গিয়েছে।

দুর্গাপুজো কমিটির সম্পাদক সুরজিৎ দাস বলেন, 'অন্যবছর পুজোর বাজেট ৬ লক্ষ টাকার মধ্যেই সীমিত থাকে। এবছর মন্দিরে পুজোর পাশাপাশি মন্দিরে সামনে থিমের আয়োজন করেছি। তাই আমাদের পুজোর বাজেট অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। এবছরের বাজেট ২০ লক্ষ টাকায় গিয়ে ঠেকেছে।'

ইসলামপুরের পুরাতন পুজোগুলির মধ্যে এই পুজো অন্যতম। সে কারণে এই পুজো নিয়ে এলাকার মানুষের আলাদা একটা আবেগ বরাবরই থাকে। পাশাপাশি এবছর পুজোয় থিমের আয়োজনের কথা জানতে পেরে তাঁদের খুশি দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, থিম তৈরি করার জন্য মেদিনীপুর থেকে শিল্পীদের আনা হয়েছে। মাটির দেওয়াল এবং খড়ের চাল দিয়ে তৈরি হবে ঘর। ঘরের দেওয়ালগুলিতে বাঙালিয়ানার চিত্র ফুটিয়ে তোলা হবে। যেভাবে আলপনা ও বিভিন্ন ধরনের আঁকা দিয়ে মাটির ঘরগুলিকে সাজানো হয়, ঠিক সেভাবে।

স্থানীয় মৃৎশিল্পীরা তৈরি করছেন দুর্গা প্রতিমা। অন্যবছর প্রতিমা সাজানোর জন্য বিভিন্ন রং এবং ডিজাইনের কাপড় ব্যবহার করা হত। তবে এবছর মাটির থিমের পুজো হওয়ার কারণে সমস্ত প্রতিমা মাটি দিয়ে ডিজাইন করা হবে এবং তার ওপর রং করে সাজানো হবে।

স্বাস্থ্য দপ্তরে নালিশ বরো চেয়ারম্যানের

নার্সিংহোমে বৃদ্ধার চিকিৎসায় গাফিলতি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : নিজের ওয়ার্ডের একটি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে বৃদ্ধার চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুললেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩ নম্বর বরো চেয়ারম্যান তৃণমূল কংগ্রেসের মিলি সিনহা। এবিষয়ে তিনি দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দ্বারস্থ হয়েছেন। বৃহস্পতিবার মিলি বৃদ্ধার ছেলে এবং তৃণমূলের বেশ কয়েকজন নেতাকে নিয়ে মহকুমা পরিষদে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে গিয়ে অভিযোগ জানান।

মিলি বলেন, 'ওই নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে বহুদিন ধরে অভিযোগ উঠছে। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নেওয়া হয় না। পার্কিং জোনকে অন্য কাজে ব্যবহার করে রাস্তার উপর সমস্ত গাড়ি রাখছে। মানুষের চিকিৎসার নামে যদি এভাবে শোষণ হয় তাহলে আমরাও চুপ করে বসে থাকব না।'

নার্সিংহোমের কর্তা ডাঃ চন্দ্রমৌলী বসুর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। অপর এক আধিকারিক আবার তাঁর ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরে ফোন করার কারণ জানতে চেয়ে প্রশ্ন করে বসেন। তিনিও বৃদ্ধার চিকিৎসায় গাফিলতি প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিক বলেন, 'অভিযোগ পেয়েই দুই আধিকারিককে ওই নার্সিংহোমে গিয়ে ঘটনার তদন্তের জন্য নির্দেশ দিয়েছি। রিপোর্ট পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

১৩ সেপ্টেম্বর পেটের সমস্যা নিয়ে ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ডাবগ্রামের বাসিন্দা দীপালি পাল (৭০) কলেজপাড়ার নার্সিংহোমে ভর্তি হন। তাঁর ছেলে প্রসেনজিৎ পাল বলেন, 'মঙ্গলবার পর্যন্ত এক লক্ষ ৭০ হাজার টাকা বিল হয়েছে। আমি এক লক্ষ টাকা দিয়ে দিয়েছি। বাকি ৭০ হাজার টাকা দেওয়ার জন্য দু'দিন সময় চেয়েছিলাম। কিন্তু বুধবার আচমকা একজন রেসিডেন্সিয়াল মেডিকেল অফিসার (আরএমও) মা-র ডিসচার্জ সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছেন।'

তাঁর সংযোজন, 'মায়ের সমস্ত চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে। মা'কে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে চাপ দেওয়া হচ্ছে। অথচ যে চিকিৎসক মায়ের চিকিৎসা করছিলেন তিনি বলেছেন, মা'কে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা নেই।'

ঘটনাটি জানার পরেই নার্সিংহোমে ফোন করে ক্ষোভ উগরে দেন ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা বরো চেয়ারম্যান মিলি সিনহা। তিনি বৃহস্পতিবার তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা মুখপাত্র বেদব্রত দত্ত, মিলন দত্ত, প্রদ্যুৎ সেন, প্রসূন দাশগুপ্ত সহ অন্যদের নিয়ে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে যান।

মিলির বক্তব্য, 'এক লক্ষ ৭০ হাজার টাকা বিল হয়েছিল। এক লক্ষ টাকা দিয়েছে। বাকি টাকা দিতে একটু সময় চেয়েছিল। কিন্তু তারই মাঝে ওরা বৃদ্ধার চিকিৎসা বন্ধ করে দিয়েছে। গলায় ফুটো করে একটা চ্যানেল করেছিল, সেটাও খুলে দেওয়া হয়েছে। অথচ ওই চ্যানেল করতে রোগীর খুব কষ্ট হয়। এই অমানবিক নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আমরা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে জানিয়ে গেলাম। পুরো বিষয়টি নিয়ে মেয়রের সঙ্গেও কথা বলব।'

নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে সিএমওএইচ-এর দপ্তরে নালিশ। ছবি : তপন দাস

> **কী অভিযোগ**
>
> - ১৩ সেপ্টেম্বর পেটের সমস্যা নিয়ে নার্সিংহোমে ভর্তি হন ডাবগ্রামের বাসিন্দা দীপালি পাল (৭০)
> - মঙ্গলবার পর্যন্ত তাঁর চিকিৎসার জন্য এক লক্ষ ৭০ হাজার টাকা বিল হয়
> - রোগীর পরিবারের তরফে বিলের অংশ হিসেবে এক লক্ষ টাকা দেওয়া হয়
> - বাকি ৭০ হাজার টাকা দেওয়ার জন্য দু'দিন সময় চায় রোগীর পরিবার
> - বুধবার চিকিৎসা অসম্পূর্ণ রেখে নার্সিংহোম ওই রোগীকে ডিসচার্জ সার্টিফিকেট দিয়ে দেয়

উপকার-এ ২৫ ফুটের প্রতিমা

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ির উপকার অ্যাথলেটিক ক্লাবের পুজোর এবারের আকর্ষণ ২৫ ফুটের প্রতিমা। প্রতিবছর শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ার এই ক্লাবের প্রতিমাতে নতুনত্বের ছোঁয়া থাকে। ৫৬ তম বর্ষের পুজোতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। জোরকদমে চলছে বিশালাকার প্রতিমা তৈরির কাজ। উদ্যোক্তাদের দাবি, এবছর তাঁদের মণ্ডপের প্রতিমা শহরের সবচেয়ে বেশি উচ্চতাবিশিষ্ট। তিনবাত্তি এলাকার মৃৎশিল্পী বিনয় পাল ও কৃষ্ণনগর থেকে আসা মৃৎশিল্পী হারু পালের যৌথ প্রয়াসে মূর্তি গড়ার কাজ চলছে। তিন মাস ধরে নিজের স্টুডিওতে দিন-রাত জেগে প্রতিমা গড়ছেন বিনয়। প্রথমবার এত বড় প্রতিমা গড়ার অভিজ্ঞতা কেমন? তিনি বলেন, 'প্রতিমার মুখের ছাঁচ নিজেকে তৈরি করতে হয়েছে। এছাড়াও সূক্ষ্ম অনেক কাজ রয়েছে।'

প্রতিমার অলংকারেও থাকছে নতুনত্বের ছোঁয়া। সাদা পুঁতি ও মুক্তো দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে দেবী দুর্গার অলংকার। এছাড়াও মায়ের পরনে থাকবে সোনালি পাড় দেওয়া বেনারসি। বিশালাকার এই প্রতিমায় সিংহ ও অসুরের মুখ শিল্পী হারুর হাতে তৈরি। তাঁর কথায়, 'অনেক দিন ধরে প্রতিমার কাজ চলছে। এত বড় প্রতিমা তৈরির জন্য অনেক বেশি মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে হয়।'

হাতেগোনা আর কয়েকদিন পরেই দুর্গাপুজো। প্রতিমায় এখন শেষপর্যায়ের মাটির কাজ চললেও পরের সপ্তাহ থেকে রংয়ের কাজ শুরু হবে বলে বিনয় জানান। পুজো কমিটির সভাপতি তথা স্থানীয় কাউন্সিলার বাসুদেব ঘোষ বলেন, 'প্রত্যেক বছর আমাদের প্রতিমায় নতুনত্ব থাকে। আশা করছি, প্রতিমা দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে। পঞ্চমীতে আমাদের পুজোর উদ্বোধন হবে। নানারকম সমাজসেবামূলক কর্মসূচি পুজোর দিনগুলোতে করা হবে।' ২৫ ফুটের এই প্রতিমা পুজোমণ্ডপের আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে তুলবে বলে আশাবাদী পুজো উদ্যোক্তারা।

নালা ঘেঁষে শৌচালয়ের ট্যাংক

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : নিকাশিনালার গার্ডওয়াল ঘেঁষে বাড়ির শৌচালয়ের ট্যাংক নির্মাণের অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি শিলিগুড়ির ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের শক্তিগড় এলাকার। অভিযোগ, শক্তিগড় মাঠের পেছনে রাস্তার পাশে নিকাশিনালার সঙ্গে লোহার রড দিয়ে পাকাপোক্তভাবে শৌচালয়ের ট্যাংক তৈরি হচ্ছে। এবিষয়ে ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মৌমিতা মণ্ডল বলেন, 'এলাকায় গিয়ে কাজটি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে।'

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, 'লোহার রড বসিয়ে যেভাবে ট্যাংক নির্মাণ করা হয়েছে, তাতে নালার গার্ডওয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া মল, মূত্র সবই নালার জলের সঙ্গে মিশে যাবে।'

বৃহস্পতিবার এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, প্রবল বৃষ্টির জেরে নালার জল উপচে পড়ার মতো অবস্থা। নালার ওপর ত্রিপল টাঙানো। তবে বৃষ্টির জন্য কাজ বন্ধ। বাড়িটিতে ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়াশব্দ মেলেনি।

শহরে টোটোয় লাগবে ভিন্ন রঙের স্টিকার

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়িতে রুট অনুযায়ী টোটো চিহ্নিত করতে এবার বিশেষ পদক্ষেপ করতে চলেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। জানা গিয়েছে, এজন্য প্রতিটি টোটোতে কিউআর কোড সংবলিত স্টিকার লাগানোর উদ্যোগ নিতে চলেছে পুলিশ। এরজন্য ইতিমধ্যেই হলুদ, সবুজ, নীল এবং বেগুনি- এই চারটি রঙের স্টিকার তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। প্রতিটি স্টিকার বিভিন্ন জোন ভাগ করেই তৈরি করা হয়েছে। যে টোটোতে যে জোনের স্টিকার লাগানো হবে, সেই টোটোকে সেই নির্দিষ্ট জোনেই যাতায়াত করতে হবে। অন্যথা হলে জরিমানা করা হবে। প্রয়োজনে টোটো বাজেয়াপ্ত পর্যন্ত করা হতে পারে বলে ট্রাফিক পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার থেকেই এই প্রক্রিয়া শুরু করা হত। কিন্তু জরুরি ভিডিও কনফারেন্স থাকায় পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর এদিন সময় দিতে পারেননি। তাই বৃহস্পতিবার এই প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়। শুক্রবার স্টিকার লাগানোর প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে। শিলিগুড়ি পুলিশের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্য, 'শুক্রবার থেকে টোটোতে স্টিকার লাগানোর কাজ শুরু করব। তারপর পুরো বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হবে।'

বর্তমানে শহর শিলিগুড়িতে যানজট সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রধান সড়কে টোটো চলাচল। জানা গিয়েছে, শিলিগুড়িতে ৫ হাজার টোটোকে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয়েছিল। কথা ছিল, এই টোটোগুলিই শহরের পকেট রুটে চলাচল করবে। কিন্তু প্রশাসনিক দায়সারা মনোভাবের জেরে শহরে টোটোর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এখন প্রায় ১৫ হাজার নম্বরযুক্ত এবং নম্বরবিহীন টোটো চলাচল করছে শিলিগুড়ি শহরে।

টোটোকে বাগে আনতে এবার স্টিকারের ভাবনা নিয়েছে পুলিশ। চারটি জোনে ভাগ করা হবে টোটোগুলিকে। সেইমতো চারটি পৃথক রঙের স্টিকার তৈরি করা হয়েছে। যার যে জোন সেই জোনেই টোটো চালাতে হবে। হিলকার্ট রোড, বিধান রোডের মতো রাস্তার জন্যে পৃথক জোন, পকেট রুটের জন্যে পৃথক জোন তৈরি করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

> **রঙিন রুট**
>
> - শহরে এখন প্রতিটি টোটোতে কিউআর কোড সংবলিত স্টিকার লাগানোর উদ্যোগ চলেছে
> - ইতিমধ্যেই হলুদ, সবুজ, নীল এবং বেগুনি- এই চারটি রঙের স্টিকার তৈরি করা হয়ে গিয়েছে
> - প্রতিটি স্টিকার বিভিন্ন জোন ভাগ করেই তৈরি করা হয়েছে
> - যে টোটোতে যে জোনের স্টিকার থাকবে, সেই টোটোকে নির্দিষ্ট জোনেই যাতায়াত করতে হবে

ভেস্তে গেল ওয়াকফ বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর : প্রবল বচসার জেরে মুহূর্তে ভেস্তে গেল ওয়াকফ নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটি বা জেপিসি'র বৈঠক। অভিযোগ, তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বিজেপি সাংসদরা। বচসার জেরে সম্মিলিতভাবে ইন্ডিয়া জোটের সদস্যরা বৈঠক বয়কট করেন।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিল গুলশন ফাউন্ডেশন। তারা ওয়াকফ বিলের সমর্থনে বক্তব্য রাখার সময় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার বিরোধিতা করলে তাঁকে বাধা দেন শিবসেনার একনাথ শিন্ডে শিবিরের সাংসদ নরেশ মাহস্কে। দু'পক্ষের মধ্যে বচসার সৃষ্টি হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন কমিটির চেয়ারপার্সন জগদম্বিকা পাল। ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বিরোধী সাংসদরা বৈঠক থেকে ওয়াক-আউট করেন।

সীমান্ত পেরিয়ে এল বাংলাদেশের ইলিশ

পুলকেশ ঘোষ ও রণজিৎ ঘোষ

কলকাতা ও শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : অবশেষে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির আশাপূরণ। বৃহস্পতিবার সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের ইলিশ ঢুকল এপার বাংলায়। রাত পর্যন্ত ৪০ টন 'রুপোলি শস্য' এপার বাংলায় ঢুকবে বলে মাছ আমদানিকারক সংগঠনের আশা। দুপুরের মধ্যেই ১২ টন ইলিশ ঢুকে গিয়েছে। শুক্রবার সকালে কলকাতা ও হাওড়ার মাছ বাজারগুলিতে বাংলাদেশের ইলিশ পৌঁছে যাবে। তবে উত্তরবঙ্গের মানুষের পাতে মঙ্গলবারের আগে ইলিশ পড়ার সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছেন মাছ আমদানিকারক সংগঠনের কর্তা অতুল দাস। তবে রুপোলি ইলিশের আশায় পথ চেয়ে বসে রয়েছেন উত্তরবঙ্গের মানুষও।

এদিন শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন বাজারে সাধারণ মানুষ ইলিশের খোঁজ নিয়েছেন। নিয়ন্ত্রিত বাজারের ফিশ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বাপি চৌধুরী বলেছেন, 'বাংলাদেশের ইলিশ উত্তরবঙ্গে আসা নিয়ে এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে কোনও খবর নেই। আশা করছি শনিবার কিছু ইলিশ ঢুকবে।'

ভারতকে ইলিশ দেওয়া নিয়ে এর আগে বেশ কয়েকবার শর্ত চাপিয়েছিল বাংলাদেশ। 'তিস্তার পানি দিন, তাহলে ইলিশ দেব' বলে হাসিনা সরকার দাবি করেছিল। তবে এসব সত্ত্বেও প্রতিবছর পুজোয় বাংলাদেশের ইলিশ এপারে এসেছে।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের পর দায়িত্ব নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। সেই সরকারও প্রথম থেকেই ভারতকে ইলিশ দেওয়া নিয়ে কঠোর অবস্থানে ছিল। বহু টানাপোড়েনের পর সেদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ভারতে ২৫০০ টন ইলিশ রপ্তানির সিদ্ধান্ত নেয়। তবে সেদেশে এখন ইলিশ খুব কম উঠছে। সাধারণভাবে এই সময়টায় ইলিশ তেমন ওঠে না। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের জালে অল্প সংখ্যক ইলিশ ওঠে।

গতবছর বাংলাদেশ সরকার যে পরিমাণ ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দিয়েছিল, তার অর্ধেকও সীমান্ত পেরিয়ে এপারে আসেনি। কারণ রপ্তানিকারকরা ভারতে পাঠানোর জন্য পর্যাপ্ত মাছ পাননি। এপারের মৎস্য ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, এবছরও পরিস্থিতি একইরকম। সেদেশের বাজারেই মাছের ব্যাপক ঘাটতি। ইলিশ আসবে কোথা থেকে?

বাংলাদেশে যে মাছ তেমন উঠছে না, তা ইলিশের আকার দেখেই বোঝা গিয়েছে। মৎস্য ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, এদিন আসা অধিকাংশ পরিমাণ মাছের ওজন সাড়ে সাতশো গ্রাম থেকে এক কিলোর মধ্যে। তবে কিছু মাছের ওজন দেড় কিলো পর্যন্ত রয়েছে। শুক্রবার এই মাছ হাওড়া, বারাসাত, পাতিপুকুর, শিয়ালদা ও কবরডাঙার পাইকারি বাজারে নিলামে চাপবে।

কত হতে পারে এই ইলিশের দাম? মুচকি হেসে আমদানিকারকরা বলছেন, 'আমরা কী করে বলব? ক্রেতারাই ঠিক করবেন, তাঁরা কত দাম দিতে চান।'

তাঁদের ইঙ্গিত বলে দিচ্ছে, ইলিশ খাওয়ার জন্য এবার ভালো খরচ করতে হবে বাঙালিকে। অতুলের মতে, '৭৫০ গ্রাম ইলিশের দাম ১১০০ থেকে ১২০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। দেড় কেজি বা তার বেশি ওজনের মাছ ২,০০০ টাকার নীচে পাওয়া যাবে না।'

এদিকে পদ্মার ইলিশের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে উত্তরবঙ্গ। শুক্রবার বাংলাদেশে ছুটির দিন। তাই ওইদিন কোনও মাছ এপারে আসবে না। শনি ও রবিবার যেটুকু মাছ আসবে, তার একটা অংশ উত্তরবঙ্গের বাজারে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তার পরিমাণ কতটা হবে, তা এখনই জানাতে পারছেন না ইলিশ আমদানিকারকরা।

ভোজনরসিক বাঙালির রসনাতৃপ্তিতে এপার বাংলায় এল পদ্মার ইলিশ।

উত্তরে মঙ্গলবার

- বৃহস্পতিবার সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের ইলিশ ঢুকল এপার বাংলায়
- রাত পর্যন্ত ৪০ টন ইলিশ ঢুকবে বলে আশা মাছ আমদানিকারক সংগঠনের
- শুক্রবার সকালে কলকাতা ও হাওড়ার মাছ বাজারগুলিতে পৌঁছে যাবে
- উত্তরবঙ্গের মানুষের পাতে মঙ্গলবারের আগে ইলিশ পড়ার সম্ভাবনা নেই

উত্তরের উন্নয়ন আপাতত থমকে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : পুজোর আগে উত্তরবঙ্গে কোনও উন্নয়নমূলক প্রকল্পে হাত দিতে পারছে না উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। বাজেট বরাদ্দের ৫০ শতাংশ অর্থ অনুমোদন পাওয়া সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গের ৮ জেলায় কোনও প্রকল্পের কাজই শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, প্রকল্পের অনুমোদনের জন্য ফাইল আটকে অর্থ দপ্তরে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবুজ সংকেত মেলেনি বলেই এই বিড়ম্বনা। দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ অবশ্য আশা করছেন, উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ পুজোর আগে শুরু করা না গেলেও টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে।

পুজোর আগেই সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রীর সবুজ সংকেত নিয়েই অর্থ দপ্তর ফাইল ছাড়বে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, এই মুহূর্তে আরজি কর কাণ্ড ঘিরে তৈরি 'অস্থির' পরিস্থিতি এবং বর্তমান বন্যা পরিস্থিতি রাজ্য প্রশাসনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। এই দুটি বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকেও ব্যস্ত থাকছে হচ্ছে। চলতি আর্থিক বছরের (২০২৪-২০২৫) প্রায় ৬ মাস পেরিয়ে গিয়েছে। এখনও উত্তরবঙ্গের আটটি জেলায় কোনও নতুন উন্নয়নমূলক প্রকল্প শুরু না হওয়ায় স্থানীয় স্তরে প্রশ্ন উঠেছে।

তবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে তরুণ-তরুণীদের পর্যটন ও উদ্যানপালনের ওপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে চাইছে। এই বিষয়ে রাজ্যের পর্যটন দপ্তর ও হর্টিকালচার বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে কর্মসূচি নেওয়ার উদ্যোগ শুরু করেছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী বৃহস্পতিবার জানান, এই ব্যাপারে রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের সঙ্গে খুব শীঘ্রই তিনি আলোচনায় বসবেন। এই মুহূর্তে রাজ্যে কর্মসংস্থানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেই এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। মন্ত্রী জানান, এবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ৭৮৬ কোটি টাকা। তার মধ্যে ৫০ শতাংশ অর্থ বরাদ্দে অর্থ দপ্তর ইতিমধ্যেই অনুমোদন দিয়েছে।

গ্রেপ্তার দুই

প্রথম পাতার পর

এদিন সকাল থেকে বৃষ্টি হওয়ায় অন্যদিনের তুলনায় পড়ুয়াদের উপস্থিতি ছিল কম। স্কুল সূত্রে খবর, এদিন জঞ্জাল সাফাইয়ের জন্য দুই শ্রমিককে ডাকা হয়েছিল। অভিযোগ, টিফিনের সময় সুযোগ বুঝে দুজন মিলে কয়েকজন ছাত্রীর সঙ্গে খারাপ আচরণ করে। এর মধ্যে এক ছাত্রীর ওপর অত্যাচার চালানো হয় বেশি। খবর পেয়ে সেই ছাত্রীর মা স্কুলে আসেন। পঞ্চম শ্রেণির ওই ছাত্রীর বাবা নেই, মায়ের সঙ্গেই থাকে সে। তাই ঘটনায় ছাত্রী ও তার মা দুজনেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সন্ধ্যায় প্রধান শিক্ষক সহ কয়েকজন শিক্ষক থানায় আসেন। শিক্ষকরা পুলিশে অভিযোগ করতে গেলে ছাত্রীর পরিবারের খোঁজ করা হয়। এরপর শিক্ষকদের সহযোগিতায় পুলিশ গিয়ে পঞ্চম শ্রেণির ওই ছাত্রীর মাকে থানায় নিয়ে আসে। এরপর ছাত্রীর মা অভিযোগ দায়ের করেন। স্কুলটির প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ চক্রবর্তীর আক্ষেপ, '৩৪ বছর ধরে শিক্ষকতা করছি, এরকমটা দেখিনি কোনওদিন।'

ধৃত দুজনের বিরুদ্ধে কেউ যাতে অভিযোগ না করেন, সেইজন্য সন্ধ্যা থেকে থানা চত্বরে হুজ্জতি করতে থাকেন এক ব্যক্তি। পড়ুয়ার মা সহ শিক্ষকদের থানা চত্বরে দাঁড়িয়েই দেখে নেওয়ার হুমকি দেন আব্দুল সালাম নামের সেই ব্যক্তি। বারবার পুলিশের তরফে তাঁকে সাবধান করা হলেও শোনেননি। একসময় নিউ জলপাইগুড়ি থানার ওসি নির্মলকুমার দাসও আব্দুলকে ধমকে সরে যেতে বলেন।

পঞ্চায়েত সদস্য উত্তম বলছেন, 'বাচ্চা বাচ্চা মেয়েদের সঙ্গে যারা এমন আচরণ করতে পারে তাদের চরম শাস্তি হওয়া উচিত।'

এদিন ধৃতদের গ্রেপ্তার করার পর শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে তাঁদের থানায় নিয়ে আসা হয়। শুক্রবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে।

পদত্যাগের

প্রথম পাতার পর

তাঁর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, 'অভয়ার সঙ্গে আমার কোনও কথা হয়নি এখনও। আমি কথা বলে দেখব কী হয়েছে।' শিলিগুড়ি পুরনিগমের ইউপিই বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন রঞ্জন। সূত্রের খবর, ওই বিভাগে দুর্নীতির খোঁজ করতে পুর আধিকারিকদের দিয়েই গোপন তদন্ত করিয়েছেন অভয়া। কয়েকদিন আগে বিষয়টি জানতে পারেন রঞ্জন। গত সোমবার পূর্ত দপ্তরের বাংলোয় পুরনিগমের তৃণমূল পরিষদীয় দলের বৈঠকে বিষয়টি তোলেন তিনি। এরপরই দুই কাউন্সিলারের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। অপমানিত বোধ করে পুরনিগমের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দিতে চান রঞ্জন। কিন্তু মেয়র সেই ইস্তফাপত্র নেননি।

অভিযোগ, ওইদিন অভয়াকে উদ্দেশ্য করে কিছু কটু কথাও শুনিয়েছেন রঞ্জন, যা মেনে নিতে পারছেন না ২০ নম্বর ওয়ার্ডের মহিলা কাউন্সিলার। সবথেকে বড় কথা, দলীয় কোনও কাউন্সিলার সেদিন তার প্রতিবাদ করেননি। আর এখানেই নাকি আক্ষেপ অভয়ার।

তবে এটা ঠিক, ঘটনার পর থেকেই শাসকদলের কাউন্সিলাররা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। অধিকাংশ কাউন্সিলারই ডেপুটি মেয়রের পক্ষ নিয়েছেন। দীর্ঘদিনের এক তৃণমূল কাউন্সিলারের বক্তব্য, 'মাথায় কারও হাত না থাকলে এভাবে ডেপুটি মেয়রের পেছনে কেউ লাগে নাকি? তবে, যা হয়েছে খুব অন্যায় হয়েছে।'

কিছু কাউন্সিলার সেদিন প্রতিবাদ না করলেও অভয়া বসুর পাশে থাকার বার্তা দিচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বলছেন, 'উনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। ভুল তো কিছু করেননি।'

তৃণমূলের এমন বিবাদ দেখে খোঁচা দিতে ছাড়ছেন না প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। বর্ষীয়ান সিপিএম নেতার বক্তব্য, 'এই দলটাই তো তৈরি হয়েছে দুর্নীতি করার জন্য। তাই দলীয় কাউন্সিলারই অপর কাউন্সিলারের ওপর ভরসা করতে পারছেন না। নিশ্চয়ই দুর্নীতি হয়েছে, তাই তদন্ত করিয়েছেন।'

শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, 'যদি কারও মধ্যে আত্মসম্মান বোধ থাকে, তবে ঘটনার সত্যতা প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত দলীয় বা প্রশাসনিক পদ থেকে তাঁদের সরে যাওয়া উচিত।'

বৈঠক পুজোর পরে

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নিয়ে পুজোর পরে কলকাতায় শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হবে। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে স্টেস্ট গেস্টহাউসে বৈঠকে বসেন মিনিমাম ওয়েজ অ্যাডভাইজারি বোর্ডের চেয়ারম্যান গৌতম দেব। এই বৈঠকে শ্রম দপ্তরের আধিকারিক, বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে গৌতম জানান, বৈঠকে শ্রমিকদের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। পুজোর পর নভেম্বর মাসে শ্রমমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বোর্ডের চতুর্থ বৈঠক হবে। অন্যদিকে, শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় বৃহস্পতিবার টি অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের বৈঠক স্থগিত হয়ে যায়। এদিন রাতে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে মন্ত্রীর পেসমেকার বসানো হয়েছে বলে কাউন্সিলের সদস্য ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন। মন্ত্রী সুস্থ হওয়ার পর সম্ভবত পুজোর পরে কাউন্সিলের বৈঠক হবে।

বৃষ্টিতে ব্যাহত প্রতিমা গড়া। ব্লোয়ার দিয়ে চলছে শুকোনো। মালদায় অরিন্দম বাগের তোলা ছবি। বৃহস্পতিবার।

দেহ উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ২৬ সেপ্টেম্বর : কিশনগঞ্জ স্টেশনের থেকে কিছুটা দূরে তেঘরিয়া রেল গুমটির পাশে বুধবার রাতে আরপিএফের টহলদারি দল এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। আরপিএফের স্থানীয় পোস্টের ইনস্পেকটর হৃদেশকান্ত শর্মা জানান, মৃতের পকেটে পাওয়া প্যান কার্ড থেকে জানা গিয়েছে তাঁর নাম সুখরাম অংকুরা। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়।

নারী জাগরণ

প্রথম পাতার পর

পলাশবাড়ি চা বাগানের মঞ্জু মুন্ডা ও সালমা বেগমদের গলায় একই সুর। সাধারণ শ্রমিকদের সঙ্গে কোনও আলোচনা করে ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা ১৬ শতাংশের বোনাসের চুক্তিতে নেতারা সই করে আসায় তাঁরা ক্ষিপ্ত। সালমার গলায় ক্ষোভ ঝরে পড়ে, 'অথচ সারাবছর পরিশ্রম করি আমরাই।'

সংকোশ চা বাগানের শ্রমিক কলাবতী বরাইকের আক্ষেপ, 'বোনাস চুক্তি মাসখানেক আগে থেকেই গেট মিটিং করে শ্রমিকদের মতামত নেওয়াটাই দস্তুর ছিল। এখন সেসব উঠে গিয়েছে। আমাদের আর পাত্তা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না নেতারা।' কালচিনি বাগানের মুন্নি ঘিসিং বলেন, 'বাগানে হাজার শ্রমিক থাকলে ৮০০-ই মহিলা। তাঁদের ব্রাত্য করে কলকাতায় বোনাস বৈঠক করে এলেন পুরুষ নেতারা। মেয়েদের কথা কে আর শুনতে চায় বলুন?'

বাস্তবে চা পাতা তোলার কাজ মূলত করে থাকেন মহিলা শ্রমিকরাই। তাছাড়া বেশি রোজগারের আশায় চা বাগানের অনেক পুরুষ শ্রমিক চলে গিয়েছেন ভিনরাজ্যে। সেই শূন্যস্থানে বাগানে কীটনাশক স্প্রে, ফ্যাক্টরিতে মেশিন চালানো ইত্যাদি দীর্ঘদিনের পুরুষতান্ত্রিক কাজগুলোর ক্রমশ দখল নিয়েছেন মহিলা শ্রমিকরা। তাতে বাগানের কাজ যেমন থেমে থাকছে না, তেমনই নিজেদের শক্তি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ছে মহিলাদের। বোনাস আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নেতৃত্বে মেয়েদের উঠে আসা সেই আত্মবিশ্বাসের ফসল বলে মনে করা হচ্ছে।

লুকসানের আরেক নারী শ্রমিক সাত্বি ওরাওঁয়ের কথায় সমানভাবে মালিক, নেতাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ। তিনি বলেন, 'নেতা-মালিক মিলে গিয়েছেন। আমাদের কথা ভাবার লোক কোথায়! মহিলারাই তাই ন্যায্য প্রাপ্তির দাবিতে পথে নেমেছি।'

এই বিদ্রোহ সবুজ, গেরুয়া, লাল- সব রাজনৈতিক শিবিরের বিরুদ্ধে। যার অভিঘাত এমনই যে ট্রেড ইউনিয়নগুলি এখন স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে, নেতৃত্বে মহিলাদের ঠাঁই তেমন ছিল না এতদিন। নেতাদের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের ১২১ জনের কেন্দ্রীয় কমিটিতে মহিলা মোটে ৫ জন। ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে ৪৫ জনের কেন্দ্রীয় কমিটিতে ৩০ শতাংশ মহিলা।

সিটু অনুমোদিত চা বাগান মজদুর ইউনিয়নে ৪১ জনের কেন্দ্রীয় কমিটিতে ২৩ জন মহিলা সদস্য। আইএনটিইউসি অনুমোদিত ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স (এনইউপিডব্লিউ)-এর ৩১ জনের ওয়ার্কিং কমিটিতে ৭ জন মাত্র মহিলা।

ওই মহিলা প্রতিনিধিত্ব যে নামে মাত্র, স্পষ্ট হচ্ছে ইউনিয়ন নেতাদের কথায়। তৃণমূল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নকুল সোনারের বক্তব্য, যে অনুপাতে সংগঠনের কমিটিতে মহিলা থাকার কথা, তা নেই। এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে। ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি যুগলকিশোর ঝা মানছেন, 'মহিলাদের আরও নেতৃত্বে নিয়ে আসতে হবে। সাধারণ সম্পাদক পদে একজন মহিলাকে মনোনীত করা হবে।' সিটুর চা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল আলমের কথায়, 'বেশিরভাগ সংগঠনই মালিকদের সঙ্গে আলোচনায় মহিলাদের নিয়ে যায় না।'

তাঁর অবশ্য দাবি, সিটুতে সুখমইত ওরাওঁ, সুষমা লাকড়ার মতো নেত্রী আছেন। এনইউপিডব্লিউয়ের সাধারণ সম্পাদক মণিকুমার দার্নাল বলেন, 'এটা ঘটনা যে মহিলাদের আরও পুরোভাগে এগিয়ে আসার সুযোগ করে দেওয়ার প্রয়োজন আছে।' মহিলারা অবশ্য ইউনিয়ন নেতৃত্বের তোয়াক্কা না করে নিজেরাই এগিয়ে আসছেন।

চোরাশিকারের হাই অ্যালার্ট জলদাপাড়ায়

পুজোর ব্যস্ততার সুযোগ নিতে পারে দুষ্কৃতীরা

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২৬ সেপ্টেম্বর : জলদাপাড়ায় কয়েকদিনের মধ্যে গন্ডার শিকার হতে পারে। গোয়েন্দাদের মাধ্যমে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক সহ অন্য অফিসারদের কাছে এই খবরটি আসে। জানা গিয়েছে, জলদাপাড়ায় ফের চোরাশিকারিদের একটি দল সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এই খবর পেয়ে বনকর্তারা হাই অ্যালার্ট জারি করেছেন। সতর্ক করা হয়েছে সমস্ত রেঞ্জ অফিসার এবং বনকর্মীদের।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান বলেন, 'শুক্রবার সকাল আটটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত জঙ্গলের সংবেদনশীল এলাকাগুলি চিহ্নিত করা হবে। বিশেষ করে যে জায়গাগুলো গন্ডারদের বিচরণক্ষেত্র, সেইসব এলাকায় কড়া নজরদারি চালানো হবে।'

তিনি জানালেন, নজরদারির কাজে জলদাপাড়ার বনকর্মীদের পাশাপাশি কুনকি হাতি থাকবে। সেইসঙ্গে জলদাপাড়ার ডগ স্কোয়াড এবং গাড়িও থাকবে। কোথাও নজরদারিতে এতটুকু ফাঁক না রাখতে জেলা পুলিশের সাহায্য চাওয়া হয়েছে। সঙ্গে থাকবে আর্মড পুলিশ।

শুক্রবারের এই পুরো নজরদারির তদারকি করবেন সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক নভজিৎ দে। সর্বোচ্চ পর্যায়ের নজরদারি চালিয়ে চোরাশিকারিদের ঢোকার সমস্ত পথ বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। বনাঞ্চলে হাই অ্যালার্ট জারি করে চোরাশিকারিদের পরিকল্পনা ভেস্তে দেওয়া হবে। তবে ওই হাই অ্যালার্ট কতদিন জারি থাকবে, সেই ব্যাপারে বিভাগীয় বনাধিকারিক স্পষ্ট করে কিছু জানাননি।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে শেষবার গন্ডার শিকার হয়েছিল ২০২১ সালের ৪ এপ্রিল। চিলাপাতা রেঞ্জের বানিয়া বিটের এক এবং দুই নম্বর কম্পার্টমেন্টের মাঝে একটি পূর্ণবয়স্ক মাদি গন্ডার শিকার করা হয়। এরপর বেশ কয়েকজন চোরাশিকারি এবং কারবারিদের গ্রেপ্তার ও সাজা ঘোষণা হওয়ার পর বন্ধ রয়েছে শিকার। এবার গোয়েন্দাদের মারফত চোরাশিকারের সম্ভাবনার খবর পেয়ে তা প্রতিরোধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বনকর্তারা।

সামনেই পুজো। এবার সেই পুজোর আনন্দ বনকর্মী এবং তাঁদের পরিবার কতটা করতে পারবেন, সেটা সময় বলবে। বনকর্তাদের ধারণা, পুজোর ব্যস্ততার সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে চোরাশিকারিদের দল। বন বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, জলদাপাড়ায় ২০২২ সালের ২৫ ও ২৬ মার্চ শেষবার গন্ডার শুমারি হয়েছিল। সেইসময় গন্ডারের সংখ্যা ছিল ২৯২। বনকর্তাদের ধারণা, ২০২৪ সালে সেই সংখ্যা ৩২০ পার হয়ে গিয়েছে।

জোর তৎপরতা

- শুক্রবার সকাল আটটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানজুড়ে কড়া নজরদারি চালানো হবে
- জারি করা হয়েছে হাই অ্যালার্ট, তবে কতদিন ধরে এই হাই অ্যালার্ট চলবে, জানা যায়নি
- নজরদারির কাজে বনকর্মীদের সঙ্গে থাকবে কুনকি হাতি, জলদাপাড়ার ডগ স্কোয়াড, আর্মড পুলিশ

জেলার খেলা

চ্যাম্পিয়ন দেশবন্ধু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের নীতীশ তরফদার, কল্যাণ সেনগুপ্ত, ডাঃ পিআর সেন ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৬ আন্তঃকোচিং ক্যাম্প ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন তরাই মর্নিং ফুটবল ক্লাব। ফাইনালে তারা ১-০ গোলে তরুণ তীর্থকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে গোল করে ফাইনালের সেরা অভিজিৎ রায়। প্রতিযোগিতার সেরা তরুণের করণ সিংহ। ফেয়ার প্লে ট্রফি গিয়েছে শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির দখলে। পুরস্কার তুলে দেন ট্রফি ডোনার শ্যামল তরফদার, ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত, পরিষদের ফুটবল সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

খো খো-তে সেরা আলিপুরদুয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের পানু দত্ত মজুমদার ট্রফি আন্তঃকলেজ মহিলাদের খো খো-তে চ্যাম্পিয়ন হল আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়। ফাইনালে তারা ৪-৩ পয়েন্টে ময়নাগুড়ি কলেজকে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা আলিপুরদুয়ারের শিউলি মোহন্ত।

ফুটবলে জয়ী গঙ্গারাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সাবিত্রী বর্মন, জয়শ্রী গুপ্ত, স্নিগ্ধা ভট্টাচার্য ট্রফি মহিলাদের ১৩ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল গঙ্গারাম চা বাগান এফসি। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে উইনার্স ফুটবল কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে গোল করেন ফাইনালের সেরা হেমা মুন্ডা। প্রতিযোগিতার সেরা গঙ্গারামের সুপ্রিয়া কিসপোট্টা। ফেয়ার প্লে ট্রফি গিয়েছে তরাই স্পোর্টস অ্যাকাডেমির দখলে। পুরস্কার তুলে দেন পুরনিগমের মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন, পরিষদের ফুটবল সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য, ডাঃ শঙ্খ সেন প্রমুখ।

৪০ বছরে পা ভেটেরান্সের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি ভেটেরান্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ৪০ বছরে পা দিল। সেই উপলক্ষ্যে সংগঠনের হলঘরে কেক কেটে দিনটিকে পালন করেন সভাপতি প্রদীপ চন্দ, কার্যনির্বাহী সভাপতি পরিতোষ ভৌমিক, সহ সভাপতি তৃপ্তি চক্রবর্তী প্রমুখ।

সেরা রামভোলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির (এসআইটি) অনূর্ধ্ব-১৯ সাব-ডিভিশনাল এসআইটি চ্যালেঞ্জার্স কাপ ফুটবলে সেরা হল রামভোলা হাইস্কুল। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-১ গোলে ইলা পাল চৌধুরী মেমোরিয়াল (ট্রাইবাল) হিন্দি হাইস্কুলকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল।

দুই তরুণকে

প্রথম পাতার পর

তাঁরা রানিডাঙ্গার একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন। ভিডিওটিতে দেখা গিয়েছে, একটি ঘরে শুয়ে ছিলেন দুই তরুণ। কয়েকজন সেই ঘরে ঢোকেন। এরপর বাংলায় কথা বলতে গেলে দুই পরীক্ষার্থী জানান, তাঁরা বাংলা বোঝেন না। এরপরই বাংলাপক্ষের সদস্যরা প্রশ্ন করতে থাকেন, 'তোমরা তাহলে এখানে এসেছ কেন?' পরীক্ষার্থীরা দাবি করেন, 'আমাদের শিলিগুড়িতে সেন্টার পড়েছে। সেই কারণেই এসেছি।' ভূমিপুত্রর সংরক্ষিত পদে তাঁরা কীভাবে পরীক্ষা দেবেন, তা জানতে চান বাংলাপক্ষর সদস্যরা। বেগতিক বুঝে দুই পরীক্ষার্থী জামাকাপড় পরতে শুরু করলে বাংলাপক্ষের সদস্যরা পরীক্ষার কাগজপত্র দেখাতে বলেন। এরপরই দুই পরীক্ষার্থী তাঁদের পা ধরেন। তাঁরা অনুনয়ের সঙ্গে বলতে থাকেন, 'আপনারা কাগজ ছিঁড়ে দেবেন। আমরা চলে যাচ্ছি।'

এই কথা বলার পরই রজত তাঁদের কান ধরে ওঠবস করান। মাঝে দু'-একবার ধাক্কাধাক্কি দেওয়ার ছবিও নজরে এসেছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর রজত দাবি করেন, 'আমরা যেহেতু বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন করি, তাই গত ২৪ তারিখ এখানকার কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী নিয়োগের পরীক্ষার্থীরা আমাদের জানায়, জাল সার্টিফিকেট বানিয়ে এখানে বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে কিছু পরীক্ষার্থী এসেছে। এরপর আমরা প্রথমে বাগডোগরা থানা, পরে আইবি-কে জানিয়ে সেখানে যাই।'

ভিডিওটি ভাইরাল হতে শুরু করলে জল অনেকদূর গড়ায়। বিহার থেকে বিরূপ প্রতিক্রিয়া মেলায় বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে নবান্ন থেকে বার্তা আসে পুলিশের কাছে। এরপরই পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ আটক করে রজতকে। তাঁকে দীর্ঘক্ষণ শিলিগুড়ি থানায় জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়। পরে ভুয়ো পরিচয় দিয়ে হেনস্তার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় গিরিধারীকেও। রানিডাঙ্গার যে বাড়িতে ওই দুই পরীক্ষার্থী উঠেছিলেন, সেই বাড়ির মালিকের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

রজতের দাবি, 'আমরা পুলিশ ও আইবি-কে জানিয়ে সেখানে গিয়েছিলাম। আমাদের কোনও সহযোদ্ধা কেউ বলেনি যে, আমরা পুলিশ কিংবা আইবি'র লোক। রেকর্ডিং চলার সময় কেউ পাশ থেকে ওরকম কথা বলে দিয়েছে। কোথাও একটি ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গিয়েছে।'

বাংলাপক্ষের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ্যায় এত বিতর্কের পর বলছেন, 'আমরা মারামারিতে বিশ্বাসী নই। তবে, বাংলার ভূমিপুত্রের জন্য সংরক্ষিত পদ কেউ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে আমরা তা হতে দেব না।'

ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দিয়েছে বিহারি সেবা সমিতি-ও। সমিতির সদস্য আইনজীবী মণীশ বারির কথায়, 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি এরকম নয়। গোটা দেশে আমাদের রাজ্যের বদনাম হল।'

শুরু দাদাগিরির কালো সকাল

প্রথম পাতার পর

বিশ্বকর্মাপুজোর চাঁদা উঠত কীভাবে? বিশ্বকর্মা থেকে লক্ষ্মীপুজো--যাত্রীদের কাছে দু'টাকা বাড়তি নেওয়া হত। পরিচিত যাত্রীদের কাছে বাড়তি পাঁচ-দশ চাওয়া হত।

সেই রিকশাওয়ালারা বিশ্বকর্মাপুজোর বাড়তি টাকা থেকে বড়জোর একদিন রাতে ফিস্ট করতেন বৌ-মেয়েদের নিয়ে, সামনে চলত ভিসিআরে হিন্দি সিনেমা।

এখন যা শুনলে বিস্ময় জাগে। এত অল্পে সন্তুষ্ট হত মানুষ?

এনজেপি স্টেশনের ক্ষুব্ধ টোটোচালকদের কাছে প্রশ্ন ছিল, এই যে টাকা তছরুপের কারবার চলছে, তা কি শহরের বড় নেতাদের জানানো হয়েছে? গৌতম দেব-পাপিয়া ঘোষরা জানেন? দেখলাম, চালকরা নিশ্চিত, নেতারা সব জানেন। এঁরা এই দাদাদের আশকারাই দেন। নালিশে কোনও লাভ হবে না, উলটে জুটবে গালাগাল। বাস্তবে হয়তো গৌতম-পাপিয়ারা এতকিছু জানেন না। এভাবে লোকের ধারণা হয়ে যাচ্ছে, বালাসন-সংকোশের মূল্যবান বালি পাচারের গল্প ক্যামাক স্ট্রিট জানে। ওখানে নালিশে লাভ হবে না কোনও।

ধারণাগুলো হতে পারে ভুল। প্রশ্ন হল, সেই ধারণা ভাঙার চেষ্টা হচ্ছে আদৌ? অন্তত শিলিগুড়ি-মালদা-কোচবিহারে তো হচ্ছে না। নেতারা তাই এসি ঘরের বাসিন্দা হয়ে থাকছেন। বদনাম হচ্ছে পার্টির। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাঝে হুংকার দিচ্ছেন, এসব বন্ধ করতে হবে। এসব চলবে না। দেবাশিস প্রামাণিকের মতো দু'একজনকে লোকদেখানো গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, গজলডোবায় বেআইনি জমির মালিক নেতাদের জমিতে সামান্য ভাঙচুর...। তারপর যে-কে-সেই। কিছুদিন চুপচাপ। অতঃপর ছাড়পত্রে ছাপ।

প্রশ্নটাকে একটু উলটে-পালটে ভাবা যাক। টোটোতেই কত টাকা বেআইনি উড়ছে? সবারই এতদিনে জানা, দু'রকমের টোটো চলে। আইনি নম্বরের এবং নম্বরহীন। টোটো গ্রাসে বাংলা, অথচ গ্রামে টোটোর বৈধতা নিয়ে স্পষ্ট আইন নেই। শহরে টোটোকে আইনি করার ক্ষেত্রে কতভাবে যে টাকার খেলা হয়! টোটোতে দাদাগিরি চালিয়েই লোকে এভাবে জীবন পালটালে বাংলার গ্রামে গ্রামে বড় নেতারা কত রোজগার করছেন বিভিন্ন খাতে?

এই জিনিসটা বোধহয় মানুষের রক্তে ঢুকে গিয়েছে। সমাজের সব প্রান্তে। পঞ্চায়েত থেকে নবান্ন। ডাক্তারি থেকে আইনে। সিনেমা থেকে সাহিত্যে। ছোড়দা, ন'দা, রাঙাদা, ফুলদা, সেজদা, মেজদা, বড়দারা সর্বত্র খামচি মারছেন। সরকারি দাদারাও।

টোটো থেকে সরে আপনি আপনার দিনের অন্য অভিজ্ঞতায় আসুন। হয়তো শুরুতে বাজারে গেলেন। খোঁজ নিলে দেখবেন, বাজারেও কতরকম দাদাগিরি। দোকানদারদের কাছে তোলাবাজি চলছে। গ্রামীণ বিক্রেতার কাছে নজরানা নেওয়া চলছে। সেখানেও টোটোর মতো আইনি, বেআইনি বিক্রেতার ব্যাপার উপস্থিত। নজরানা প্রথার অধিকাংশ ঢুকবে দাদার পকেটে, সরকারের তহবিলে নয়। বাজার সেরে আপনি দোকানে কিছু নিলেন। দোকানদারের সঙ্গে কথা বললে সাক্ষী রইলেন অন্য স্টাইলে নজরানা প্রথার। বাইক পার্ক করে রেখেছিলেন দোকানের সামনে। পার্কিংয়ে পয়সা নেওয়ার সরকারি কর্মীও দেখলেন, রসিদ ছাড়াই আপনার কাছে টাকা নিল। দশ টাকার বদলে পাঁচ টাকা। বেআইনি কাজ জেনেও দিয়ে দিলেন আপনি।

এবার অফিস যাওয়ার পালা। বাস ধরতে হবে। যেতে যেতে কনডাক্টর চেনা হয়ে গিয়েছে। আপনার ভাড়া হয়তো তিরিশ টাকা। সে আপনার কাছে দশ টাকা নিয়ে টিকিটটি আর দিল না। টাকা তার কাছে থেকে গেল, সরকার পেল না। আপনিও খুশি, সেও খুশি। কলকাতাতে ঝকঝকে এসি বাসগুলোতেই এই 'চুরি শিল্প' চলছে তো, আপনার এলাকায় চলবে না?

শুধু ক'দিন পরে আপনি কাগজে পড়লেন, খরচ উঠছে না বলে সরকার বা বেসরকারি সংস্থা আপনার সেই বাসটি তুলে দিয়েছে। লাভ আসলে তা হলে কার হল? আপনার না কনডাক্টরের? আমি-আপনি-টোটো ইউনিয়নের দাদা-বাজার বা পার্কিং প্লেসের দাদা সাময়িক লাভের জন্য যে কাজ করছি, তাতে আসলে বড় ক্ষতি আমারই। দাদাদের বাড়িঘর ঝকঝকে তকতকে হচ্ছে, কিন্তু কে বলতে পারে, আরজি করের সন্দীপ ঘোষের মতো সব তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে না? যে নার্সিংহোম জুনিয়ার ডাক্তারদের ধর্মঘট কাজে লাগিয়ে মালদা বা শিলিগুড়ির হাসপাতাল থেকে রোগী তুলে নিয়ে গেল, তাদেরও লাভ সাময়িক। ক্ষতি চিরদিনের হবে লোক জানাজানিতে।

বেশিদূর যেতে হবে না। শিলিগুড়ির হংকং মার্কেটে চলুন। গ্লোবালাইজেশনের দৌলতে বিদেশি জিনিস কিনতে আর বেশি ঝক্কি নেই। বড় শপিং মলেই মেলে। হংকং মার্কেটের প্রতি টান আগের তুলনায় অনেক কম। সবচেয়ে বড় ভয়, ওখানে গেলেই বিশাল ঠকার সম্ভাবনা। সেখানে এখনও সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় জুতো। চিন বা হংকংয়ের নয়, দিল্লি বা কানপুরের। জনা তিরিশ ব্যবসায়ী বসেন ডালা নিয়ে। আগে যদি দিনে সাড়ে চার-পাঁচ হাজার টাকার ব্যবসা হত, এখন কমে দাঁড়িয়েছে দুই-আড়াই হাজার। শিলিগুড়িরই বহু তরুণকে দেখছি, ওখানে আর যেতে নারাজ। অনলাইনে জুতো আনাচ্ছেন। কেন? সেদিনই এক তরুণ বোঝালেন, 'ওখানে চেনা লোক না হলে ঠকতে হবে প্রতিপদে। দামে তো বটেই, কী মানের জুতো গছিয়ে দেবে কেউ জানে না। তারপর আছে খারাপ ব্যবহার। এর চেয়ে অনলাইনই ভালো। দামে ঠকব না। জুতো বাজে হলে ফেরত পাব।'

ঘুরেফিরে সেই এক প্রশ্ন। দাদাগিরির লাভটা তা হলে হচ্ছে কার? পাহাড়ের লোকেরা আজও হংকং মার্কেট জমিয়ে রাখছেন ওদিকে অনলাইন বিক্রির ব্যবস্থা দানা বাঁধেনি বলে। যেদিন থেকে বাঁধবে, সেদিন তাঁরাও মুখ ঘুরিয়ে নেবেন। সকাল থেকে কৌতূহলী ভিড় করবেন না আর।

ছোড়দা, ফুলদা, রাঙাদা, ন'দা, সেজদা, মেজদা, বড়দারা যেন এসব মনে রাখেন। নেতাদাদা ও সরকারি দাদারাও।

খেলায় আজ

১৯৮৮ ঃ সিওল অলিম্পিকে ডোপ টেস্টে ধরা পড়ায় ১০০ মিটারে সোনাজয়ী কানাডার বেন জনসনকে ডিসকোয়ালিফাই করে দেওয়া হয়। তাঁর জায়গায় সোনা জেতেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্ল লুইস।

সেরা অফবিট খবর

নয়া রূপে বেদি ট্রাস্ট

বিষাণ সিং বেদির জন্মদিনে তাঁর নামাঙ্কিত ট্রাস্টকে নতুন রূপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘোষণা করলেন ছেলে অঙ্গত বেদি ও পুত্রবধূ নেহা ধুপিয়া। অনুষ্ঠানে ছিলেন কপিল দেব, বীরেন্দ্র শেহবাগ, মহম্মদ আজহারউদ্দিন ও যুবরাজ সিং। বিষাণের প্রতিষ্ঠিত এই ট্রাস্ট যুবরাজ সিং সহ বহু ক্রিকেট প্রতিভা দেশকে উপহার দিয়েছে। এবার জোর দেওয়া হবে ট্রাস্টের আধুনিকীকরণে ও প্রসার বাড়নোর উপর। অঙ্গত এদিন বলেছেন, 'বাবা সর্বদা সতীর্থ ক্রিকেটারদের নিজের পরিবার ভাবতেন। তিনি একদম তৃণমূল স্তর থেকে প্রতিভা তুলে আনতে উদ্যোগী ছিলেন।' অন্যদিকে নেহার মন্তব্য, 'ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা এবং মহানুভবতায় বাবা নিজেই এক প্রতিষ্ঠান। তাঁর প্রচেষ্টা এগিয়ে নিয়ে যাবে বিষাণ সিং বেদি ক্রিকেট কোচিং ট্রাস্ট।'

ভাইরাল

ব্যাগি গ্রিন হারিয়ে ফেলেছেন চ্যাপেল

বাড়ি বদলেছিলেন গ্রেগ চ্যাপেল। সেই সময়ই হারিয়ে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলতে গিয়ে পাওয়া তাঁর ব্যাগি গ্রিন টুপি। যে কোনও ক্রিকেটারের কাছেই আন্তর্জাতিক টুপি খুবই বিশেষ একটা জিনিস। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক সেই টুপিটাই হারিয়ে ফেলেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'এক জায়গায় বেশ কিছু জিনিস রাখা ছিল। প্রায় ১০ বছর ধরে সেগুলো ওখানে ছিল। আমরা যখন অ্যাডিলেডে চলে যাই, তখন সেই সব জিনিসগুলো দেখা হচ্ছিল। ভেবেছিলাম টুপিটা ওখানেই আছে। কিন্তু ছিল না। জানি না কোথায় হারিয়ে গেল। মনে হচ্ছে ওখানেই রেখেছিলাম, কিন্তু পাওয়া গেল না। ওই টুপিটা হারিয়ে আমি খুবই হতাশ।'

উত্তরের মুখ

শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের মহিলা ফুটবলের ফাইনালে গোল করে ম্যাচের সেরা হলেন হেমা মুন্ডা। ম্যাচে তাঁর দল গঙ্গারাম চা বাগান এফসি ১-০ গোলে উইনার্স ফুটবল কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপে ভারত-ইংল্যান্ড সেমিফাইনালে ম্যাচের সেরা কে হয়েছিলেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. রাফায়েল ভারানে
২. নিউক্যাসল ইউনাইটেড

সঠিক উত্তরদাতারা

নিবেদিতা হালদার, নীলেশ হালদার, নির্মল সরকার, সুজন মোহন্ত, অসীম হালদার, সুখেন স্বর্ণকার, অমৃত হালদার, দেবজিৎ কাঞ্জিলাল, সৌরকান্তি ঘোষ, অভিনন্দা ঘোষ

টিম ইন্ডিয়ার উদ্বেগ বিরাটের ফর্ম

হোয়াইটওয়াশে চোখ রোহিতদের

কানপুর, ২৬ সেপ্টেম্বর : ঘটনার ঘনঘটা!

বিরাট কোহলির ফর্ম নিয়ে রয়েছে প্রবল উদ্বেগ। টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশের কম্বিনেশন নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। তিন স্পিনার, নাকি তিন পেসার- স্পষ্ট হয়নি।

কানপুরের গ্রিন পার্কে ভারত বনাম বাংলাদেশ টেস্ট শুরুর আগের দিন আচমকাই ক্রিকেট থেকে অবসরের কথা শুনিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছেন সাকিব আল হাসান। মীরপুরে কেরিয়ারের শেষ টেস্ট খেলার ইচ্ছা প্রকাশও করেছেন তিনি। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা মর্যাদা পাবে কি না, সেটা নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা। বাংলাদেশও তাদের প্রথম একাদশের কম্বিনেশন নিয়ে ঘেঁটে রয়েছে।

ঘটনার ঘনঘটার শেষ এখানেই নয়। আরও রয়েছে। সৌজন্যে কানপুরের আকাশ। ভারত বনাম বাংলাদেশের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্টের প্রথম দুই দিন বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আজও কানপুরের আকাশে ছিল মেঘ। হালকা বৃষ্টিও হয়েছে বাংলাদেশের অনুশীলনের সময়। ফলে দুই দলই পরিবেশের কথা মাথায় রেখে তিন স্পিনারের স্ট্র্যাটেজিতে সিলমোহর দিতে গিয়েও চূড়ান্ত করতে পারছে না প্রথম একাদশ। টিম ইন্ডিয়ার সহকারী কোচ অভিষেক নায়ার আজ বেলার দিকে গ্রিন পার্কে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বলেছেন, 'গ্রিন পার্কে দুটি পিচ তৈরি রয়েছে। দুটিই বেশ ভালো। কোন পিচে খেলা হবে, জানা নেই আমার। যে পিচেই খেলা হোক না কেন, ভালো ম্যাচ হবে বলেই আমার বিশ্বাস। অতীতে কানপুরে সবসময়ই ভালো পিচ পেয়েছি আমরা। দলের কম্বিনেশন এখনও চূড়ান্ত নয়।' কম্বিনেশন চূড়ান্ত না হলেও বাংলাদেশকে হোয়াইটওয়াশ করার পরিকল্পনা প্রবলভাবে রয়েছে রোহিতদের সংসারে।

অতীতে যাই হয়ে থাকুক না কেন, বর্তমানের ছবিটা ভিন্ন। চেন্নাইয়ে প্রথম টেস্টে বাংলাদেশকে চূর্ণ করার পথে পছন্দের পিচ পেয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। লাল মাটির বাইশ গজে ছিল বাড়তি বাউন্স। যেমনটা থাকবে বছর শেষের অস্ট্রেলিয়া সফরে। তুলনায় কানপুরের কালো মাটির পিচ সাধারণত অসমান বাউন্সের পাশে মন্থর হয়ে থাকে। খেলা শুরুর কয়েক ঘণ্টা জোরে বোলারদের সাহায্য থাকলেও ম্যাচের বাকি সময়ে স্পিনাররা দাপট দেখান। তাই টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে আকাশ দীপকে বসিয়ে রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদবকে খেলানোর পরিকল্পনা চলছে। ভিন্ন মতও রয়েছে। আকাশকে রেখে জসপ্রীত বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়ার বিকল্প ভাবনাও রয়েছে। প্রথম একাদশের সম্ভাব্য কম্বিনেশনের কচকচির মাঝে টিম ইন্ডিয়ার জন্য থাকছে একরাশ উদ্বেগও।

উদ্বেগের কেন্দ্রে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক কোহলির ফর্ম। চেন্নাই টেস্টের দুই ইনিংসেই বিরাট ব্যর্থ হয়েছিলেন। গতকাল ভারতীয় দলের নেটে তাঁকে একেবারেই ছন্দে দেখা যায়নি। আজ পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। সতীর্থ বুমরাহর বিরুদ্ধে নেটে ব্যাটিংয়ের সময় ১৫টি ডেলিভারির মধ্যে মোট চারবার আউট হয়েছেন তিনি। পরে রবীন্দ্র জাদেজার ঘূর্ণির সামনেও কোহলিকে অস্বস্তিতে পড়তে দেখা গিয়েছে। বিরাটের ফর্ম নিয়ে উদ্বেগ অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও কোচ গৌতম গম্ভীরের দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে। কারণ বিরাটের সমস্যাটা টেকনিকাল, নাকি মানসিক-স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। কোচ গম্ভীরকে আজ বেশ কয়েকবার কোহলির সঙ্গে মাঠে আলোচনাও করতে দেখা গিয়েছে। যদিও বিরাটের মতো চ্যাম্পিয়ন ব্যাটারের ছন্দে ফিরতে একটা ইনিংসই যথেষ্ট, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের মধ্যে সেই ভরসা রয়েছে।

টিম ইন্ডিয়ার তুলনায় অনেক বেশি ঘেঁটে রয়েছে প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সাকিবকে নিয়ে সম্প্রতি কম বিতর্ক হয়নি। তিনি ফর্মেও নেই। চোট সমস্যাও ছিল। তার মধ্যে আজ সাকিব সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে আচমকাই ক্রিকেট থেকে অবসরের কথা শুনিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে চাপে ফেলে দিয়েছেন। উপরি হিসেবে দলের সম্ভাব্য কম্বিনেশন নিয়েও অস্বস্তিতে ওপার বাংলার অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। জোরে বোলার নাহিদ রানার পরিবর্তে তাইজুল ইসলামকে খেলানোর পরিকল্পনা করেও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে পারেনি বাংলাদেশ। আগামীকাল টসের আগে প্রথম একাদশ চূড়ান্ত হবে। আসলে দুই দলই গ্রিন পার্কের পিচ নিয়ে দোলাচলে রয়েছে। চেন্নাইয়ের মতো বাউন্স গ্রিন পার্কে থাকবে না, প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু টেস্ট শুরুর প্রথম দুই দিন বৃষ্টির পূর্বাভাস, সকাল থেকে মেঘলা আকাশ তিন স্পিনারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার পথে বড় বাধা।

ঘটনার ঘনঘটার এমন রকমারি আবহে ভারত বনাম বাংলাদেশ টেস্টে আর কী চমক অপেক্ষা করছে, সেটাই দেখার।

ব্যাটিং অনুশীলনের ফাঁকে কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে আলোচনায় লোকেশ রাহুল। বৃহস্পতিবার কানপুরে।

ভারত বনাম বাংলাদেশ
দ্বিতীয় টেস্ট
সময় : সকাল ৯.৩০ মিনিট
স্থান : কানপুর
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

নজরে গ্রিন পার্ক টেস্ট

■ নয় হাজার টেস্ট রান থেকে ১২৯ রান দূরে বিরাট।

■ চমকপ্রদ ডাবলের সামনে রবীন্দ্র জাদেজা। একটি উইকেট পেলেই ৩০০ টেস্ট উইকেট হবে তাঁর। টেস্টে তিন হাজার রান আগেই করে ফেলেছেন জাড্ডু।

■ পাঁচ উইকেট পেলে ২০০ উইকেট ক্লাবের সদস্য হবেন বাংলাদেশের তাইজুল।

হঠাৎ অবসর ঘোষণা সাকিবের

বাংলাদেশে ফেরা নিয়ে সংশয়

সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশের অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান।

কানপুর, ২৬ সেপ্টেম্বর : রাত ফুরোলেই কানপুর টেস্ট।

ঘুরে দাঁড়ানোর ম্যাচ বাংলাদেশ শিবিরের জন্য। গুরুত্বপূর্ণ যে দ্বৈরথের আগে টাইগার ক্রিকেটে বড় পালাবদল। সোনালি অধ্যায়ের যবনিকা পতনের ঘোষণা। টেস্ট এবং টি২০ ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা জানিয়ে দিলেন দেশের সর্বকালের সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান।

সাংবাদিক সম্মেলনে এদিন কার্যত সাকিব বোমা ফাটান। জানান, আর নয়, নতুনদের সুযোগ দিতে এবার সরে দাঁড়াতে চান। তবে বিদায়ি টেস্ট কবে, কোথায় হবে তা নিয়ে ঘোর অনিশ্চয়তা। দেশের মাটিতে মিরপুরে ফেয়ারওয়েল টেস্ট খেলতে চান সাকিব। কিন্তু দেশের অস্থির পরিস্থিতি, মাথার ওপর ঝুলতে থাকা খুনের অভিযোগের সাঁড়াশি চাপে সেই ইচ্ছে পূরণ হবে কি না, নিশ্চিত নন।

যদি না হয়, তাহলে আগামীকাল শুরু কানপুর টেস্টই হয়তো সাকিবের বিদায়ি টেস্ট হতে চলেছে। টেস্ট ও টি২০ অবসরের বিষয়টি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সভাপতি, নির্বাচক কমিটির প্রধানকেও জানিয়েছেন। সবকিছু ঠিকঠাক চললে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের পরই লাল বলের ফর্ম্যাটকে 'আলবিদা' জানাবেন।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে সাকিব বলেছেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে খেলার জন্য আমি প্রস্তুত। কিন্তু দেশে অনেক কিছু চলছে, যার ওপর আমার নিয়ন্ত্রণ নেই। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সঙ্গে আলোচনা করেছি। বিশেষত, চলতি এই সিরিজ এবং আগামী হোম সিরিজ নিয়ে। ওটাই সম্ভবত আমার শেষ টেস্ট সিরিজ।'

সাকিব আরও বলেছেন, 'ফারুকভাই (বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ) এবং নির্বাচকদের বলেছি, সুযোগ থাকলে মিরপুরে শেষ ম্যাচ খেলতে চাই। বোর্ডও সর্বতোভাবে চেষ্টা করছে, যাতে আমি নিরাপদে খেলতে পারি। পাশাপাশি দেশ থেকে বেরোনোর ক্ষেত্রেও যেন কোনও সমস্যা তৈরি না হয়।'

অবসর ঘোষণা করতে গিয়ে কিছুটা আবেগপ্রবণ সাকিব। জানান, নিজের সিদ্ধান্তে তিনি খুশি। এটাই সঠিক সময়। কেরিয়ার নিয়ে কোনও আক্ষেপ বা দুঃখ নেই। উপভোগ করেছেন প্রতিটি মুহূর্ত। নতুনদের সুযোগ দিতে টেস্টের পাশাপাশি টি২০ থেকেও সরে দাঁড়াচ্ছেন। চান নতুনরা খেলুক। ২০২৬ সালের টি২০ বিশ্বকাপের দল তৈরির কাজ শুরু করার এটাই সঠিক সময়, মঞ্চ। পরবর্তী ভারত, ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি২০ সিরিজে খেলবেন না। অর্থাৎ, জুনের বিশ্বকাপেই শেষ টি২০ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন।

নিশ্চয়তা যদি না পান কানপুরেই সাকিবের বর্ণময় টেস্ট কেরিয়ারে ইতি পড়বে। কানপুর টেস্টের পর দেশে না ফিরে 'দ্বিতীয় ঘর' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উড়ে যাবেন। সব মিলিয়ে নিরাপত্তা ফ্যাক্টরেই ঝুলে কার্যত সাকিবের বিদায়ি টেস্টের ভবিতব্য। পূর্বতন আওয়ামি সরকারের সাংসদ সাকিব আরও বলেছেন, 'বাংলাদেশের নাগরিক আমি। দেশে ফিরতে কোনও অসুবিধা হওয়া উচিত নয়। তবে আমার চিন্তা নিরাপত্তা নিয়ে। আমার বন্ধুবান্ধব, পরিবারও চিন্তিত। আশা করি সমস্যা মিটবে এবং সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসবে।'

পদ্মাপারে অস্থির পরিস্থিতির মাঝে দক্ষিণ আফ্রিকার বাংলাদেশ সফর নিয়েও অনিশ্চয়তা। শেষপর্যন্ত আইডেন মার্করামদের বাংলাদেশ সফর বাতিল হলে দেশের মাটিতে বিদায়ি টেস্টের ইচ্ছে অপূর্ণ থেকে যাবে সাকিবের। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে পালাবদলের পর্বে সাকিবকে নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। দেশের জার্সিতে খেলা নিয়েও তৈরি হয়েছিল জটিলতা। প্রবল চাপ নিয়ে পাকিস্তান সিরিজে খেলতে নেমে সফলও হন।

কঠিন যে পরিস্থিতি সম্পর্কে সাকিব বলেছেন, 'খুব কঠিন পরিস্থিতি। আল্লাহ জানে, কীভাবে খেলায় মনোনিবেশ করছি। আমি নিজেও জানি না। দেশে আমার বিরুদ্ধে কেস ঝুলছে। কী কেস সবাই জানে। আর আমি তখন কোথায় ছিলাম সেটাও সবাই জানে। এর বেশি কিছু বলতে চাই না।' উল্লেখ্য, খুনের মামলায় ১৩৭ জনের তালিকায় নাম রয়েছে সাকিবের। যদিও তখন সাকিব কানাডায় ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলতে ব্যস্ত ছিলেন।

এক ঝলকে সাকিব

টেস্ট

ব্যাটিং
ম্যাচ-৭০
রান-৪৬০০
সর্বাধিক-২১৭
গড়-৩৮.৩৩
শতরান-৫
অর্ধশতরান-৩১

বোলিং
ম্যাচ-৭০
উইকেট-২৪২
সেরা-৩৬/৩
গড়-৩১.৮৫
ইনিংসে ৫ উইকেট-১৯ বার

টি২০

ব্যাটিং
ম্যাচ-১২৯
রান-২৫৫১
সর্বাধিক-৮৪
গড়-২৩.১৯
অর্ধশতরান-১৩

বোলিং
ম্যাচ-১২৯
উইকেট-১৪৯
সেরা-২০/৫
গড়-২০৯১
৫ উইকেট-২ বার

মিথ্যা খবরে বিরক্ত ঋষভ

বেইলিস, বাঙ্গারকে ছাঁটাই করল টিম প্রীতি

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর : প্রত্যাশামাফিক ট্রেভর বেইলিসকে ছাঁটাই করল পাঞ্জাব কিংস।

হেডকোচের দায়িত্বে রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে চার বছরের চুক্তির পর কোচিং স্টাফে বড়সড়ো রদবদলের ইঙ্গিত ছিল। বেইলিসের বাতিল হওয়া কার্যত নিশ্চিত ছিল। যার অন্যথা হল না। ২০২২ থেকে হেডকোচের দায়িত্ব সামলানো বেইলিসকে শেষপর্যন্ত সরিয়েই দিলেন প্রীতি জিন্টারা। বেইলিসের সঙ্গে ছাঁটাই ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট সঞ্জয় বাঙ্গারও।

সঞ্জয় বাঙ্গার ২০১৪-২০১৬, তিন বছর হেডকোচও ছিলেন। ভারতীয় দলে সহকারী কোচের দায়িত্ব পাওয়ার পর পাঞ্জাব ছাড়েন। ২০২১ থেকে বছর দুয়েক আরসিবিতে কাটিয়ে পঞ্জাবে ফিরেছিলেন ২০২৩ সালে। বেইলিস অপরদিকে পঞ্জাবের হেডকোচ হিসেবে অনিল কুম্বলের স্থলাভিষিক্ত হন। এদিন সেই সম্পর্কে ইতি টানল ফ্র্যাঞ্চাইজি।

এদিকে, আইপিএলের রিটেনশন, ট্রেড, মেগা নিলাম নিয়েও উত্তাপ বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজবও। তেমনই গুজবে বেজায় চটেছেন ঋষভ পন্থ। মাঝে খবর রটে, দিল্লি ক্যাপিটালস ছেড়ে চেন্নাই সুপার কিংসে যোগ দিচ্ছেন। এবার দাবি, বিরাট কোহলিদের সঙ্গে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে যোগ দিচ্ছেন। কিন্তু বিরাট কোহলির নাকি আপত্তি রয়েছে। যা কানে আসার পর বেজায় ক্ষুব্ধ ঋষভ।

সম্প্রতি ঋষভকে নিয়ে একটি পোস্ট ভাইরাল হয়। যেখানে দাবি করা হয়, 'আরসিবি ঋষভকে পাওয়ার জন্য ঝাঁপিয়েছে। ঋষভের ব্যক্তিগত ম্যানেজারের মাধ্যমে অধিনায়কত্বের প্রস্তাবও পাঠানো হয়েছে। কিন্তু বিরাট ঋষভকে চান না। দিল্লি ক্যাপিটালস, ভারতীয় দলে ঋষভ রাজনীতি করে। তাই বিরাটের সম্মতি নেই। এমনটাই নাকি জানিয়েছেন আরসিবির এক আধিকারিক।'

ঋষভের দাবি, সর্বৈব মিথ্যা খবর। কোনও ভিত্তি নেই। বলেছেন, 'মিথ্যা খবর। জানি না, কেন সামাজিক মাধ্যমে এরকম গুজব ছড়ানো হচ্ছে। অর্থহীনভাবে অবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি করবেন না। এটাই প্রথম নয়। হয়তো শেষও নয়। সবার কাছে অনুরোধ, এরকম খবর রটানোর আগে তথাকথিত সূত্রের বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে নেবেন। এরপর আপনারাই ঠিক করুন। শুধু একজনের জন্য নয়, যাঁরা এটা করেছেন তাঁদের সবাইকেই একথা বলছি।'

এদিকে, রিটেনশন নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পথে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। সূত্রের দাবি, প্লেয়ার ধরে রাখার ক্ষেত্রে সংখ্যাটা চার থেকে বাড়িয়ে পাঁচ করা হবে। 'রাইট টু ম্যাচ' নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি। প্রাথমিকভাবে আসন্ন মেগা নিলামে এই নিয়মের বিরুদ্ধে বিসিসিআই। ফ্র্যাঞ্চাইজিদের অনুরোধে একটা 'রাইট টু ম্যাচ' দেওয়া হতে পারে। অর্থাৎ, ৫ জন রিটেনশন (পুরোনো প্লেয়ার ধরে রাখা) আর একজন নিলাম থেকে 'রাইট টু ম্যাচ' হতে পারে। তবে আরেকটি সূত্রের দাবি, ৫+১ কম্বিনেশনের বদলে রিটেনশনের সংখ্যা বাড়িয়ে ছয় করা হতে পারে।

সামাজিক মাধ্যমে ঋষভ পন্থের এই ছবি নিয়ে তৈরি হয়েছিল জল্পনা।

> মিথ্যা খবর। জানি না, কেন সামাজিক মাধ্যমে এরকম গুজব ছড়ানো হচ্ছে। অর্থহীনভাবে অবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি করবেন না। এটাই প্রথম নয়। হয়তো শেষও নয়। সবার কাছে অনুরোধ, এরকম খবর রটানোর আগে তথাকথিত সূত্রের বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে নেবেন।
>
> **ঋষভ পন্থ**

শতরান চান্ডিমলের

গল, ২৬ সেপ্টেম্বর : নিউজিল্যান্ডকে প্রথম টেস্টে হারানোর পর দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনেই চালকের আসনে শ্রীলঙ্কা। গোটা দিনে ৯০ ওভার ব্যাট করে তাদের স্কোর ৩০৬/৩। সৌজন্যে দীনেশ চান্ডিমলের ১১২ রানের ইনিংস এবং

তিনটি বড় রানের পার্টনারশিপ। অথচ দিনের শুরুটা মোটেই ভালো হয়নি শ্রীলঙ্কার। ম্যাচের প্রথম ওভারেই পাথুম নিসাঙ্কাকে (১) ফেরান টিম সাউদি (৫৪/১)। তারপরই ক্রিজে নামেন চান্ডিমল। শুরুর দিকে স্ট্রাইক রোটেট করে স্কোরবোর্ড সচল রাখেন চান্ডিমল-দিমুথ করুণারত্নে জুটি। যার ফলে কেটে যায় শুরুতে তৈরি হওয়া চাপ। চান্ডিমল-করুণারত্নে জুটি ১২২ রান জোড়ে। লাঞ্চের পর সেই জুটি ভেঙে যায় করুণারত্নের (৪৬) দুর্ভাগ্যজনক রান আউটে। তারপর অভিজ্ঞ অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজের সঙ্গে দলকে এগিয়ে নিয়ে যান চান্ডিমাল। তৃতীয় উইকেটে তাঁরা জোড়েন আরও ৯৭ রান। চান্ডিমালকে আউট করে কিউয়িদের ব্রেক থ্রু দেন গ্লেন ফিলিপস। যদিও এরপর ম্যাথিউজ ও কামিন্দু মেন্ডিস শ্রীলঙ্কার হাল ধরেন। তাঁরা চতুর্থ উইকেটে জোড়েন ৮৫ রান। কামিন্দু প্রথম ব্যাটার হিসেবে অভিষেকের পর আটটি টেস্ট ম্যাচের প্রতিটিতেই অর্ধশতরানের নজির গড়লেন। দিনের শেষে ক্রিজে রয়েছেন ম্যাথিউজ ও কামিন্দু। ম্যাথিউজ ৭৮ রানে এবং কামিন্দু অপরাজিত রয়েছেন ৫১ রানে।

ভিতর থেকে তাগিদ পাচ্ছিলাম না : শিখর

অবসরের কারণ খোলসা করলেন

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর : শেষ দুই বছরে জাতীয় দলে ডাক পাননি।

একঝাঁক তরুণের উপস্থিতিতে সম্ভাবনাও ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাশাপাশি আইপিএল, ঘরোয়া ক্রিকেট থেকেও বছর আটত্রিশের শিখর ধাওয়ানের সরে দাঁড়ানো অনেককেই অবাক করেছিল। এদিন যে সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করলেন ভারতীয় দলের বাঁহাতি প্রাক্তন ওপেনার।

শিখরের আগে আন্তর্জাতিক অভিষেক হলেও রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রবীন্দ্র জাদেজা বহালতবিয়তে টিম ইন্ডিয়ায়। দীর্ঘদিন ডাক না পাওয়া চেতেশ্বর পূজারা, আজিঙ্কা রাহানেরা ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলে চলেছেন। যদিও ধাওয়ানের যুক্তি সম্পূর্ণ আলাদা।

গত অগাস্ট মাসে অবসর নেওয়া ধাওয়ান বলেছেন, '১৮-১৯ বছর বয়সে ঘরোয়া ক্রিকেটে শুরু করেছিলাম। আর নয়। খেলার জন্য ভিতর থেকে কোনও উদ্দীপনা পাচ্ছিলাম না। গত ২ বছরে খুব বেশি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার সুযোগ পাইনি। শুধুমাত্র আইপিএলেই সীমাবদ্ধ ছিলাম। আর লম্বা কেরিয়ারে প্রচুর ম্যাচ খেলেছি। মন বলছিল, যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। এবার থামতে হবে। অবসরের সিদ্ধান্তে যে ভাবনা ভূমিকা নিয়েছে।'

শিখরের মতে, আইপিএলে নিজের মান বজায় রেখে খেলতে গেলে নিয়মিত ক্রিকেটে থাকা দরকার। ২-৩ মাসের পরিশ্রমে তা বজায় রাখা সম্ভবপর নয়। তাই আইপিএলে না খেলার সিদ্ধান্ত।

খুব বেশি লম্বা কেরিয়ার না হলেও, আইসিসি ট্রফিতে শিখরের ধারাবাহিক সাফল্য বরাবর নজর কেড়েছে। ব্যাটিং গড় ৬৫.১৫। আইসিসির সাদা বলের প্রতিযোগিতায় ভারতীয়দের মধ্যে যা সর্বাধিক। যে খুশিটা নিয়ে শিখর বলেছেন, 'কেরিয়ারে যা পেয়েছি, তাতে আমি খুশি। সবকিছুর জন্য আমি কৃতজ্ঞ।' ২০১৩ সালের

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতলেও বিশ্বকাপের স্বাদ পাননি। তবে শিখরের মধ্যে যা নিয়ে আক্ষেপ নেই।

দলে ডাক না পেলেও অভিযোগে নারাজ। বরং বর্তমান দল, অধিনায়ক রোহিত শর্মার প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। শিখর বলেছেন, 'দুর্দান্ত অধিনায়ক। দলকে যেভাবে নেতৃত্ব দিয়েছে, বিশ্বকাপ জিতেছে, ওর জন্য গর্ববোধ করছি। দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বকাপের অপেক্ষায় ছিল গোটা দেশ। ওডিআই বিশ্বকাপে শেষ ধাপে পৌঁছেও তা হাতছাড়া হয়েছিল। আক্ষেপ পূরণ টি২০ বিশ্বকাপে। রোহিত অত্যন্ত অভিজ্ঞ অধিনায়ক। আমি নিশ্চিত, দলের প্রত্যেকে ওর নেতৃত্বে খুশি।'

মাহি নয়, যুবির প্রথম পছন্দ রোহিত!

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর : মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা। তিনজনই ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তি।

এই তিন কিংবদন্তির মধ্যে যদি কাউকে অন্য দলে বিক্রি করতে হয়, কাউকে খেলাতে হয়, অথবা কাউকে সাজঘরে বসিয়ে রাখতে হয়, তাহলে আপনার পছন্দের তালিকাটা কেমন হবে?

আপাতদৃষ্টিতে সহজ প্রশ্ন। আবার সহজও নয়। এক পডকাস্টের অনুষ্ঠানে এমন বাউন্সারের সামনে পড়েছিলেন যুবরাজ সিং। বাউন্সারকে বাউন্ডারির বাইরে পাঠানোর মরিয়া চেষ্টা করেও পুরো সফল হননি যুবি। বরং তিনি জবাবে তাঁর প্রথম পছন্দ হিসেবে বর্তমান ভারত অধিনায়ক রোহিতের নাম করেছেন। কিন্তু মাহি-কোহলির বিষয় এড়িয়ে গিয়েছেন। যুবির কথায়, 'যদি টি২০ ফর্ম্যাটের বিষয় হয়, তাহলে একজন ক্রিকেটার হিসেবে আমি রোহিতকে নেব। ও অসাধারণ অধিনায়ক। তার চেয়েও বড় কথা দুর্দান্ত ব্যাটার। ব্যাট হাতে যে কোনও সময় ম্যাচের রং বদলে দিতে পারে রোহিত।'

প্রথম পছন্দ হিটম্যান হলে ধোনি-কোহলির মধ্যে আপনি কাকে দলে রাখতে চাইবেন? এমন বাউন্সারের সামনে এবার 'ডাক' করেছেন যুবরাজ। বলেছেন, 'এমন পরিস্থিতি হলে আমি নিজেকেই দল থেকে সরিয়ে নিতে চাইব। ওরা যেন খেলে, সেই ব্যবস্থা করতে চাইব আমি।' ২০০৭ সালের টি২০ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফের সঙ্গে তাঁর মাঠের ঝামেলা নিয়েও স্মৃতিচারণ করেছেন যুবরাজ। বলেছেন, 'সেদিন অকারণে ও আমায় ছাপার অযোগ্য শব্দ ব্যবহার করে উত্তেজিত করেছিল।'

দিমির চোটের পর ক্রেসপোর ডেঙ্গি

ইস্টবেঙ্গল আজ যুবভারতীতে জয়ের খোঁজে

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রস্তুতির ফাঁকে আড্ডায় হেক্টর ইউস্তে ও মাদিহ তালাল। - ডি মণ্ডল

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : অনুশীলনে নামার পর সবে মিনিট দশেক হয়েছে। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ট্রেনিং গ্রাউন্ড ছেড়ে একে একে বেরিয়ে এলেন সাউল ক্রেসপো, দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস, নীশু কুমার, মহম্মদ রাকিপ। গাড়িতে উঠে তাঁদের হোটেলে ফিরে যেতে দেখে মুখ শুকিয়ে গেল বাইরে দাঁড়ানো জনা কয়েক সমর্থকের।

আইএসএলের শুরুতেই পরপর দুই ম্যাচে হার। কোচের খেলানোর মধ্যে পরিকল্পনার অভাব স্পষ্ট। তার মধ্যে আবার ক্রমাগত চোট-আঘাতের সঙ্গে এবার অসুস্থতাও যোগ হল। এসব কিছুর জন্যই দলের মধ্যে তৈরি হওয়ার ছন্নছাড়াভাব কাটাতে শুক্রবার জয় এখন খুবই জরুরি ইস্টবেঙ্গলের। কার্লোস কোয়াদ্রাতের মতো হাসিখুশি মানুষকেও এদিন বেশ গম্ভীর মেজাজে পাওয়া গেল সাংবাদিক সম্মেলন থেকে অনুশীলন, সর্বত্র। প্রাক্তন ফুটবলাররা তাঁর কোচিংয়ের সমালোচনা করছেন শুনেও উত্তেজনা না দেখিয়ে খুব নিস্পৃহ ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন, 'দল না জিতলে এটা পৃথিবীর সর্বত্র হয়। এটা নতুন কিছু নয়।'

জ্বরে পড়েছেন ক্রেসপো। মাঝমাঠের স্তম্ভের দ্বিতীয় রক্ত পরীক্ষাতেই ডেঙ্গি ধরা পড়েছে। তবু এতটাই চাপে কোয়াদ্রাত যে এদিন তারপরেও বলে ফেলেন, 'সাউলের জ্বর হয়েছে। তবে একবার চেষ্টা করে দেখব, ওকে খেলানো যায় কিনা।' অন্দরের খবর, তিনি এমনকি ইনজেকশন দিয়েও ক্রেসপোকে খেলানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সেটা সম্ভব হচ্ছে না। সাইডব্যাক পজিশনে প্রভাত লাকড়া নাকি নিজেই খেলতে রাজি না হয়ে সময় চেয়েছেন। বিরক্ত কোয়াদ্রাত মুখ ফসকে বলেই ফেললেন, 'ও চোটটা সম্ভবত আগের ক্লাব থেকেই নিয়ে এসেছে।' দিয়ামান্তাকোসও কি তাই, জানতে চাইলে অবশ্য বলেছেন, 'না, না। এটা ওর আগের চোট নয়। আসলে একবার চোট হলে সেই জায়গাটা নিয়ে একটু সমস্যা হয়। তাই ওকে আমাদের সুরক্ষিত রাখা কর্তব্য।' এই চারজন বাদ দিয়ে খেলতে পারবেন না লালচুংনুঙ্গাও। দুইটি হলুদ ও লাল কার্ডের জন্য এক ম্যাচ সাসপেন্ড থাকার পর এই ম্যাচেও নেই। রেফারিকে গালিগালাজ করায় তাঁর শাস্তির মেয়াদ বাড়ার চিঠি এদিনই এসেছে। তাই আনোয়ার আলি, হেক্টর ইউস্তে ও হিজাজি মাহেরকে রেখে কোয়াদ্রাত যদি ৩-৫-২ ছকে খেলান তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। কিন্তু তাঁর দলে গোল করার লোকের অভাব দেখা গেছে। লাল-হলুদ কোচ বলেছেন, 'সুযোগগুলো গোলে পরিণত করতে আমরা খাটছি। সঠিক পাস বাড়ানো ও সেটা প্রতিপক্ষ গোলে গিয়ে শেষ করার জন্য বিশেষ অনুশীলন চলছে। তিন পয়েন্টের লক্ষ্যে নামবে দল।' এদিনের অনুশীলনে তাঁকে সেট পিসে জোর দিতে দেখা গেল।

খুব অনুকূল অবস্থা নয় এফসি গোয়ারও। যদিও দুই দলের এবং দুই কোচের সাক্ষাতের রেকর্ড তাদের পক্ষে। কিন্তু এখনও যে দুটো ম্যাচে খেলেছে তারা তাতে মানোলো মার্কুয়েজের কপালে চিন্তা ভাঁজ। গোয়ার কোচ বলেও দচ্ছিন, 'এই মুহূর্তে আমরা মানসিকভাবে ভালো জায়গায় নেই। শারীরিক বা টেকনিকাল দিকে তেমন কোনও সমস্যা নেই। তবু দলটাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।' বান্দোদকর ট্রফি থেকেই গোলের মধ্যে আছেন আমান্দো সাদিকু। প্রথম দুই ম্যাচেই তিনি গোল করেছেন। আর যুবভারতীর চেনা মাঠে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের এই প্রাক্তনী যে নিজেকে আবারও একবার প্রমাণ করতে চাইবেন তা বলাই বাহুল্য। সেখানে নিজেদের ঘরের মাঠে মাদি তালাল, নাওরেম মহেশ সিং, নন্দকুমার শেখর বা ক্লেইটন সিলভারা কী করেন, সেদিকেই এখন তাকিয়ে সমর্থকরা।

শুক্রবারের যুবভারতীতে দুই কোচই তাঁদের প্রথম জয়ের খোঁজে নামতে চলেছেন। যাঁর দল হারবে, তাঁরই বিদায়ধ্বনি এগিয়ে আসার সম্ভাবনা প্রবল।

আজ আইএসএলে

ইস্টবেঙ্গল বনাম এফসি গোয়া

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০টা
স্থান : কলকাতা
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

অ্যাওয়েতে চেন্নাইয়ান বধ মহমেডানের

চেন্নাইয়ান এফসি-০
মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-১
(রেমসাঙ্গা)

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

গোলের পর রেমসাঙ্গাকে ঘিরে উল্লাস সতীর্থদের। বৃহস্পতিবার।

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : সিংহের গুহায় ঢুকে প্রথম শিকার। আইএসএলের ইতিহাসে প্রথম জয় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের।

বল দখলে এগিয়ে। সুযোগ তৈরি, গোল লক্ষ্য করে শট সবদিক থেকেই এগিয়ে চেন্নাইয়ান এফসি। তবে দক্ষিণের শহর থেকে তিন পয়েন্ট নিয়ে ফিরছে আন্দ্রেই চেরনিশভের মহমেডান। রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে ওয়েন কোয়েলের চেন্নাইয়ানকে তাদেরই ঘরের মাঠে ১-০ গোলে হারাল সাদা-কালো ব্রিগেড। গোয়া ম্যাচের একাদশই এদিন নামান চেরনিশভ। তবে আইএসএলে প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচে শুরুটা একেবারেই ভালো হয়নি মহমেডানের। প্রথম মিনিট থেকেই আক্রমণে ঝড় তোলে চেন্নাইয়ান। দুই প্রান্ত থেকে ফারুক চৌধুরী ও কোনর শিল্ডসের দুরন্ত গতিকে কাজে লাগিয়ে সাদা-কালো রক্ষণকে বেকায়দায় ফেলে দেয় চেন্নাইয়ান। বারবার মহমেডানের বক্সেও ঢুকে পড়ছিলনে ড্যানিয়েল চিমাচুকু, ইরফান ইয়াদাদরা। ম্যাচের পঞ্চম মিনিটেই এগিয়ে যেতে পারত ওয়েন কোয়েলের দল। সে যাত্রার অল্পের জন্য রক্ষা পায় মহমেডান। ২২ মিনিটে আরও একবার সাদা-কালোর নিশ্চিত পতন রোধ করেন গোলরক্ষক পদম ছেত্রী।

উলটোদিকে ছোট ছোট পাসে আক্রমণ করার চেষ্টা চালাচ্ছিল মহমেডান। তবে চেন্নাইয়ান ফুটবলারদের গতির কাছে পেরে উঠছিলেন না মাকান চোটে, অমরজিৎ সিং কিয়ামরা। প্রতিআক্রমণ থেকে ফায়দা তোলার চেষ্টা করে মহমেডান। সুযোগও চলে আসে ৩৩ মিনিটে। চেন্নাইয়ান রক্ষণের ভুলে বল পেয়ে যান অ্যালেক্সিস গোমেজ। তবে ফাঁকা গোলে বল ঠেলতে ব্যর্থ সাদা-কালোর আর্জেন্টাইন ফুটবলার। ৩৯ মিনিটের মাথায় লালদিনপুইয়া ও চেন্নাইয়ান গোলরক্ষক শমীক মিত্রর বোঝাপড়ার অভাব কাজে লাগিয়ে লিড নেয় মহমেডান। ফাঁকা গোলে বল ঠেলতে ভুল করেননি রেমসাঙ্গা। গোল করার পর বেশ আত্মবিশ্বাসী দেখাল সাদা-কালোকে। প্রথমার্ধের শেষদিকে চেন্নাইয়ানকে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন ফানাই, অ্যালেক্সিসরা।

> হয়তো গত দুই ম্যাচের মতো ফুটবল খেলতে পারিনি আমরা। কিন্তু ৩ পয়েন্ট এসেছে, এটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এই জয় মহমেডানের কাছে ঐতিহাসিক।
>
> **আন্দ্রেই চেরনিশভ**

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে চেষ্টা করলেও শুরুর মতো দাপট দেখাতে পারেনি চেন্নাইয়ান। তুলনায় বেশ ছন্দে দেখা যায় সাদা-কালো ব্রিগেডকে। খেলার মিনিট ষাটেকের পর সাদা-কালো ফুটবলারদের থামাতে বক্সের আশপাশে বারবার ফাউল করছিল চেন্নাইয়ান। সেইসঙ্গে ম্যাচ যত শেষের দিকে এগোয় গোলের জন্য ততই মরিয়া হয়ে ওঠে চেন্নাইয়ান। খেলায় গতি আনতে একাধিক পরিবর্তনের পথে হাঁটেন ওয়েন কোয়েল। নামিয়ে দেন কিয়ান নাসিরি, উইলমার জর্ডনদের। সেখানে খেলায় গতি কমিয়ে বলের দখল নিজেদের কাছে রাখার চেষ্টা করে মহমেডান। চেরনিশভও একাধিক পরিবর্তন করেন। অ্যালেক্সিস, কার্লোস ফ্র্যাঙ্কোদের তুলে নামান সিজার মানঝোকি, মহম্মদ ইরশাদদের। তবে সেই মানঝোকিই পেনাল্টি নষ্ট করলেন। নিজে ফাউল আদায় করলেও শট লক্ষ্য রাখতে ব্যর্থ তিনি। শেষদিকে মিরজালোল কাশিমভের দূরপাল্লার শট দক্ষতার সঙ্গে রুখে দেন চেন্নাইয়ানের গোলরক্ষক শিলিগুড়ির ছেলে শমীক। পক্ষান্তরে শেষ কয়েক মিনিটে মুহুর্মুহু আক্রমণে সাদা-কালোকে রীতিমতো চেপে ধরে চেন্নাইয়ান। তবে আর গোল হয়নি। যদিও শেষ মুহূর্তে মহমেডানের হয়ে জুইডিকা গোললাইন সেভ না করলে ফল অন্যরকম হত।

মহমেডান ঃ পদম ছেত্রী, কাশিমভ, গৌরব, অমরজিৎ, ফ্র্যাঙ্কো (ইরশাদ), অ্যালেক্সিস (মানঝোকি), আদিঙ্গা, মাকান (বিকাশ সিং), জোসেফ, রেমসাঙ্গা ও জুইডিকা।

বিশ্বকাপের আগে আত্মবিশ্বাসী রিচা

‘ফিনিশ করাই আমার কাজ’

দুবাই, ২৬ সেপ্টেম্বর : দুবাইতে মহিলাদের টি২০ বিশ্বকাপ শুরুর আগেই একুশে পা দেবেন রিচা ঘোষ। মাত্র একুশ বছরেই তিনি ভারতের কাপ অভিযানে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হতে চলেছেন। কারণ, শিলিগুড়ির উইকেটকিপার-ব্যাটার রিচার ওপরেই থাকবে ফিনিশিংয়ের গুরুদায়িত্ব। বয়স কম হলেও অভিজ্ঞতা নেহাত কম নয় রিচার।

এই বছর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর প্রথম মহিলা প্রিমিয়ার লিগ জয়ের রান এসেছিল রিচার ব্যাট থেকেই। অথচ ফাইনালের এক সপ্তাহ আগে সেই দিল্লির বিরুদ্ধেই শেষ বলে রান আউট হয়ে ফিরেছিলেন। সেদিনের স্মৃতি সম্পর্কে রিচা জানালেন, 'সব খেলোয়াড়কেই এমন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়। আমি খুশি যে আমার ক্ষেত্রে এই ঘটনা কেরিয়ারের শুরুতেই ঘটে গিয়েছে। ফিনিশ করতে না পারায় সেদিন খুব কষ্ট হয়েছিল। সেই কষ্ট ভুলে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম পরের ম্যাচে ফিনিশ করবই।'

তিনি আরও জানালেন, অস্ট্রেলিয়ায় বিগ ব্যাশ লিগ এবং ইংল্যান্ডে দ্য হান্ড্রেডে খেলার অভিজ্ঞতা বিশ্বকাপে কাজে দেবে। রিচার মন্তব্য, 'হান্ড্রেড খেলতে গিয়ে সুইং ও বাউন্স খেলতে হয়েছিল। ফলে এখন মন্থর উইকেটের পাশাপাশি পেশ সহায়ক পিচে সুইং সামলানোর জন্যও আমি তৈরি। অনেক সময় বোলাররা স্লোয়ার বোলিংয়ে আমাকে আটকাতে চায়। সেদিকেও নজর দিয়েছি।'

রিচার মতে বিশ্বকাপের প্রতিটি ম্যাচই উত্তেজক হতে চলেছেন। তিনি বলেছেন, 'এখন সব দলই নিজেদের মধ্যে নিয়মিত খেলছে। ফলে দলগুলির মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। আমরা যেমন অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডকে হারানোর কৌশল খুঁজি, তেমনই ওরাও ভাবে কীভাবে ভারতকে হারানো যায়। ফলে প্রতিটি ম্যাচই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতে চলেছে।'

ফিনিশার হলেও দলের প্রয়োজনে যে কোনও জায়গায় ব্যাটিং করতে রাজি রিচা। তাঁর কথায়, 'আসলে ফিনিশ করাটাই আমার কাজ। ওপেন করতে কিংবা তিন বা পাঁচ নম্বরে নামলে আমার লক্ষ্য থাকে ম্যাচ ফিনিশ করে ওঠা। তাই ব্যাটিং অর্ডার আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়।' স্বাভাবিকভাবেই টি২০ বিশ্বকাপ অভিযানে রিচার ব্যাট ভারতের বড় ভরসা।

পাঁচতারা লিভারপুল ও আর্সেনাল

লন্ডন, ২৬ সেপ্টেম্বর : লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়াম আর অ্যানফিল্ড। যথাক্রমে আর্সেনাল ও লিভারপুলের ঘরের মাঠ। দূরত্ব ২০০ কিলোমিটারেরও বেশি। তবে বুধবার রাতে ঘরের মাঠে লিগ কাপের ম্যাচের ফল মিলিয়ে দিল ইংল্যান্ডের শতাব্দীপ্রাচীন দুই ক্লাবকে। দুই দলই জিতল ৫-১ ব্যবধানে। লিভারপুল হারাল ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডকে। আর্সেনাল হারাল বোল্টন ওয়ান্ডারার্সকে।

ওয়েস্ট হ্যামের বিরুদ্ধে লিভারপুলের পাঁচতারা জয়ের নায়ক কোডি গাকপো ও দিয়োগো জোটা। দুজনই জোড়া গোল করেন। যদিও ম্যাচের ২১ মিনিটে কুয়ান্সার আত্মঘাতী গোলে পিছিয়ে পড়ে তারা। লিভারপুলকে প্রথমার্ধেই সমতায় ফেরান জোটা। ৪৯ মিনিটে তাঁরই করা গোলে এগিয়ে যায় অল রেডস। ৭৪ মিনিটে তৃতীয় গোল মহম্মদ সালাহর। দুই মিনিট পরই লাল কার্ড দেখেন ওয়েস্ট হ্যামের এডসন আলভারেজ। তারপর চাপ আরও বাড়িয়ে শেষ মুহূর্তে দুটি গোল তুলে নেয় আর্নে স্লটের দল। দুটি গোলই গ্যাকপোর। এই জয়ের সঙ্গে সঙ্গে লিগ কাপের চতুর্থ রাউন্ডে পৌঁছাল লিভারপুল।

অন্যদিকে, বোল্টনকে ৫-১ গোলে হারিয়ে চতুর্থ রাউন্ডে পৌঁছে গেল আর্সেনালও। আগাগোড়া দাপুটে ফুটবল খেলল মিকেল আর্তেতার দল। ১৬ মিনিটেই ডেকলান রাইসের করা গোলে লিড নেয় গানাররা। সিনিয়ার দলে অভিষেকেই জোড়া গোল করেন ইথান নুয়ানেরি। ম্যাচের দুই অর্ধে দুটি গোল করেন তিনি। এদিনই আর্সেনালের জার্সিতে প্রথম গোল করলেন রাহিম স্টার্লিং। ৭৭ মিনিটে কফিনে শেষ পেরেকটি গেঁথে দেন কাই হাভার্জ। উলটোদিকে ৫৩ মিনিটে বোল্টনের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন অ্যারন কলিন্স। লিগ কাপের চতুর্থ রাউন্ডে আর্সেনাল খেলবে প্রেস্টন নর্থ এন্ডের বিরুদ্ধে। লিভারপুলের প্রতিপক্ষ ব্রাইটন।

গোলের উল্লাস মহম্মদ সালাহর।

জাতীয় দলে না থাকলেও ব্যাটিংয়ের জন্য তৈরি হচ্ছেন পূজারা।

ক্রীড়াসূচি নিয়ে অখুশি মোলিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : আইএসএলের ক্রীড়াসূচি নিয়ে অখুশী মোহনবাগান কোচ জোসে মোলিনা। শুক্রবার বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ রয়েছে সবুজ-মেরুণ শিবিরের। ওই ম্যাচ খেলেই মোহনবাগান ইরানের উদ্দেশে যাত্রা করবে। ২ অক্টোবর ইরানের ক্লাব ট্র্যাক্টর এফসির বিরুদ্ধে এসিএল টু-এর গ্রুপপর্বের ম্যাচ খেলতে নামবে তারা। ওই ম্যাচ খেলে দল কলকাতায় ফিরবে ৪ তারিখ। এদিকে ৫ তারিখ যুবভারতী আইএসএলের প্রথম ডার্বি ম্যাচে মহমেডানের মুখোমুখি হবে মোহনবাগান। ছয়দিনের মধ্যে তিনটি ম্যাচ খেলতে হচ্ছে দিমিত্রি পেট্রাটোসদের। তাই লিগের ক্রীড়াসূচি নিয়ে বেশ বিরক্ত বাগান কোচ। তিনি বলেছেন, 'আমরা ইরান থেকে লম্বা জার্নি করে ফিরব ৪ অক্টোবর। তার পরেরদিনই মহমেডানের বিরুদ্ধে খেলতে হবে। এটা আমাদের পক্ষে মোটেও ভালো বিষয় নয়। আইএসএল কতৃপক্ষের ক্রীড়াসূচি তৈরির সময় চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অংশগ্রহণ করা ভারতীয় দলগুলির কথা মাথায় রাখা উচিত ছিল। কারণ এরা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছে।' বৃহস্পতিবার সকালে অনুশীলন করে বেঙ্গালুরুর উদ্দেশে যাত্রা করছে মোহনবাগান। সকালের অনুশীলনের পরেই ঠিক হবে আলবার্তো দলের সঙ্গে যাবেন কিনা। অন্যদিকে দলের অন্যতম প্রাণভোমরা দিমির সাম্প্রতিক ফর্ম নিয়ে বেশ চিন্তিত মোহনবাগান সমর্থকরা। তবে বাগান জনতার নয়নমণি বলেছেন, 'আমি সবসময়ই নিজের খেলার উন্নতি করার চেষ্টা করছি। তার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছি। প্রতি ম্যাচেই চেষ্টা করি নিজের সেরাটা দেওয়ার।'

শুরুতেই পয়েন্ট নষ্ট লাল ম্যাঞ্চেস্টারের

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৬ সেপ্টেম্বর : খারাপ সময় কাটছেই না। উয়েফা ইউরোপা লিগের প্রথম ম্যাচেই আটকে গেল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ঘরের মাঠে প্রথমার্ধে এগিয়ে গিয়েও টুয়েন্টে এফসির সঙ্গে ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র করল এরিক টেন হ্যাগের দল।

গত কয়েক বছর ধারাবাহিকতার অভাবই ডুবিয়েছে ম্যান ইউকে। এবারও মরশুমের শুরু থেকে ছবিটা একই। বুধবার রাতে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে টুয়েন্টের বিরুদ্ধে শুরুটা ভালোই করে রেড ডেভিলরা। ৩৫ মিনিটে ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেনের গোলে লিড নেয় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। জোরালো শটে জাল কাঁপান তিনি। তবে দ্বিতীয়ার্ধে গোল হজম করতে হয় সেই এরিকসেনের ভুলেই। তাঁর পা থেকে বল ছিনিয়ে নিয়ে গোল করেন টুয়েন্টের সাম ল্যামার্স।

ম্যাচ শেষে হতাশার সুর ইউনাইটেড কোচ এরিক টেন হ্যাগের গলায়। যদিও গোল হজমের জন্য নির্দিষ্ট একজনকে কাঠগড়ায় তুলতে নারাজ তিনি। বলেন, 'আমরাই ওদের সুযোগ করে দিয়েছি। ১ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পরও আমাদের আরও গোলের জন্য ঝাঁপানো উচিত ছিল। ভবিষ্যতে আরও সতর্ক হতে হবে।'

‘পাড়ার টিমের চেয়েও খারাপ পাকিস্তান!’

লাহোর, ২৬ সেপ্টেম্বর : পাড়ার টিমের চেয়েও খারাপ।

পাকিস্তান দলকে নিয়ে এমনই কটাক্ষের সুর দানিশ কানেরিয়ার। প্রাক্তন পাক স্পিনারের দাবি, দলের যা পারফরমেন্স, এই মুহূর্তে পাড়ার দলও এগিয়ে পাকিস্তানের চেয়ে! কানেরিয়া বলেছেন, 'পাকিস্তান ক্রিকেট দলের মান এতটাই নীচে নেমে গিয়েছে যে, পাড়ার দলও ওদের থেকে ভালো এখন। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডই এর জন্য দায়ী। অধিনায়ক, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড চেয়ারম্যানের পদ নিয়ে 'মিউজিক্যাল চেয়ার' চলছে। এর ফলে পুরো প্রক্রিয়াই ঘেঁটে যাচ্ছে।'

কানেরিয়া আরও বলেছেন, 'সরফরাজ আহমেদ দারুণভাবে দল সামলাচ্ছিল। কেন ওকে সরিয়ে বাবর আজমকে আনা হল, যুক্তি খুঁজে পাইনি। এই পাক দলে নেতৃত্বের রসদ রয়েছে, এমন কেউ নেই। অধিনায়কের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে পারফরমেন্সের মাধ্যমে দলকে অনুপ্রাণিত করতে হয়। বাবর ও শান মাসুদ দুইজনই যে কাজে ডাহা ফেল।' বাসিত আলির আবার দাবি, শীঘ্রই বলির পাঁঠা হতে চলেছেন হেডকোচ গ্যারি কার্স্টেন। বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পর্যন্ত গ্যারির মেয়াদ। তারপরই ছাঁটাই হবে। ওর দুর্ভাগ্য পাকিস্তান ক্রিকেটের নোংরা রাজনীতির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। যে পরিস্থিতির মধ্যে থেকে সাফল্য পাওয়া কার্যত অসম্ভব।' কার্স্টেন অবশ্য আত্মবিশ্বাসী। জানান, সাফল্যের রসদ, প্রতিভা রয়েছে। তিন ফর্ম্যাটেই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার ক্ষমতাও রাখে। দরকার শুধু সঠিক প্রক্রিয়া, দিশা।

শীঘ্রই ছাঁটাই হবেন কার্স্টেন : বাসিত

ঋষভ বন্দনায় মার্শ

সিডনি, ২৬ সেপ্টেম্বর : দুর্দান্ত ছেলে। অস্ট্রেলীয় হলে দারুণ হত।

ঋষভ পন্থকে নিয়ে এমনই দাবি মিচেল মার্শের। ব্যাট হাতে ইতিমধ্যে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে নিজের দাপট দেখিয়েছেন। নভেম্বরের অস্ট্রেলিয়া সফরেও যা অব্যাহত রাখার জন্য কোমর বাঁধছেন। বছর দুয়েক পর টেস্ট প্রত্যাবর্তনে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শতরান করে ছন্দে থাকার ইঙ্গিতও দিয়েছেন।

এহেন ঋষভকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন অজি অলরাউন্ডার। মার্শ বলেছেন, 'ও দুর্দান্ত ছেলে। দারুণ হত যদি ও অস্ট্রেলীয় হত। গত কয়েক বছর দুর্দান্ত কাটিয়েছে। কঠিন পরিস্থিতি থেকে অসাধারণভাবে প্রত্যাবর্তন করেছে। ইতিবাচক চরিত্র। এখনও তরুণ। জিততে ভালোবাসে। মাঠে অত্যন্ত লড়াকু। সবসময় ফুরফুরে মেজাজে, হাসিখুশি। মুখে লেগে থাকে চওড়া হাসি।' ঋষভকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত ট্রাভিস হেডও। অজি দলের ওপেনার হেডের মতে, ঋষভ যেরকম আগ্রাসী ক্রিকেট খেলে, ঋষভের ওয়ার্ক এথিক্স- সবমিলিয়ে উপভোগ্য চরিত্র। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে অস্ট্রেলীয় মানসিকতার কাছাকাছি কেউ যদি থাকেন, সে ঋষভই।

কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের ইনডোর গেমসে হাজির হয়ে সাংবাদিকদের উৎসাহ দিয়ে গেলেন আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য অভিষেক ডালমিয়া। তিনি সেখানে টেবিল টেনিসও খেলেলেন।

কল্যাণকে নোটিশ ঊষার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পিটি ঊষা ও যুগ্ম সচিব কল্যাণ চৌবের দ্বন্দ্ব আবারও প্রকাশ্যে। এদিন ঊষা তাইকোন্ডো ফেডারেশন অব ইন্ডিয়াকে জেনারেল বডিতে পাস না করিয়ে মান্যতা দেওয়ার জন্য একটি নোটিশ পাঠান কল্যাণকে। এই চিঠিতে লেখা হয়েছে, কোনও ক্রীড়া সংস্থাকে নথিভুক্ত করাতে গেলে আইওএ-র জেনারেল বডিকে দিয়ে তা পাস করাতেই হবে। কোনও সদস্য, সিইও বা এমনকি সভাপতিও একক সিদ্ধান্তে এটা করতে পারবেন না। তাইকোন্ডোর ক্ষেত্রে সেরকম কিছু হয়নি বলে ঊষা জানান। তাঁকে পাঠানো চিঠিতে কেন তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের শাস্তি দেওয়া হবে না, এই প্রশ্নও করা হয়েছে। ঘটনা হল, কল্যাণ সহ বেশকিছু কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ঊষার সভাপতি থাকা নিয়ে আইওএ-র এথিকস কমিটিতে আলোচনা চায়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই চিঠি বলে মনে করা হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা বিজয় মণ্ডল - কে 19.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 43B 77270 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমার মতো ব্যক্তিদের জন্য উপলব্ধ একটি জাদুকরী হাতিয়ার, যা আমাকে একজন কোটিপতি করে তুলেছে। ডিয়ার লটারি আমাকে আমার জীবনের চূড়ান্ত আনন্দ দিয়েছে কারণ একজন সাধারণ মানুষের জন্য কোটিপতি হওয়া সহজ কাজ নয়। এই চমৎকার সুযোগের জন্য ডিয়ার লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

জয়ের ধারা বজায় রাখল বার্সেলোনা

মাদ্রিদ, ২৬ সেপ্টেম্বর : নতুন কোচ হ্যান্সি ফ্লিকের ছোঁয়ায় বদলে গিয়েছে বার্সেলোনা। নতুন মরশুমের শুরু থেকেই অশ্বমেধের ঘোড়া ছোটাচ্ছেন লেওয়ানডস্কিরা। ভারতীয় সময় বুধবার গভীররাতে তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে গেটাফেকে। ১৯ মিনিটে একমাত্র গোলটি করেছেন পোলিশ স্ট্রাইকার রবার্ট লেওয়ানডস্কি। এই নিয়ে লা লিগার প্রথম ৭টি ম্যাচের সবকয়টিতেই জয় পেয়েছে বার্সা। ২১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে রয়েছে তারা। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়ালের থেকে ৪ পয়েন্টে এগিয়ে কাতালান ক্লাবটি।

এদিকে, ৩৬ বছর বয়সেও দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন রবার্ট লেওয়ানডস্কি। ইতিমধ্যে ৭ ম্যাচে ৭ গোল করে লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনি। এই পোলিশ স্ট্রাইকারের প্রশংসা করে বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক বলেছেন, 'আমার কাছে শেষ দশবছরে সেরা নাম্বার নাইন লেওয়ানডস্কি। ওর কাজ বক্সে থাকা এবং গোল করা। লেওয়ানডস্কি সেটাই দুর্দান্তভাবে করছে।'

গোলের পর বার্সেলোনার রবার্ট লেওয়ানডস্কি।

বড় জয় ডায়মন্ডের

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : আই লিগ তৃতীয় ডিভিশনের প্লে অফের প্রথম ম্যাচে বড় জয় পেল ডায়মন্ড হারবার। তারা ৪-১ গোলে হারাল কার্বি অ্যলং মর্নিং স্টারকে। ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেন আইমার অ্যাডাম। অপর গোলটি নরহরি শ্রেষ্ঠার।

জয়ী কাস্টমস

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : কলকাতা লিগের সুপার সিক্সের ম্যাচে জয় পেল কাস্টমস। তারা ২-০ গোলে হারাল ভবানীপুরকে। এদিকে আন্ত জেলা ফুটবল ফাইনাল হবে কলকাতায়। ৩০ তারিখ ইস্টবেঙ্গল মাঠে খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে।

হঠাৎ অবসর ঘোষণা সাকিবের

খবর এগারোর পাতায়